পৃথিবীব্যাপী মহাসমর

বোম্বাই ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ও সম্পাদক

জে. নেল্‌সন্ ফ্রেজার্ প্রণীত

এবং

রায় সাহেব শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক

সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

THE WORLD AT WAR

(BENGALI TRANSLATION)

OXFORD UNIVERSITY PRESS
BOMBAY AND MADRAS

অকস্‌ফোর্ড্ য়ুনিভারসিটি প্রেস
বোম্বাই এবং মান্দ্রাজ
১৯১৭

সূচীপত্র।

চিত্র-সূচী।

মানচিত্র-সূচী।

পৃথিবীব্যাপী মহাসমর।

পৃথিবীব্যাপী মহাসমর

বোম্বাই ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ও সম্পাদক

জে. নেল্‌সন্ ফ্রেজার্ প্রণীত

এবং

রায় সাহেব শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক

সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

THE WORLD AT WAR

(BENGALI TRANSLATION)

OXFORD UNIVERSITY PRESS
BOMBAY AND MADRAS

অকস্‌ফোর্ড্ য়ুনিভারসিটি প্রেস

বোম্বাই এবং মান্দ্রাজ

১৯১৭

PRINTED BY B. K. DASS AT THE "WELLINGTON PRINTING WORKS"
10, HALADHAR BARDHAN LANE, CALCUTTA.
AND SOLD BY
S. C. AUDDY & CO.,
BOOKSELLERS AND PUBLISHERS
58 & 12 WELLINGTON STREET, CALCUTTA.

কলিকাতা।
৫৮ ও ১২ নং ওয়েলিংটন্ ষ্ট্রীট্,
এস্. সি. আঢ্য এণ্ড্ কোম্পানি কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং বিক্রীত।

সূচীপত্র।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

চিত্র-সূচী ।

মানচিত্র-সূচী ।

বিজ্ঞাপন।

প্রায় তিন বৎসর হইল য়ুরোপে যে সমরানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, এখনও তাহা নির্ব্বাপিত হয় নাই। ইহাতে যে কেবল য়ুরোপবাসীরাই দগ্ধ হইতেছেন তাহা নহে; এত দূরে থাকিয়াও আমরা পর্য্যন্ত ইহার প্রখর জ্বালা অনুভব করিতেছি।

বর্ত্তমান সময়ে এই মহাহবে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স্, বেল্জিয়াম্, ইটালি, সার্বিয়া, রুমানিয়া ও রুশিয়া একপক্ষ, এবং জার্ম্মাণি, অষ্ট্রিয়া, বুল্গারিয়া ও তুরুক অন্যপক্ষ। পৃথিবীতে আর কখনও এরূপ যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই; কি আয়োজনপ্রাচুর্য্যে, কি ব্যয়বাহুল্যে, কি যোদ্ধাদিগের সংখ্যায়, কি লোকক্ষয়ে, মহাভারতবর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও ইহার নিকট পরাজয় মানে। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, ভূগর্ভে ও সাগরগর্ভে—সর্ব্বত্র ইহার সংহার-ক্রিয়া চলিতেছে, পূর্ব্বে যাহা কবিকল্পনার বিষয় ছিল, এখন তাহা কার্য্যে পরিণত হইতেছে।

এই আকস্মিক বিপ্লবের কারণ কি, ইহার কোন্ পক্ষে ধর্ম্ম, কোন্ পক্ষে অধর্ম্ম, ইহার পরিণামই বা কি হইবে, সকলেরই তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়। এই ইচ্ছা পূরণ করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীযুক্ত নেল্সন্ ফ্রেজার্ "পৃথিবীব্যাপী মহাসমর" নাম দিয়া ইংরাজী ভাষায় একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে তিনি অতি নিরপেক্ষভাবে উভয়পক্ষের উদ্দেশ্য, রাজনীতি ও সমরনীতি আলোচনা করিয়াছেন এবং তৎসমস্ত বিশদ করিবার জন্য অতি সংক্ষেপে যুধ্যমান রাজ্যগুলির প্রাচীন ইতিবৃত্তের আভাস দিয়াছেন, কারণ বর্ত্তমানের সহিত অতীতের জন্যজনকত্ব-সম্বন্ধ, অতীত না বুঝিলে বর্ত্তমানের প্রকৃতি বুঝা অসম্ভব।

ইংরাজ আমাদিগের রাজা, ইংরাজের ইষ্টানিষ্টের সহিত আমাদের ইষ্টানিষ্টের ঘনিষ্ঠ সংস্রব। এই নিমিত্ত এদেশের সর্ব্বসম্প্রদায়ের সর্ব্ববিধ লোকে একমনে ইংরাজের বিজয়কামনা করিতেছে, ইংরাজের সাহায্যার্থ কঠোর সৈনিকবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক সমরানলে প্রাণ আহুতি দিতেছে। কিন্তু যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ, তাঁহাদের অনেকে হয়ত যুদ্ধের প্রকৃত কারণ এবং কোন্ পক্ষের এখন কি অবস্থা তাহা সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয় বালকদিগের অবগতির নিমিত্ত শ্রীযুক্ত নেল্সন্ ফ্রেজারের গ্রন্থাবলম্বনে এই পুস্তক সঙ্কলিত হইল।

শ্রীযুক্ত নেল্সন্ ফ্রেজার্ প্রণীত পুস্তকের বর্ত্তমান সংস্করণে ১৯১৬ অব্দের

১২ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে সেই সমস্ত বিবৃত আছে। কিন্তু ততঃপর উভয়পক্ষের বিস্তর অবস্থাপরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইংরাজের ও ফরাসীর ভীষণ আক্রমণে জার্ম্মাণেরা পশ্চিমপ্রান্তে পরাবর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন; ইংরাজেরা এশিয়াখণ্ডে সুপ্রসিদ্ধ বাগ্‌দাদ নগর অধিকার করিয়াছেন; রুশিয়ার সম্রাট্ মুখে না হউক, কার্য্যে জার্ম্মাণদিগের পক্ষপাতী ছিলেন এই সন্দেহে তত্রত্য অধিবাসীরা তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সাধারণতন্ত্র শাসন প্রবর্ত্তিত করিয়াছে; জার্ম্মাণির দুর্ব্যবহারে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের লোকেও ইংরাজপক্ষে যোগ দিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে বর্ত্তমান গ্রন্থে এই সমস্তও পাঠকদিগের বোধ-সৌকর্য্যার্থে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

পৃথিবীব্যাপী মহাসমর।

প্রথম খণ্ড—অতীত কথা।

প্রথম অধ্যায়।

জার্ম্মাণি ও অষ্ট্রিয়া।

এখন জার্ম্মাণি শব্দের অর্থ জার্ম্মাণজাতির বাসভূমি।* কিন্তু জার্ম্মাণজাতি বলিলে এখন যাহা বুঝায় পূর্ব্বে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক বুঝাইত, কারণ অষ্ট্রিয়া, হল্যাণ্ড্ প্রভৃতি আরও কতকগুলি দেশের অনেক লোক মূলতঃ জার্ম্মাণ-জাতিরই অন্তর্ভূত।

য়ুরোপের দক্ষিণখণ্ডস্থ গ্রীক্ ও রোমকজাতি যেমন যীশুখ্রীষ্টের বহু পূর্ব্বেই সভ্যতার উচ্চ সোপানে অধিরোহণ করিয়াছিলেন, জার্ম্মাণেরা সেরূপ পারেন নাই। এই নিমিত্ত রোমকগ্রন্থকারেরা তাঁহাদিগকে 'বর্ব্বর' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা অত্যন্ত মদ্যাসক্ত ও যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন; তাঁহারা শিল্পসাহিত্যাদি সভ্য-জনোচিত বিদ্যার অনুশীলন করিতেন না; তাঁহাদের দেশে তখন বড় বড় বিল ও বন ছিল, কুত্রাপি কোন বৃহৎ নগর দেখা যাইত না।

কিন্তু জার্ম্মাণদিগের গুণও অনেক ছিল এবং রোমকগ্রন্থকারেরা শত্রু হইলেও সেগুলি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের প্রভুভক্তি, সাহস ও বিক্রম দেখিয়া রোমকেরা বিস্মিত হইয়াছিলেন। সঙ্গীতে তাঁহাদের অসামান্য নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল। তাঁহাদের রমণীরা সচ্চরিত্রা ও লজ্জাশীলা ছিলেন, অথচ সমাজে পুরুষদিগের তুল্যকক্ষ হইয়া বিচরণ করিতেন। পৃথিবীর অন্যত্র নানা জাতির সংমিশ্রণে লোকচরিত্রের যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, জার্ম্মাণিতে সেরূপ হইতে পারে নাই; কাজেই দ্বিসহস্রবর্ষ পূর্ব্বে জার্ম্মাণজাতির প্রকৃতিতে যে সকল দোষগুণ পরিলক্ষিত হইত, অদ্যাপি অল্লাধিক মাত্রায় সেগুলি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

---

* বর্ত্তমান জার্ম্মাণেরা আপনাদিগকে 'ডয়েচ্' এবং আপনাদিগের দেশকে 'ডয়েচ্‌ল্যাণ্ড্' বলেন। আমরা কিন্তু 'ডয়েচ্' শব্দে হল্যাণ্ড দেশের অধিবাসীদিগকেই বুঝিয়া থাকি। হল্যাণ্ডের লোকে আপনাদিগকে 'হল্যাণ্ডার্স' বলেন। ইহা হইতে আমাদিগের 'ওলন্দাজ' শব্দের উৎপত্তি। ফরাসী-দেশে জার্ম্মাণদিগের নাম 'আলর্ম্যা'।

খ্রীষ্টের শতাধিকবর্ষ পূর্ব্বেই জার্ম্মাণদিগের সহিত রোমকদিগের সঙ্ঘর্ষ ঘটে এবং তাঁহাদিগের ভীষণ আক্রমণস্রোত হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত রোমকদিগকে সবিশেষ কষ্ট পাইতে হয়। অতঃপর সুপ্রসিদ্ধ রোমক সেনানী মহাবীর জুলিয়াস্ সীজার যখন গল দেশ (বর্ত্তমান ফ্রান্স্) জয় করেন, তখন তিনি রাইন নদী পার হইয়া জার্ম্মাণদিগের বাসভূমি আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভাবলে জার্ম্মাণেরা তখন পরাভূত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বশীভূত হন নাই। তাঁহারা যখনই সুবিধা পাইতেন, তখনই রোমের বিরুদ্ধাচরণ করিতেন। এই নিমিত্ত গল দেশে সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা লাভ করিলেও রোমকেরা রাইন নদীর পূর্ব্বপারে দীর্ঘকালস্থায়ী আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন নাই; কাজেই জার্ম্মাণির স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল।

খ্রীষ্টীয় প্রথম দুইশত বৎসর রোমকজাতির চরম উন্নতির সময়। পশ্চিমে আটলাণ্টিক মহাসাগর, পূর্ব্বে য়ুফ্রেটিশ নদী, উত্তরে ডানিয়ুব নদী, দক্ষিণে সাহারা মরুভূমি, এই চতুঃসীমান্তর্ব্বর্ত্তী সুবিশাল অঞ্চলে রোমের তখন একচ্ছত্রাধিপত্য। ইহার সর্ব্বত্রই তখন রোমের সভ্যতা বিরাজ করিত, এবং রোমের বিধিব্যবস্থানুসারে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। কিন্তু কালবশে রোমের অবনতির সূত্রপাত হইল; রোমক সাম্রাজ্য দুইখণ্ডে বিভক্ত হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। পশ্চিমখণ্ডের রাজধানী রহিল রোম; পূর্ব্বখণ্ডের রাজধানী হইল কন্‌ষ্টাণ্টিনোপ্‌ল্ (বা স্তাম্বুল)। জার্ম্মাণেরাও তখন সুযোগ পাইলেন এবং পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া প্রতীচ্য রোম সাম্রাজ্য চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

এই ধ্বংসের কার্য্য শেষ হইতে বহুকাল লাগিয়াছিল (খ্রীঃ ২০০—৬০০)। যে সকল জার্ম্মাণ সম্প্রদায় ইহার প্রধান নায়ক, ফ্রাঙ্কেরা তাহাদের অন্যতম। ইঁহারা গল দেশ জয় করিয়া সেখানে বাস করেন এবং ইঁহাদেরই নামানুসারে গলের নাম 'ফ্রান্স্' হয়। ফ্রাঙ্ক্‌জাতীয় রাজাদিগের মধ্যে সার্লামেন্ সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। তাঁহার সিংহাসনপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই ফ্রাঙ্কেরা রোমকদিগের ধর্ম্ম, ভাষা ও আচার-ব্যবহার অবলম্বনপূর্ব্বক পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সভ্য হইয়াছিলেন। সার্লামেন্ রোমক সভ্যতার এতই পক্ষপাতী ছিলেন যে রোমকেরা যে নিয়মে শাসন করিয়া গিয়াছেন, সেই আদর্শ চালাইতে পারিলেই তিনি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন। তিনি নিজের সাম্রাজ্যকে 'পবিত্র রোমক সাম্রাজ্য' এই আখ্যা দিয়াছিলেন এবং 'পবিত্র' বিশেষণটী সার্থক করিবার অভিপ্রায়ে প্রধান যাজক পোপ্‌কর্ত্তৃক* নিজের অভিষেক-ক্রিয়া

* পূর্ব্বকালে য়ুরোপখণ্ডে খ্রীষ্টানদিগের দুইজন প্রধান গুরু ছিলেন—প্রতীচ্যখণ্ডে রোমের পোপ্ এবং প্রাচ্যখণ্ডে কন্‌ষ্টাণ্টিনোপ্‌লের 'পেট্রিয়ার্ক্' বা গোষ্ঠীপতি। রোমের পোপ্ আপনাকে যীশুখ্রীষ্টের প্রিয় শিষ্য পিটার্ নামক সাধুপুরুষের স্থানীয় বলিয়া মনে করেন। তাঁহার পদ নির্ব্বাচনাধীন।

সম্পাদন করাইয়াছিলেন। য়ুরোপের ইতিবৃত্তে সার্লামেনের ন্যায় সর্ব্বগুণান্বিত ভূপতি অতি অল্পই দেখা যায়। তিনি ধর্ম্মের সংস্থাপন এবং প্রজার শিক্ষাবিধানের জন্য নিয়ত যত্নশীল ছিলেন এবং তাঁহার শাসনগুণে সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিত।

সার্লামেন য়ুরোপখণ্ডে সৈনিক ভূম্যধিকার-প্রথার প্রথম প্রবর্ত্তক। এই প্রথানুসারে রাজা নিজের বিশ্বাসভাজন সেনানীদিগকে জায়গীর দিতেন এবং জায়গীরদারেরা যুদ্ধকালে স্ব স্ব জায়গীরের পরিমাণানুসারে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক যোদ্ধা লইয়া রাজার সাহায্য করিতেন। উত্তরকালে ইহা হইতে নানারূপ অনর্থের উৎপত্তি হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কারণ সৈনিক ভূম্যধিকারীরা সচরাচর বড় অত্যাচারী ছিলেন; তাঁহারা রক্ষকবেশে ভক্ষক হইয়া প্রজার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতেন; তাঁহারা একে অপরের সম্পত্তি গ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে নিয়ত বিবাদবিসংবাদে রত থাকিতেন; তাঁহাদের উপদ্রবে স্বয়ং রাজা পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে বিব্রত হইয়া পড়িতেন। কিন্তু সার্লামেনের রাজত্বকালে সমাজের যেরূপ অবস্থা ছিল তাহাতে, বোধ হয়, সৈনিক ভূম্যধিকার-প্রথা অবলম্বন না করিলে শান্তিলাভের সম্ভাবনা ছিল না।

খ্রীষ্টীয় ৮১৪ অব্দে সার্লামেনের মৃত্যু হয়। অতঃপর তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; ফ্রান্স্ স্বাধীনতা অবলম্বন করে, জার্ম্মাণিও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু কার্য্যতঃ স্বাধীন হইলেও এই সকল জার্ম্মাণ ভূপাল আপনাদিগের মধ্যে একজনকে সম্রাটের পদে নির্ব্বাচিত করিয়া লইতেন। নির্ব্বাচিত সম্রাট্দিগের মধ্যে কেহ কেহ প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন এবং তাঁহারা সময়ে সময়ে আল্পস্ পর্ব্বত লঙ্ঘন পূর্ব্বক ইটালিদেশে অখণ্ড আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেন (খ্রীঃ ৮০০—১০০০)। কিন্তু ইটালিতে তখন জেনোয়া, বিনিস্ ও ফ্লরেন্স্ নগর বাণিজ্যের কল্যাণে প্রভূত ক্ষমতাশালী হইয়াছিল। জার্ম্মাণ সম্রাটেরা কখনও ইহাদিগকে বশীভূত করিতে পারেন নাই; রোমের পোপও সুবিধা পাইলে তাঁহাদিগের প্রতিকূলাচরণ করিতে বিরত হইতেন না। কাজেই মধ্যযুগে* তথাকথিত জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য তদানীন্তন জার্ম্মাণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সম্রাট্ যদি

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রতীচ্যখণ্ডের অনেক খ্রীষ্টান্ ধর্ম্মসম্বন্ধে পোপের একাধিপত্য অস্বীকার করেন এবং তদুপলক্ষ্যে নানা দেশে অনেক রক্তারক্তি হয়। পোপের বিরুদ্ধবাদীরা 'প্রটেষ্টাণ্ট্,' পোপের পক্ষপাতীরা 'রোমান্ কাথলিক্' বা কাথলিক্ নামে অভিহিত।

* খ্রীষ্টীয় ৬০০ হইতে ৮০০ অব্দ পর্য্যন্ত প্রায় তিন শত বৎসর য়ুরোপীয় ইতিবৃত্তে 'তামস' বা 'অজ্ঞানযুগ' নামে বিদিত, কারণ এই সুদীর্ঘকালে য়ুরোপখণ্ডে বিদ্যালোচনায় সাতিশয় অবনতি ঘটিয়াছিল। সার্লামেনের সময় হইতে প্রায় ৭০০ বৎসর 'মধ্যযুগ' নামে অভিহিত। তাহার পর মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাব, গ্রীক্ সাহিত্যের আলোচনা, আমেরিকার আবিষ্কার প্রভৃতি নানা কারণে বর্ত্তমান যুগের প্রবর্ত্তন হয়।

দুর্ব্বল হইতেন তাহা হইলে জার্ম্মাণির অভ্যন্তরেও তাঁহার প্রকৃত কোন ক্ষমতা থাকিত না।

অতঃপর খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে হাপ্‌স্‌বার্গ্‌ বংশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যে নববলের সঞ্চার হয়। এই বংশের পূর্ব্বপুরুষেরা সুইট্‌জার্‌ল্যাণ্ডের অন্তঃপাতী হাপস্‌বার্গ নামক এক পল্লীগ্রামে বাস করিতেন; কিন্তু কালক্রমে ক্ষমতাশালী হইয়া ইঁহারা জার্ম্মাণভূপতিদিগের মধ্যে শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছিলেন। অদৃষ্টবলে ইঁহাদের কাহারও কাহারও এমন বিবাহসম্বন্ধ ঘটিত যে তন্নিবন্ধন ইঁহারা নূতন নূতন রাজ্য লাভ করিতেন। বর্ত্তমান হল্যাণ্ড্‌ ও বেল্‌জিয়াম্‌ দেশ এইরূপেই এক সময়ে হাপস্‌বার্গ্‌ বংশের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। জার্ম্মাণ সম্রাটের পদ নির্ব্বাচনাধীন ছিল; কিন্তু ইহাতেও ক্রমে হাপস্‌বার্গ বংশেরই একাধিকার জন্মে এবং তাঁহাদের রাজধানী বিয়ানা নগরী ধনে জনে সাতিশয় সমৃদ্ধিশালিনী হইয়া উঠে।

হাপ্‌স্‌বার্গদিগের একজন বংশধর স্পেনরাজ ফার্ডিনাণ্ডের কন্যা জোয়ানাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং সেই সূত্রে তাঁহার পুত্র স্পেনদেশ, ইটালির দক্ষিণাঞ্চল এবং নবাবিষ্কৃত মেক্সিকো ও পেরু প্রভৃতি দেশের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। এই ভাগ্যবান্‌ পুত্রের নাম চার্লস্‌। ইনি শেষে জার্ম্মাণসাম্রাজ্য লাভ করিয়া পঞ্চম চার্ল্‌স্‌ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

পঞ্চম চার্লসের মৃত্যুর পর স্পেন্‌, হল্যাণ্ড্‌ ও বেল্‌জিয়াম্‌ জার্ম্মাণসাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; জার্ম্মাণিতেও সম্রাটের ক্ষমতা পূর্ব্বাপেক্ষা ক্ষীণ হইয়া পড়ে। চার্ল্‌সের জীবদ্দশাতেই মার্টিন্‌ লুথার্‌ নামক একব্যক্তি পোপের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়া ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং জার্ম্মাণ ভূপালদিগের কেহ কেহ পোপের পক্ষ, কেহ কেহ বা সংস্কারকদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এবম্প্রকারে যে লোকক্ষয়কর যুদ্ধ ঘটে, ইতিহাসে তাহা ত্রিংশদ্‌বর্ষব্যাপী সমর নামে অভিহিত (১৬১৮-১৬৪৮ খ্রীঃ অঃ)। ইহাতে উভয় পক্ষেই নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত দেখাইয়াছিলেন; কাজেই যুদ্ধের যখন অবসান হইল তখন জার্ম্মাণজাতি নিতান্ত অবসন্ন ও দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া পড়িল।

জার্ম্মাণসম্রাটের পদ হাপ্‌স্‌বার্গ্‌ বংশগতই রহিল, কিন্তু সম্রাট্‌ এখন সাক্ষিগোপাল-মাত্র হইলেন, কারণ অষ্ট্রিয়ার বাহিরে কেহই তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করিত না এবং জার্ম্মাণির উত্তরখণ্ডস্থ রাজারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলিতেন। অষ্ট্রিয়ার মধ্যেও শান্তি ছিল না। তুর্কজাতি য়ুরোপের প্রাচ্যখণ্ডে সমধিক প্রবল হইয়াছিল। তাহারা পূর্ব্বেই কন্‌ষ্টাণ্টিনোপ্‌ল্‌ অধিকার করিয়াছিল এবং তথা হইতে ডানিয়ুব্‌ নদী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। এক দিকে তুর্কদিগকে নিরস্ত রাখা, অন্যদিকে পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী

পোল্যাণ্ড্রাজের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা, এই উভয় কার্য্যে সম্রাট্কে নিয়ত ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইত; তিনি জার্ম্মাণির খণ্ডরাজ্যগুলির কথা ভাবিবার অবসর পাইতেন না।

এই সকল খণ্ডরাজ্যের মধ্যে প্রুশিয়া শনৈঃ শনৈঃ বলসঞ্চয় করিতেছিল। মধ্যযুগে প্রুশিয়ার কিছুমাত্র খ্যাতিপ্রতিপত্তি ছিল না। ইহার ভূমি অনুর্ব্বরা, খনিজ সম্পত্তি অকিঞ্চিৎকর, অবস্থান সমুদ্র হইতে দূরে। কাজেই কৃষি বা বাণিজ্য কিছুতেই ইহার উপর কমলার কৃপাদৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ইহার রাজারা পুরুষপরম্পরায় এমনই উদ্যমশীল ও অধ্যবসায়ী ছিলেন যে, সেই নগণ্য প্রুশিয়া এখন জার্ম্মাণ-সাম্রাজ্য-লক্ষ্মীর অধিষ্ঠানভূমি হইয়াছে। প্রুশিয়া-রাজবংশের আদিপুরুষ হোহেন্ট্সলারণ্ নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে বাস করিতেন; তজ্জন্য এই বংশ হোহেন্ট্সলারণ্ আখ্যা পাইয়াছে।

হোহেন্ট্সলারণ্ বংশের কয়েকজন রাজার নাম ফ্রেড্রিক্; তন্মধ্যে যিনি খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ এবং তন্নিমিত্ত ইতিহাসে ফ্রেড্রিক্ দি গ্রেট্ অর্থাৎ মহাসত্ত্ব ফ্রেড্রিক্ নামে অভিহিত। তাঁহার চেষ্টাতেই প্রুশিয়াবাসীরা রাজ্যবিস্তারে প্রবৃত্ত হন, এবং য়ুরোপখণ্ডে প্রুশিয়ার রাজশক্তিও যে নগণ্য নহে সর্ব্বপ্রথম ইহা প্রতিপাদন করেন। ১৭৪০ অব্দে অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ দেহত্যাগ করিলে তাঁহার কন্যা মেরায়া টেরিসা সিংহাসনে অধিরোহণ করেন এবং এই সুযোগে ফ্রেড্রিক্ কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ না করিয়া তদীয় অধিকারভুক্ত সিলিসিয়া নামক সমৃদ্ধ জনপদটী গ্রাস করিয়া ফেলেন। তেজস্বিনী মেরায়া ফ্রান্সের সাহায্যে প্রুশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, এদিকে ফ্রান্সের সহিত শত্রুতাবশতঃ ইংরাজেরা ফ্রেড্রিকের সহায় হইলেন। ফ্রেড্রিক্ অনেকবার পরাস্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার এমনই রণনৈপুণ্য ছিল যে, পরাস্ত হইলেও তাঁহার বলক্ষয় হইত না। কাজেই পরিণামে তাঁহারই জয় হইল, সিলিসিয়া প্রদেশ প্রুশিয়ার অধিকারে রহিয়া গেল।

রাজ্যশাসনেও ফ্রেড্রিক সাতিশয় কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। তিনি পরিশ্রমী, ন্যায়পরায়ণ, মিতব্যয়ী ও পরিণামদর্শী ছিলেন, শিল্প ও সাহিত্যের উৎসাহ দিতেন এবং অবকাশকালে পণ্ডিতগণের সংসর্গে থাকিতে ভাল বাসিতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ফরাসীরা তাঁহার শত্রু ছিলেন; কিন্তু রাজভবনে তিনি ফরাসীপণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন। ফলতঃ, ফ্রেড্রিকের বুদ্ধি, ইংল্যাণ্ডের ধন ও ফরাসী-জাতির সভ্যতা এই তিনের সম্মেলনে প্রুশিয়াবাসীদিগের সৌভাগ্যসোপান গঠিত হইয়াছিল।

এতক্ষণ প্রায় দুই হাজার বৎসরের কথা বলা হইল। এই দীর্ঘকালে য়ুরোপের

প্রধান প্রধান জাতিদিগের মধ্যে নানাবিষয়ে যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল, জার্ম্মাণদিগের ভাগ্যে সেরূপ ঘটে নাই। সত্য বটে তাঁহারা পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার দ্বারা আপনাদের উদ্ভাবনী-শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, সত্য বটে বাল্টিক্ ও উত্তর সাগরের তীরবর্ত্তী কয়েকটী জার্ম্মাণ নগর বাণিজ্যের প্রসাদে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিল, সত্য বটে অষ্টাদশ শতাব্দীতে কয়েকজন প্রতিভাবান্ সঙ্গীতাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া জার্ম্মাণিকে সঙ্গীতবিদ্যায় য়ুরোপখণ্ডে সর্ব্বপ্রধান করিয়াছিলেন; কিন্তু এইরূপ দুই চারিটী বিষয় ব্যতীত আমরা এই দ্বিসহস্রবর্ষে জার্ম্মাণজাতির অন্য কোন কৃতিত্বের পরিচয় পাই না। তাঁহারা যুদ্ধই ভাল বাসিতেন এবং বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিবার তত অবসর পাইতেন না।

কিন্তু যুদ্ধেও যে মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হইতে না পারে এমন নহে। মানব বিবেকবান্; নিয়ত যুদ্ধে রত থাকিলে সে স্বতঃই দেখিতে পায় যে, শক্তি কেবল দুর্ব্বলের পীড়নের জন্য নহে; সত্যের সমর্থনে, দুষ্টের দমনে, শিষ্টের পালনে ও আর্ত্তের সংরক্ষণেই ইহার প্রকৃত মাহাত্ম্য। বিশেষতঃ যাঁহারা ভদ্রবংশজাত তাঁহাদের পক্ষে ত এই সকল পবিত্র ধর্ম্মের পালন নিতান্ত আবশ্যক। এবম্প্রকারে জার্ম্মাণিতে ও য়ুরোপের অন্যান্য দেশে মধ্যযুগে 'নাইট' উপাধিধারী কতকগুলি যোদ্ধার উদ্ভব হয়। 'নাইট' কথাটীর অর্থ সেবক। যাঁহারা প্রভুর সেবক, সত্যের সেবক, সমাজের সেবক, এরূপ যোদ্ধারাই 'নাইট' নামে অভিহিত হইতেন। ভদ্রসন্তানেরা বয়ঃপ্রাপ্তির পর উল্লিখিত মহাব্রতগুলি পালন করিবেন বলিয়া শপথ করিতেন এবং সাধারণত: অতি বিশ্বস্তভাবে আজীবন সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া চলিতেন। শেষে সভ্যতার বিস্তার, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সংস্কার, আগ্নেয়াস্ত্রের প্রচলন প্রভৃতি নানা কারণে নাইটদিগের পূর্ব্বরূপ উপযোগিতা ছিল না বটে, কিন্তু লোকে তাঁহাদের উচ্চ আদর্শ ভুলে নাই; তাহারা রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি নব নব বিষয়ে মনঃসংযোগ করিয়া স্ব স্ব হৃদয়ের উদারবৃত্তিসমূহ চরিতার্থ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় জার্ম্মাণিতে তখন ভয়ঙ্কর গৃহ-বিবাদ চলিতেছিল; কাজেই জার্ম্মাণেরা এরূপ কোন নূতন ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পারেন নাই, বরং জ্ঞাতিবিরোধে তাঁহাদের নীচবৃত্তিগুলিই প্রবল হইয়া উঠে। তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটে নাই; কৃষকেরা দারিদ্র্যের পীড়নে নিষ্পেষিত হইত; রাজারা স্বার্থপর ও তোষামোদপ্রিয় ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত জার্ম্মাণির মোটামুটি এইরূপ দুর্দ্দশাই ছিল। ঐ শতাব্দীর মধ্যভাগে উন্নতির যে সূত্রপাত হয়, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসীদেশে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে। ফরাসীরা রাজার ও জমিদারদিগের বহুশতাব্দীব্যাপী অত্যাচারে জ্বালাতন হইয়াছিলেন, শেষে যখন

আর সহ্য করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিলেন। পূর্ব্বে সকলেই সমান ছিল, এখনও চেষ্টা করিলে আবার সকলেই সমান হইতে পারে, রাজশাসন কেবল প্রজার মঙ্গলের নিমিত্ত, অমঙ্গল হইলে শাসন-পরিবর্ত্তন ন্যায়সঙ্গত, তাঁহারা এই সকল বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া রাজপদ ও জমিদারীপ্রথা উঠাইয়া দিলেন, রাজা ও রাণীর প্রাণদণ্ড করিলেন এবং সকলেই স্বাধীন, সকলেই সমান, এই মত ঘোষণা করিলেন। পাছে এই বিদ্রোহ-বহ্নি অন্যত্র পরিব্যাপ্ত হয় এই আশঙ্কায় য়ুরোপের অনেক রাজাই ফরাসী সাধারণতন্ত্রের শত্রু হইলেন।

এইরূপে জার্ম্মাণদিগের সহিত ফরাসীদিগের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে ফরাসীরা প্রথমে তত সুবিধা করিতে পারেন নাই ; কিন্তু যখন সুপ্রসিদ্ধ নেপোলিয়ন্ তাঁহাদের অধিনেতা হইলেন, তখন তাঁহারা দুর্জ্জয় হইয়া উঠিলেন। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ তখনও সিলিসিয়ার কথা ভুলিতে পারেন নাই ; তিনি নেপোলিয়ন্‌কে বাধা দিবার সময় প্রথমে প্রুশিয়ারাজের সহিত যোগ দেন নাই। কাজেই তাঁহারা উভয়েই একে একে পরাস্ত হইলেন এবং ফরাসীরা রাইন নদীর পূর্ব্বপারেও আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিলেন। নেপোলিয়ন্ প্রুশিয়ারাজ্যের সৈন্যসংখ্যা কমাইয়া দিলেন এবং যত দুর পারিলেন সেখান হইতে অর্থশোষণ করিতে লাগিলেন। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্‌ও পরাজয় মানিয়া নেপোলিয়ন্‌কে নিজের কন্যা দান করিলেন।

কিন্তু প্রুশিয়ারাজ ভগ্নোদ্যম হইলেন না ; তিনি নিজের সেনার উৎকর্ষসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দেখিলেন যখন নেপোলিয়নের আদেশানুসারে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অতিরিক্ত সৈন্য রাখিবার ক্ষমতা নাই, তখন ঐ নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সৈনিকপুরুষদিগকে রীতিমত সামরিক শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দিলে এবং তাহাদের পরিবর্ত্তে সেই পরিমাণে নূতন নূতন লোক আনিয়া সৈনিক শ্রেণীভুক্ত করিলে সন্ধির নিয়মও লঙ্ঘন করা হইবে না, অথচ কতিপয় বৎসরের মধ্যে রাজ্যের অনেক লোকে সমরনৈপুণ্য লাভ করিতে পারিবে। এই প্রথার আরও একটী গুণ এই যে ইহাতে এক সময়ে অধিক লোক সৈনিক বিভাগে রাখিতে হয় না। কাজেই ব্যয়ের লাঘব হয় এবং সামরিক শিক্ষা সমাপ্ত হইলে সকলেই গৃহে ফিরিয়া স্ব স্ব ব্যবসায় অবলম্বনপূর্ব্বক দেশের ধনবৃদ্ধি করিতে পারে। সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত, কিন্তু কৃষিশিল্পবাণিজ্যাদিতে নিরত এইরূপ ব্যক্তিদিগকে দেশের "সঞ্চিত সৈন্য" বলা যাইতে পারে, কারণ যখনই প্রয়োজন হয়, তখনই রাজা ইহাদিগকে আহ্বান করিয়া সামরিক কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারেন। উত্তরকালে য়ুরোপের প্রায় সমস্ত দেশেই সেনা প্রস্তুত করিবার জন্য প্রুশিয়ারাজের এই উৎকৃষ্ট

এদিকে নেপোলিয়নের পতনকাল আসন্ন হইল। তাঁহার সর্ব্বগ্রাসিনী নীতির বিভীষিকায় ইংল্যাণ্ড, প্রুশিয়া, অষ্ট্রিয়া, রুশিয়া প্রভৃতি প্রায় সকল দেশের রাজাই তাঁহার শত্রু হইয়াছিলেন। রুশিয়া আক্রমণ করিতে গিয়া তাঁহার এক বিপুল বাহিনী বিনষ্ট হইল; অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ প্রুশিয়ারাজের সহিত যোগ দিলেন; ইংল্যাণ্ডের ও প্রুশিয়ার সমবেত চেষ্টায় ওয়াটার্লুর যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার মহাপতন ঘটিল।

যুদ্ধান্তে য়ুরোপবাসীরা বিয়েনা নগরীতে এক মহাসমিতি গঠন করিয়া শান্তিস্থাপনে মন দিলেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে যে যে রাজার অধিকারে যে যে অঞ্চল ছিল, তাঁহারা প্রায় সকলেই যথাসম্ভব সেগুলি ফিরিয়া পাইলেন; ইহাতে এক জাতীয় লোক যে পুনর্ব্বার অন্য জাতীয় লোকের অধিকারভুক্ত হইল, সমিতির সভ্যেরা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলেন না। তাঁহারা অষ্ট্রিয়াপতিকে ইটালির কিয়দংশ দান করিলেন। হতভাগ্য পোল্যাণ্ডের সম্বন্ধেও সুবিচার করিলেন না। অষ্ট্রিয়া, প্রুশিয়া ও রুশিয়ার রাজারা অষ্টাদশ শতাব্দীতে পোল্যাণ্ড রাজ্যটীকে আপনাদের মধ্যে যেমন ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন, বিয়েনার সমিতি তাহাই অব্যাহত রাখিলেন। সবিশেষ লাভবান্ হইলেন প্রুশিয়ার রাজা, কারণ তিনি জার্ম্মাণির উত্তরখণ্ডস্থ হাম্বার্গ্ প্রভৃতি কতকগুলি উৎকৃষ্ট স্থান প্রাপ্ত হইলেন।

এরূপ ব্যবস্থায় রাজারা সন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রজারা সর্ব্বত্র সুখী হইতে পারিল না। ফরাসীরাষ্ট্রবিপ্লবে লোকে স্বায়ত্ত শাসনের মর্ম্ম বুঝিয়াছিল; কিন্তু প্রুশিয়া, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশের রাজারা স্বায়ত্তশাসনের বিরোধী এবং যথেচ্ছাচারের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রজাদিগকে শাসনসংক্রান্ত কোন ক্ষমতা দেওয়া দূরে থাকুক্, তাঁহারা বরং পূর্ব্বাপেক্ষাও স্বেচ্ছাচারী হইলেন।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে রাজারা স্বেচ্ছাচারী হইলেও জার্ম্মাণিতে এ সময়ে কোন অশান্তির লক্ষণ দেখা যায় নাই। পরন্তু কোন কোন জার্ম্মাণরাজ্যে লোকে যেন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক শান্তিপ্রিয় হইয়াছিল। তাহারা মদ্যপান এবং নৃত্যগীতাদি আমোদ-প্রমোদ ভোগ করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট থাকিত, রাজা ও রাজকর্ম্মচারীরা নিতান্ত অত্যাচারী না হইলে দেশের শাসনপ্রণালী-সম্বন্ধে মস্তিষ্ক আলোড়ন করিত না, কাহারও সহিত বিবাদ করিতেও চাহিত না। বাবেরিয়া প্রভৃতি দক্ষিণাঞ্চলবাসী জার্ম্মাণদিগের মধ্যেই এইরূপ শান্তিপ্রিয়তা অধিক দেখা যাইত। যখন নেপোলিয়ন্ প্রুশিয়া ও অষ্ট্রিয়াকে হতশ্রী করেন, তখনও ইহাঁদের স্বজাতিবাৎসল্য উদ্দীপিত হয় নাই; স্বজাতির মর্য্যাদা রক্ষা করা দূরের কথা, ইঁহারা বরং নেপোলিয়নেরই সাহায্য করিয়াছিলেন।

তবে প্রত্যেক জার্ম্মাণের হৃদয়েই যে যুদ্ধবাসনা দীর্ঘকাল সুষুপ্ত ছিল তাহা নহে। প্রুশিয়া দেশের বিস্মার্ক্ প্রমুখ অনেক ব্যক্তি প্রুশিয়াকে জার্ম্মাণজাতির অগ্রণী

করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এই বিস্মার্ক্ একজন অসাধারণ লোক। তিনি প্রুশিয়াদেশের কোন সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পঠদ্দশাতেই বীর্য্য ও চরিত্রবলে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। দেহের বল, মনের দৃঢ়তা, লোকচরিত্র বুঝিবার ক্ষমতা, উপায়কুশলতা প্রভৃতি যে সমস্ত গুণ থাকিলে সমাজে প্রাধান্য লাভ করা যায়, বিস্মার্কের তাহার প্রায় কোনটীরই অভাব ছিল না। তিনি শত বাধা পাইলেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেন না,—ছলে বলে, যে কোন প্রকারে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া লইতেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল, জার্ম্মাণরাজ্যগুলির মধ্যে প্রুশিয়াকে সর্ব্বপ্রধান করিতে হইবে,—প্রুশিয়ার রাজাকে জার্ম্মাণির সার্ব্বভৌমপদে বসাইতে হইবে। তাঁহার প্রতীতি হইয়াছিল যে, প্রজাতন্ত্রশাসনে জাতীয় শক্তির অপচয় ঘটে, কিন্তু সুযোগ্য রাজার হস্তে সর্ব্ববিধ ক্ষমতা কেন্দ্রগত হইলে, এবং তাঁহার সাহায্যার্থ বিশ্বস্তা ও পরাক্রমশালিনী সেনা থাকিলে জাতীয় শক্তির সম্যক্ স্ফূর্ত্তি জন্মে।

১৮৪৭ অব্দে য়ুরোপের নানাস্থানে যখন আবার রাষ্ট্রবিপ্লব আরম্ভ হয়, সেই সময় হইতে বিস্মার্কের অভ্যুদয়। তখন হাঙ্গারির সহিত অষ্ট্রিয়ার বিবাদ ঘটে এবং অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ হাঙ্গারিবাসীদিগকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে বাধ্য হন।* বিস্মার্ক তখন প্রুশিয়ারাজের মন্ত্রী। তিনি দেখিলেন অষ্ট্রিয়ার আর পূর্ব্বের মত ক্ষমতা নাই; অতএব তিনি জার্ম্মাণজাতির মধ্যে অষ্ট্রিয়ার পরিবর্ত্তে প্রুশিয়ার প্রাধান্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। অচিরে স্লেজুইক্-হল্ষ্টিন্ নামক একটী প্রদেশের অধিকার লইয়া তিনি অষ্ট্রিয়ার সহিত বিবাদের ছল পাইলেন।† এই প্রদেশ পূর্ব্বে দিনামাররাজের অধীন ছিল; কিন্তু ১৮৬৪ অব্দে বিস্মার্ক ইহা গ্রহণ করিলেন। জার্ম্মাণির উত্তরখণ্ডে দুই একটী প্রদেশ তখনও অষ্ট্রিয়ার শাসনাধীন ছিল; কাজেই অষ্ট্রিয়াপতি আপত্তি করিলেন, যে তাঁহার সম্মতি-

---

* অষ্ট্রিয়ার পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী বিস্তীর্ণ সমতল প্রদেশের নাম হাঙ্গারি। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে এশিয়া মহাদেশ হইতে তুর্কজাতির এক সম্প্রদায় এই অঞ্চলে গিয়া বাস করে এবং দীর্ঘকাল বিবাদের পর অষ্ট্রিয়ার অধীন হয়। ইহাদের জাতীয় নাম ম্যাগেয়ার। ইহাদিগের বা জার্ম্মাণদিগের সহিত হূণ নামক প্রাচীন অসভ্যজাতির কোন রক্তসম্বন্ধ নাই। আজকাল সংবাদপত্রাদিতে কেহ কেহ জার্ম্মাণদিগকে হূণ বলেন বটে, কিন্তু সে অপপ্রয়োগের জন্য স্বয়ং জার্ম্মাণসম্রাট্ই দায়ী। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি যখন চীনদিগকে দমন করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন তখন বলিয়া দিয়াছিলেন, তোমরা এমন কঠোর ভাবে শত্রু দমন করিবে যে লোকে যেন তোমাদিগকে হূণ মনে করে। বর্ত্তমান যুদ্ধেও জার্ম্মাণেরা অনেক বিষয়ে হূণদিগের মতই নৃশংসাচরণ করিতেছেন।

† স্লেজুইক্-হল্ষ্টিনের ভিতর দিয়া সুপ্রসিদ্ধ 'কিয়েল্ খাল' প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা উত্তর সাগরকে বাল্টিক্ সাগরের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে।

ব্যতিরেকে জার্ম্মাণেরা স্লেজুইক্ গ্রহণ করিতে পারেন না। কিন্তু বিস্মার্ক ইহাতে কর্ণপাত করিলেন না এবং যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্‌কে এরূপ পরাস্ত করিলেন যে, তিনি জার্ম্মাণির উত্তরখণ্ড হইতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হইলেন।

দূরদর্শী বিস্মার্ক এই পর্য্যন্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন, অষ্ট্রিয়ার আর কোন অনিষ্ট করিলেন না, কারণ তিনি বুঝিলেন অচিরে ফ্রান্সের সহিত প্রুশিয়ার যুদ্ধ ঘটিতে পারে; এরূপ অবস্থায় মর্ম্মান্তিক যাতনা দ্বারা অষ্ট্রিয়াকে চিরশত্রু করিয়া তুলিলে প্রুশিয়ার পক্ষে অসুবিধা হইবে। ফরাসীরা তখন নবশক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। বিস্মার্ক জানিতে পারিলেন ফরাসী সম্রাট্ তৃতীয় নেপোলিয়ন্ প্রুশিয়া আক্রমণ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন; কিন্তু ইহাতে তিনি ভীত না হইয়া বরং আনন্দিত হইলেন এবং নানা কৌশলে নেপোলিয়ন্‌কে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিলেন, কারণ তিনি বিলক্ষণ জানিতেন যে ফরাসী সেনা অপেক্ষা প্রুশিয়ার সেনা সমধিক বলবতী, বিশেষতঃ প্রুশিয়ার রাজা অগ্রণী হইয়া ফরাসীদিগের দর্পচূর্ণ করিতে পারিলে জার্ম্মাণিতে তাঁহার প্রভুত্ব অপ্রতিহত হইবে, সমগ্র জার্ম্মাণজাতি তাঁহাকে অধিনেতার পদে বরণ করিবে। ফরাসীরা অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইলেন বটে, কিন্তু সেনাপতিদিগের দোষে অচিরে পরাস্ত হইলেন। সেডানের যুদ্ধক্ষেত্রে নেপোলিয়ন্ আত্মসমর্পণ করিলেন, জার্ম্মাণেরা ফ্রান্সের রাজধানী পারিশ অবরোধ ও অধিকার করিলেন; ফরাসীরা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ তিনশত কোটি টাকা এবং আল্‌সাস্ ও লোরেণ্ নামক দুইটী প্রদেশ সমর্পণ করিয়া সে যাত্রা নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

জার্ম্মাণ-হস্তে আল্‌সাস্ ও লোরেণপ্রদেশের পতন বর্ত্তমান যুদ্ধের অন্যতম কারণ, এজন্য ইহাদের সম্বন্ধে দুই একটী কথা জানিয়া রাখা ভাল। প্রাচীন কালে এই প্রদেশদ্বয় কখনও ফরাসীদিগের, কখনও জার্ম্মাণদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। ফ্রান্সের ও জার্ম্মাণির প্রাচীন সাধারণসীমা রাইন নদী; কিন্তু মধ্যযুগে জার্ম্মাণেরা রাইনের পশ্চিমপারেও অধিকার বিস্তার করেন। তাহার পর সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসীরা আবার উক্ত প্রদেশ দুইটী জয় করিয়া লন। তদবধি ন্যূনাধিক দুই শত বৎসরের মধ্যে আল্‌সাস্ ও লোরেণের অধিবাসীরা ভাষায় ও আচার-ব্যবহারে সম্পূর্ণরূপে ফরাসীভাবাপন্ন হইয়া পড়েন; কাজেই তৃতীয় নেপোলিয়নের পরাভবের পর জার্ম্মাণি যখন এই অঞ্চলের আধিপত্য লাভ করিলেন, তখন তাঁহাদের মনে বড় আঘাত লাগিল। জার্ম্মাণেরা প্রায় চল্লিশ বৎসর আল্‌সাস্ ও লোরেণ্ শাসন করিতেছেন, কিন্তু অদ্যাপি তত্রত্য অধিবাসীদিগের প্রীতিভাজন হইতে পারেন নাই। কিন্তু জার্ম্মাণেরা সেজন্য দুঃখিত নহেন; তাঁহারা অতি কঠোরভাবেই এই প্রদেশ দুইটী শাসন করিয়া আসিতেছেন।

ফরাসীদিগের পরাভবের পর জার্ম্মাণেরা তদানীন্তন প্রুশিয়ারাজ প্রথম উইলিয়মকে জার্ম্মাণসম্রাটের পদে অভিষিক্ত করিলেন। নিয়ম হইল যে সম্রাটের সাহায্যার্থ খণ্ডরাজ্যগুলি হইতে কতিপয় প্রতিনিধি লইয়া একটী সভা গঠিত হইবে; পররাষ্ট্রের সহিত সম্বন্ধ, আমদানি-রপ্তানির উপর শুল্কগ্রহণ প্রভৃতি যে সকল বিষয়ের উপর সমগ্র জার্ম্মাণির মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে, তৎসংক্রান্ত বিধি-ব্যবস্থা এই সভার পরামর্শ লইয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে; সন্ধিবিগ্রহের ক্ষমতা সম্রাট্ স্বহস্তে রাখিবেন; সামন্তরাজ্যগুলিতেও এক একটী স্থানীয় প্রতিনিধি-সভা থাকিবে; শান্তিরক্ষা, শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রভৃতি যে সকল বিষয়ের সহিত স্থানীয় সম্বন্ধ, সামন্তরাজদিগের ক্ষমতা কেবল সেইগুলিতেই সীমাবদ্ধ রহিবে।

জার্ম্মাণিতে সম্রাট্ ও সামন্তরাজদিগকে পরামর্শ দিবার জন্য প্রতিনিধি-সভা আছে বটে, কিন্তু ইংল্যাণ্ডের পার্লেমেণ্ট সভার যেরূপ ক্ষমতা, ইহাদের সেরূপ নাই। অষ্ট্রিয়ার ন্যায় জার্ম্মাণিতেও শাসনসংক্রান্ত সর্ব্ববিধ বিষয়ে রাজকর্ম্মচারী-দিগেরই সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা; প্রজারা বা তাহাদের প্রতিনিধিগণ কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না।

সুখের বিষয় এই যে জার্ম্মাণির কর্ম্মচারিগণ সাধারণতঃ ন্যায়নিষ্ঠ ও কার্য্যক্ষম। এই নিমিত্ত শাসনকার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়। জার্ম্মাণির রেলওয়ে ও তাড়িত-বার্ত্তাবহ রাজকীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। কিন্তু ইহাদের কুত্রাপি কোনরূপ বিশৃঙ্খলতা দেখা যায় না। জার্ম্মাণির নগরগুলি অতি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন, প্রত্যেক নগরে বড় বড় বাগান ও যাদুঘর আছে; যেখানে যাও মনে হইবে এমন একটী দেশে আসিয়াছি যেখানে সকল লোকেই কাজ বুঝে এবং কিরূপে কাজ করিতে হয় তাহা জানে।

পূর্ব্বে কিন্তু জার্ম্মাণচরিত্রে এ গুণটী তত দেখা যাইত না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্য্যন্তও অনেকেরই ধারণা ছিল, জার্ম্মাণেরা কবিত্বে ও গীতবাদ্যে সুনিপুণ হইলেও বিষয়কর্ম্মে তত পটু নহেন, এবং রাজনীতি ও সমাজতত্ত্বে তাঁহারা অন্যান্য য়ুরোপবাসী অপেক্ষা অনেক অপকৃষ্ট। কিন্তু ফ্রান্স্‌কে পরাভূত করিবার পর জার্ম্মাণেরা বৈষয়িক অবস্থার উন্নতিসাধনে প্রাণপণে যত্ন করিয়াছেন। তাঁহারা অনেক দিন হইতেই খেলানা প্রস্তুত করিতে সিদ্ধহস্ত; সেদিন পর্য্যন্ত এবিষয়ে সমস্ত সভ্যজনপদেই তাঁহাদিগের একচেটিয়া ছিল; কিন্তু কতকগুলি নব্যশিল্পেও তাঁহাদের কারখানাগুলি পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ক্রুপ্ প্রভৃতির লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা এবং আল্‌কাতরা হইতে নানাবিধ রং ও ঔষধ প্রস্তুত করিবার রাসায়নিক কারখানাগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।
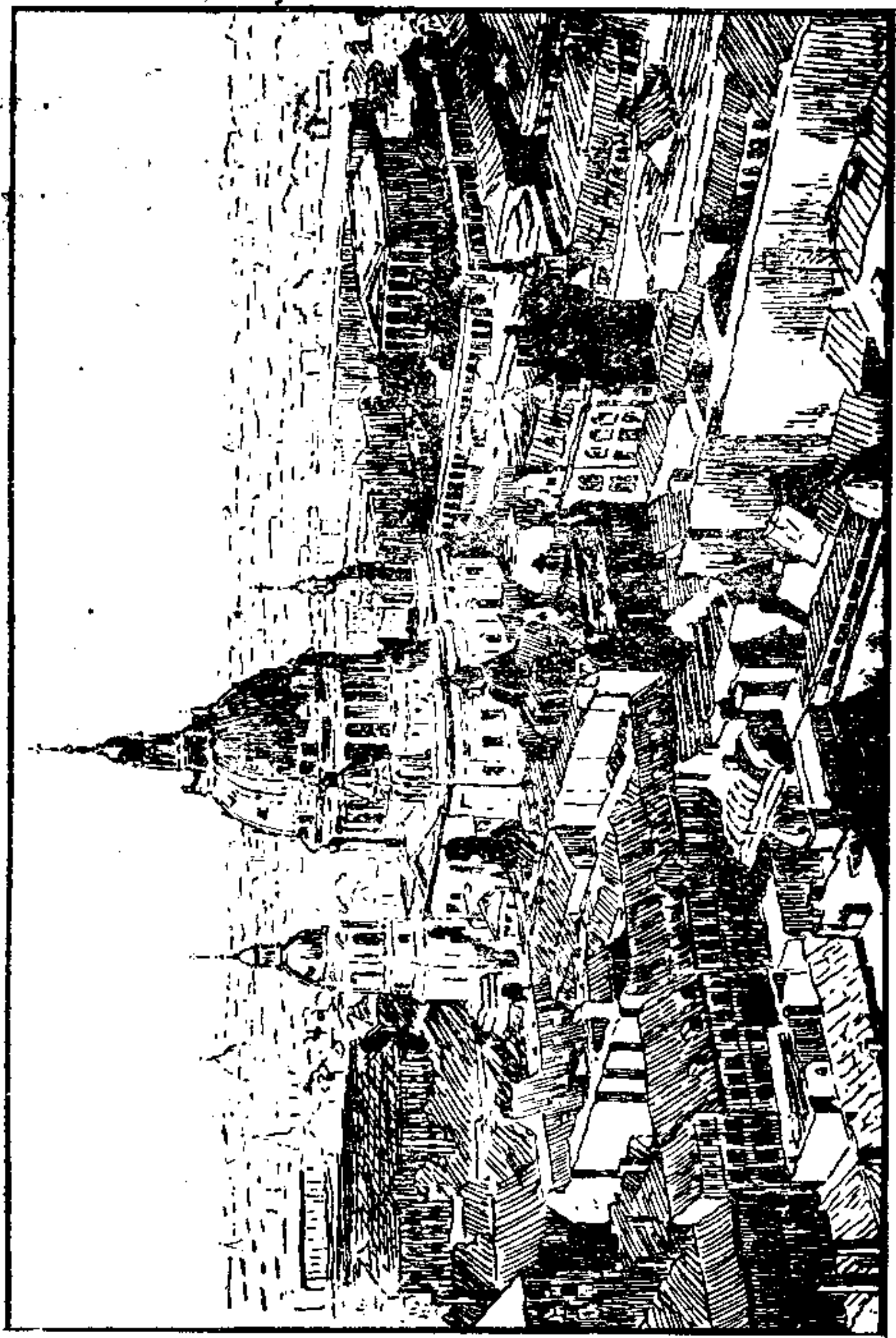
বার্লিন্ নগরের দৃশ্য—তত্রত্য প্রধান উপাসনামন্দির।

যে যে কারণে জার্ম্মাণেরা এই সকল নব্যশিল্পে এত উন্নতিলাভ করিয়াছেন, সেগুলি নিম্নে বলা যাইতেছে:—

(১) অর্থাগমের জন্য নবনব-উপায়-নির্দ্ধারণে জার্ম্মাণেরা অদ্বিতীয়। প্রুশিয়ার ভূমি অনুর্ব্বরা, কিন্তু এখানে বিট্ পালং ও গোল আলুর চাষ করা যায়। জার্ম্মাণেরা তাহাই করিতেছেন, এবং বিট্ হইতে এত চিনি ও গোল আলু হইতে এত সুরাসার প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছেন যে এই দুইটী দ্রব্যের জন্য তাঁহাদিগকে বিদেশের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না, বরং তাঁহারাই অন্যান্য দেশে চিনি ও সুরাসার বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থলাভ করেন।

(২) বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা শিল্পের উন্নতিসাধনে জার্ম্মাণদিগের অদ্ভুত ক্ষমতা। তাঁহাদের রসায়নবেত্তারা আল্‌কাতরার উপাদান বিশ্লেষ করিয়া তাহা হইতে নানারূপ ঔষধ ও রং প্রস্তুত করিয়াছেন এবং এই সকল রঙের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে না পারায় ভারতবর্ষজাত নীল প্রভৃতি একরূপ অন্তর্হিত হইয়াছে বলিলেই হয়।

(৩) যন্ত্রাদির, বিশেষতঃ বৈদ্যুতিক যন্ত্রসমূহের উন্নতিসাধনে জার্ম্মাণেরা অসামান্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

(৪) কিরূপে লোকজনকে কাজ শিখাইতে হয়, কিরূপে যে ব্যক্তি যে কাজের উপযুক্ত তাহাকে সেই কাজে নিযুক্ত করিয়া সকলের নিকট হইতেই সুশৃঙ্খলভাবে কাজ আদায় করিতে হয়, তাহা জার্ম্মাণেরা যেমন বুঝেন, অনেকে সেরূপ বুঝে না।

এই সকল উপায়প্রয়োগের ফলে ইদানীন্তনকালে জার্ম্মাণেরা প্রায় সকল বিষয়েই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। কেবল বৈষয়িক ব্যাপারে নহে, অপর অনেক ক্ষেত্রেও অনেক জার্ম্মাণ অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাজনীতিসম্বন্ধে জনসাধারণের কোন স্বাধীনতা ছিল না বটে, কিন্তু তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তির যথেষ্ট স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। তখন জার্ম্মাণির বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহে যত পণ্ডিত অধ্যাপনায় ও গবেষণায় নিরত ছিলেন, অন্য কোন দেশে তত দেখা যায় নাই। কাব্যে গেটে, মনস্তত্ত্বে কাণ্ট, পুরাবৃত্তে মম্‌সেন্, রসায়নে লাইবিগ্, গণিতে ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে হেলম্‌হোল্‌ট্‌জ্ প্রভৃতি জার্ম্মাণ মনীষিগণ মানব-সমাজে চিরপূজ্য। শিক্ষাদান-পদ্ধতিতেও ফ্রোবেলের নাম সুবিখ্যাত। আমেরিকার বিদ্যালয়গুলি জার্ম্মাণ আদর্শেই গঠিত।

জার্ম্মাণদিগের মধ্যে যে বৈষয়িক ও মানসিক উন্নতি যথেষ্ট হইয়াছে তাহা বেশ বুঝা গেল। এই উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছিল ফরাসীযুদ্ধের পূর্ব্ব হইতে; পূর্ণতা সাধিত হইয়াছে তাহার পর। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক অবনতি দেখা

আর তেমন দেখা যায় না। আজ প্রটেষ্টাণ্ট্ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মার্টিন লুথারের জন্মভূমিতে খ্রীষ্টধর্ম্মই অনাদৃত, লোকে ঈশ্বরচিন্তা ভুলিয়া ধনার্জ্জনে ব্যস্ত, যীশু খ্রীষ্টকে ত্যাগ করিয়া নব নব গুরুর নব্যমন্ত্রে দীক্ষিত। ইহার প্রধান কারণ বোধ হয় প্রভূত ধনাগম, যেহেতু কাঞ্চনের ভারে আত্মার অধোগতি অপরিহার্য্য।

জার্ম্মাণজাতির যে সকল অভিনব উপদেষ্টার কথা বলা হইল, তাঁহাদের একজনের নাম নিট্‌সে (১৮৪৪—১৯০০)। তিনি বলেন, "যীশু খ্রীষ্ট একজন নীচকুলজাত ভণ্ড; তাঁহার কুহকে ভুলিয়া মানুষ অধঃপাতে যাইতেছে। তিনি মানবপ্রকৃতি বুঝিতেন না, উপদেশ দিতেন 'ক্রীতদাসের ন্যায় সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল হও, তাহা হইলেই তুমি আদর্শ মানব হইবে!' কিন্তু আদর্শ মানব বলিব কাহাকে? যে দর্পী, প্রতাপশালী ও বলবান্, যাহাকে সকলে ভয় করে, যে ইচ্ছা করিলেই অন্যের যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিতে পারে, সেই প্রকৃত আদর্শ মানব।" নিট্‌সের মতে তুমি যাহা অধিকার করিতে পার তাহাই তোমার নিজস্ব, কারণ মুখে যে যাহাই বলুক না কেন, বসুন্ধরা চিরদিনই বীরভোগ্যা।

নিট্‌সের মত যে নূতন তাহা নহে; কিন্তু তিনি এমন ভাবে এই বিষ উদ্গিরণ করিতে পারিতেন যে জার্ম্মাণেরা এখনও তাহা সুধাভ্রমে পান করিতেছেন। ইহারই কথা, কারণ ইহার সহিত তাঁহাদের অন্তর্নিহিত বৃত্তিগুলির বিলক্ষণ সাধর্ম্ম্য আছে। ফরাসীদিগকে পরাস্ত করিয়া এবং শিল্প-বিজ্ঞান-বাণিজ্যে উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া নব্যতন্ত্র জার্ম্মাণদিগের প্রতীতি হইয়াছে যে য়ুরোপের মধ্যে তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; সকলকেই তাঁহাদের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে।

জার্ম্মাণির আরও অনেক প্রধান লেখক এই অদ্ভুত বিশ্বাসের সমর্থক। ইঁহাদের মধ্যে একজনের নাম ট্রাইট্‌স্‌কে। ইনি ১৮৭৪ অব্দ হইতে ১৮৯৬ অব্দ পর্য্যন্ত বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরাবৃত্ত শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। যদি ব্যক্তি-বিশেষের দোষে বর্ত্তমান যুদ্ধের উদ্ভব হইয়াছে মনে করা যায়, তাহা হইলে ট্রাইট্‌স্‌কেই তাহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী বলিতে হইবে, কারণ তাঁহার গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে দেখা যায়, তিনি কি অদ্ভুত যুক্তিপরম্পরা প্রয়োগ করিয়া পূর্ব্ব হইতেই জার্ম্মাণদিগকে এইরূপ একটা মহাযুদ্ধের উপযোগিতা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

তবে সকল জার্ম্মাণই যে পরস্বহরণের জন্য যুদ্ধ করিতেছেন তাহা নহে। তাঁহাদের অনেকে ভাবিতেছেন যে তাঁহারা আত্মরক্ষার্থই অস্ত্রধারণ করিয়াছেন। আত্মরক্ষা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে বুঝিলে সম্ভবতঃ তাঁহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন না। পূর্ব্বে যখন ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, তখনও তাঁহারা ভাবিয়া-ছিলেন যুদ্ধ না করিলে আত্মরক্ষার উপায় নাই, কারণ বিস্মার্ক্ তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া-ছিলেন যে নেপোলিয়ন্ জার্ম্মাণি আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। এই শ্রেণীর

লোকে এখনও বুঝিয়াছেন যে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স্ ও রুশিয়া তাঁহাদের সর্ব্বনাশার্থ সম্মিলিত হইয়াছে।

এখন দেখা যাউক নব্যতন্ত্র জার্ম্মাণদিগের অভিপ্রায় কি? তাঁহারা ভাবেন জার্ম্মাণজাতির যেরূপ বংশবৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতে আর কূপমণ্ডুকের ন্যায় জার্ম্মাণি-দেশের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না; তাঁহাদের এখন হাত-পা বাড়াইবার সময় আসিয়াছে, শক্তিও জন্মিয়াছে। পৃথিবীতে যখন নানাস্থানে এত অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য জাতির দেশ রহিয়াছে, তখন সুসভ্য জার্ম্মাণেরা কেন সেগুলি আত্মসাৎ করিয়া নিজেদের সুবিধা করিয়া লইবেন না? এই সুবিধা করিতে গেলে যদি যুদ্ধ ঘটে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? জাতীয় জীবনরক্ষার জন্য, জাতীয় শক্তির উপচয়-সাধনার্থ যুদ্ধ একটী অমোঘ ঔষধ। ইহাতে মানুষকে বলবান্ করে, স্বজাতির হিতার্থ আত্মবিসর্জ্জন করিতে শিক্ষা দেয়। যাহারা যুদ্ধে রক্তপাত হইবে এই আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠে তাহারা অতি অপদার্থ। ভীরু ও দুর্ব্বল লোকেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে এইরূপ কুযুক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে। যাঁহাদের পুরুষত্ব আছে তাঁহারা যুদ্ধকে শ্রীবৃদ্ধির সহায় বলিয়াই মনে করেন।

বিস্মার্ক্ কিন্তু এ তন্ত্রের লোক ছিলেন না। ফ্রান্সের পরাভবের পরেই তিনি ভাবিয়াছিলেন, আমার জীবনের কর্ত্তব্য সমাপ্ত হইয়াছে। জার্ম্মাণেরা যে য়ুরোপের একটী প্রধান জাতি বলিয়া পরিগণিত হইলেন ইহাই তিনি যথেষ্ট মনে করিলেন। তিনি বুঝিতেন ফরাসীদিগের প্রতিহিংসাবৃত্তি চিরদিন সুষুপ্ত থাকিবে না; তাঁহারা সুবিধা পাইলেই অন্যান্য জাতির সহিত মিত্রতা স্থাপন করিবেন, কাজেই জার্ম্মাণির পক্ষেও অন্যান্য জাতির সহিত সৌহার্দ্দ রক্ষা করিয়া চলা আবশ্যক। তিনি কখনও ঔপনিবেশিক আধিপত্যলাভের জন্য লোলুপ হন নাই, কাজেই ইংল্যাণ্ডের সহিতও বিবাদ করেন নাই। ফলতঃ তাঁহার পরামর্শমত চলিলে জার্ম্মাণেরা কখনও রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করিতেন না, বর্ত্তমান যুদ্ধও ঘটিত না। কিন্তু নব্যতন্ত্রগণ তাঁহাকে আর গুরু বলিয়া মানিলেন না; তিনি যে পথ ভয় করিতেন, তাঁহারা সেই পথেই অগ্রসর হইলেন।

উন্মার্গগামী জার্ম্মাণদিগের অগ্রণী বর্ত্তমান জার্ম্মাণ সম্রাট্। সিংহাসনারোহণের পরেই তিনি বিস্মার্ক্‌কে পদচ্যুত করিয়াছিলেন এবং তদবধি নিজের ইচ্ছামত চলিয়া আসিতেছেন। অল্প কথায় তাঁহার চরিত্র বর্ণন করা অসম্ভব, কারণ ইহার অধিকাংশ দুর্জ্ঞেয়। বিশেষতঃ এমন বিষয় নাই যাহাতে তিনি লিপ্ত না আছেন। তিনি সাহসী, আত্মনির্ভরশীল ও অসাধারণ পরিশ্রমী। কিন্তু তিনি কিছু কল্পনা-প্রবণ,—স্বদেশহিতৈষণাই তাঁহার কল্পনার প্রধান উপাদান। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে তিনি কল্পনা-নেত্রে কেবল জার্ম্মাণভাগ্যলক্ষ্মীরই অলীক চিত্র দেখিয়া

মুগ্ধ হন, অন্য কিছু দেখিতে পান না। অথচ তাঁহার এমনই মোহিনী শক্তি যে সমগ্র জার্ম্মাণজাতি আজ তাঁহার সহিত একমত।

বর্ত্তমান সম্রাটের প্রধান কীর্ত্তি জার্ম্মাণির রণপোতবাহিনীর গঠন। পূর্ব্বে জার্ম্মাণির দুই একটী বন্দর ছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধের জাহাজ ছিল না। প্রাচীন প্রুশিয়া রাজ্য ত সমুদ্র হইতে দূরেই অবস্থিত ছিল; শেষে হাম্বার্গ্ প্রভৃতি বন্দর অধিকৃত হইলেও বিস্মার্ক্ রণপোতের দিকে মন দেন নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সম্রাট্ ভাবিলেন সামুদ্রিক বলই ইংল্যাণ্ডের শ্রীবৃদ্ধির কারণ এবং সামুদ্রিক বল না থাকিলে ইংল্যাণ্ডের সহিত প্রতিযোগিতা করা কঠিন, উপনিবেশ রক্ষা করাও অসম্ভব। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি ১৮৯৮ অব্দে রণপোত-সম্বন্ধে এক আইন বিধিবদ্ধ করাইলেন। তদনুসারে রণপোতনির্ম্মাণের জন্য রাজস্ব হইতে প্রতি বৎসর প্রচুর ব্যয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। যখন ইংরাজেরা ড্রেড্‌নট (অকুতোভয়) নামক এক প্রকার অতি বৃহৎ রণপোত নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন, তখন সকল দেশেই তাহাদের তুল্যকক্ষ পোতগঠনের প্রয়োজন হইল; জার্ম্মাণেরা ইহাতেও পশ্চাৎপদ হইলেন না। তাঁহারা পোতগঠনে ইংল্যাণ্ডের সহিত প্রায় সমানভাবে চলিতে লাগিলেন; শিক্ষার গুণে তাঁহাদের নাবিকেরাও নৌযুদ্ধে নৈপুণ্য লাভ করিল।

এক দেশের লোকে অন্য দেশে গিয়া বংশানুক্রমে বাস আরম্ভ করিলে শেষোক্ত দেশকে প্রথমোক্ত দেশের উপনিবেশ বলা যায়। এ অর্থে জার্ম্মাণ-দিগের কোন উপনিবেশ নাই। কিন্তু তাঁহাদের তথাকথিত উপনিবেশগুলি গ্রীষ্ম-মণ্ডলে অবস্থিত বলিয়া শিল্প ও বাণিজ্যের সুবিধা হইয়াছে, কারণ রবার প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্য কেবল গ্রীষ্মমণ্ডলেই পাওয়া যায় এবং এ সকল দ্রব্য নিজের অধিকারে না জন্মিলে অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে হয়। এই কারণে য়ুরোপের অনেক প্রধান জাতিরই ধারণা গ্রীষ্মমণ্ডলস্থ কোন না কোন প্রদেশের আধিপত্যলাভ গৌরবের ও সৌভাগ্যের বিষয়, এবং এই কারণেই নব্য জার্ম্মাণেরা 'উপনিবেশ' পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তখন ইংরাজদিগের সহিত তাঁহাদের বিরোধ ছিল না, কাজেই তাঁহারা যখন প্রশান্তমহাসাগরস্থ সামোয়া দ্বীপ এবং আফ্রিকা-খণ্ডের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী কোন কোন অঞ্চল অধিকার করিলেন, তখন ইংরাজেরা তাঁহাদিগকে বাধা দিলেন না, বরং সাহায্যই করিলেন। ক্রমে তাঁহাদের দুরাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হইল এবং তাঁহারা আরও দুইটী নূতন ক্ষেত্রে ইহা চরিতার্থ করিবার সুবিধা পাইলেন।

প্রথম ক্ষেত্র চীন দেশ। পৃথিবীর প্রায় সকল প্রধান রাজাই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে তাঁহারা কেহ চীনসাম্রাজ্যের কোন অংশ স্বীয় অধিকারভুক্ত

করিবেন না। কিন্তু ১৮৯৭ অব্দে চীনেরা দুইজন জার্ম্মাণ পাদরির প্রাণনাশ করিয়াছিল বলিয়া জার্ম্মাণ সম্রাট্ সেই প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গেলেন এবং ক্ষতিপূরণস্বরূপ সাণ্টাং প্রদেশটী একপ্রকার গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর চীনেরা যখন সমস্ত বৈদেশিকের নিগ্রহ আরম্ভ করে এবং তাহাদিগকে শাস্তি দিবার নিমিত্ত নানাদেশ হইতে সৈন্য প্রেরিত হয়, তখন জার্ম্মাণ সৈন্য চীনের সঙ্গে অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে। সাণ্টাং প্রদেশেও জার্ম্মাণেরা লোকের প্রীতিভাজন হইতে পারেন নাই; যেমন আল্‌সাসে, সেইরূপ এখানেও তাঁহারা অধিবাসীদিগের রীতিনীতি বা জাতীয় সংস্কারের দিকে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না; এই প্রদেশ অধিকার করাতে জাপান যে জাতক্রোধ হইতেছে ইহাও বুঝিতে পারেন নাই, অথবা বুঝিয়া থাকিলেও জাপানকে তখন দুর্ব্বল মনে করিয়া সেদিকে দৃক্‌পাত করেন নাই। ফলতঃ অন্য বিষয়ে বুদ্ধির পরিচয় দিলেও ভিন্ন জাতীয় প্রজার শাসনে এবং পররাষ্ট্রনীতিতে জার্ম্মাণেরা পদে পদে ভুল করিয়াছেন।

জার্ম্মাণদিগের দুরাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার দ্বিতীয় ক্ষেত্র তুরুষ্কসাম্রাজ্য। এই বিশাল অঞ্চল কন্‌ষ্টাণ্টিনোপ্‌ল্ হইতে য়ুফ্রেটিস নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। য়ুরোপের পূর্ব্বে অবস্থিত অথচ অধিক দূরবর্ত্তী নহে বলিয়া ইংরাজেরা ইহাকে "আসন্ন প্রাচ্যখণ্ড" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। জার্ম্মাণদিগের অভিসন্ধি ছিল বলপ্রয়োগ না করিয়া কৌশলসহকারে তুরুষ্ককে জার্ম্মাণির সামন্তরাজ্যে পরিণত করিবেন এবং জার্ম্মাণ কর্ম্মচারীদ্বারা ইহার শাসনকার্য্য চালাইবেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন কেহ ইহাতে আপত্তি করিলে বলিবেন, "প্রাচীনকালে তুরুষ্কে অনেক সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল; কিন্তু তুর্কদিগের কুশাসনে এক্ষণ সেই সকল অঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে পুনর্ব্বার ইহাদের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে, এই জন্যই আমরা এই দুর্ব্বহ ভার গ্রহণ করিয়াছি।"

কেহ কেহ বলেন জার্ম্মাণেরা দক্ষিণ আমেরিকার দিকেও সস্পৃহ দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। জার্ম্মাণির লোকসংখ্যা এত অধিক যে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র জার্ম্মাণ বিদেশে গিয়া স্থায়িভাবে বাস করিতেছে। জার্ম্মাণসাম্রাজ্যের পক্ষে এক হিসাবে ইহা বড়ই ক্ষতির কারণ, কেননা যাহারা বিদেশে গিয়া বাস করে, তাহারা রাজ্যান্তরের প্রজাশ্রেণীভুক্ত হয়। ইহার প্রতীকারার্থ ব্রাজিলের কিয়দংশ জার্ম্মাণির শাসনে আনিয়া সেখানে রীতিমত একটী উপনিবেশ-স্থাপনের সঙ্কল্প জার্ম্মাণ মন্ত্রীদিগের পক্ষে নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু এরূপ করিলে য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের সহিত বিবাদ অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য বোধ হয় সঙ্কল্পটী স্বপ্নাকারেই বিদ্যমান ছিল; বিশেষতঃ ইহা কার্য্যে পরিণত করিবারও অবসর ছিল না, কারণ জার্ম্মাণেরা অন্য যে সকল ব্যাপারে হাত দিয়াছিলেন, সেইগুলির জন্যই নানাজাতির সহিত তাঁহাদের মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল।

মনোমালিন্য সম্বন্ধে প্রথমেই ইংল্যাণ্ডের কথা তুলিতে হয়। ইংরাজেরা পুরুষপরম্পরায় জার্ম্মাণির হিতকামনা করিয়া আসিতেছিলেন। জার্ম্মাণেরা যখন আফ্রিকাখণ্ডে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহারা কোন বাধা দেন নাই; জার্ম্মাণদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় ইংরাজ বণিকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিলেন এবং অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছিলেন, তথাপি ইংরাজরাজপুরুষেরা বিচলিত হন নাই। কিন্তু এতাদৃশ ইংরাজকে শেষে জার্ম্মাণেরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শত্রু করিয়া তুলিলেন। ১৮৯৯ অব্দে যখন আফ্রিকার দক্ষিণখণ্ডে বোয়ারজাতির সহিত ইংরাজের যুদ্ধ উপস্থিত হইল, তখন জার্ম্মাণসম্রাট্ অযাচিতভাবে তাড়িতবার্ত্তাবহের সাহায্যে বোয়ারদিগের প্রতি নিজের সহানুভূতি জ্ঞাপন করিলেন। যতদিন এই যুদ্ধ চলিয়াছিল, ততদিন জার্ম্মাণির সংবাদপত্রসমূহেও ইংরাজের প্রতিকূলে অজস্র প্রবন্ধ মুদ্রিত হইত। জার্ম্মাণসম্রাট্ স্বয়ং এই সকল ইংরাজদ্বেষী লেখকদিগকে প্রশ্রয় দিতেন কি না বলা যায় না; কিন্তু না দিলেও বুঝিতে হইবে যে নব্যতন্ত্র জার্ম্মাণেরা ক্রমে তাঁহার শাসনের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

নব্যতন্ত্র জার্ম্মাণদিগের মতে জার্ম্মাণির রাজ্যবিস্তার-চেষ্টা ন্যায়সঙ্গত; কিন্তু ইংল্যাণ্ডই সে পথের প্রধান কণ্টক। যখন জার্ম্মাণজাতি দুর্ব্বল ছিল এবং জার্ম্মাণদিগের একতা জন্মে নাই, সেই সময়ে ইংরাজেরা পৃথিবীর উৎকৃষ্ট দেশগুলি আত্মসাৎ করিয়া বসিয়াছেন। জার্ম্মাণেরা যেখানে যাইতে চান সেখানেই ইংরাজ। তাঁহারা তুরুষ্ক গ্রাস করিতে চান, কিন্তু তাহাতে বাধা দেন ইংরাজ; সমুদ্রে অবাধ গতিবিধি চান, তাহাতেও বাধা দেয় ইংরাজের রণপোত। যে সকল জার্ম্মাণের মনোভাব এইরূপ, তাঁহারা ইংরাজকে ভয় করেন, চক্ষুঃশূল মনে করেন বা তুচ্ছজ্ঞান করেন তাহা বলা কঠিন। তাঁহারা ইংরাজের প্রকৃতি সম্বন্ধেও নানারূপ ঘৃণার চিহ্ন প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ইংরাজসেনা যুদ্ধে অপটু; তাঁহারা ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইতে চান যে ইংরাজেরা অতি স্থূলবুদ্ধি; কেবল অদৃষ্টবলে পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছেন।

জার্ম্মাণসম্রাট্ কিন্তু মুখে অনেক সময়ে ইংরাজদিগের সম্বন্ধে প্রীতির ভাবই প্রকাশ করিতেন; তিনি যে শান্তির একান্ত পক্ষপাতী ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্যও তাঁহার ব্যগ্রতার অভাব ছিল না। হয়ত তিনি মুখে যাহা বলিতেন, মনেও তাহা বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু শান্তি বলিলে কি বুঝায় তাহা তিনি ভাল বুঝিতেন না। জার্ম্মাণেরা যাহা ইচ্ছা করিবেন, এবং অপর সকলে নীরবে তাহা সহ্য করিবে, তাঁহার মতে শান্তির অর্থ এই।

শেষে জার্ম্মাণেরা বুঝিতে পারিলেন তাঁহাদের দুর্ব্যবহারে অনেকেই অসন্তুষ্ট হইয়াছে। আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে মোরক্কো নামে একটী রাজ্য আছে;

নামে স্বাধীন হইলেও ইহার শাসনকার্য্য ফরাসীদিগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। কিন্তু জার্ম্মাণসম্রাট্ একদা হঠাৎ মোরক্কোতে গিয়া তত্রত্য সুলতানকে বলিলেন, অতঃপর তথাকার শাসনসংক্রান্ত প্রধান প্রধান বিষয় একটী সমিতির বিবেচনাধীন থাকিবে এবং ঐ সমিতিতে জার্ম্মাণির একজন প্রতিনিধি গ্রহণ করিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে এই অসঙ্গত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য কেবল ফ্রান্স্‌কে অপদস্থ করা; কারণ মোরক্কোর রাজকার্য্যে জার্ম্মাণসম্রাটের কিছুমাত্র স্বার্থ ছিল না। কিন্তু ফরাসীরা যখন ইহার প্রতিবাদ করিলেন না, তখন ইংরাজেরাও নীরব রহিলেন। কাজেই ১৯০৫ অব্দে স্পেনের অন্তঃপাতী আল্‌জিসিরাস্ নগরে প্রস্তাবিত সমিতির অধিবেশন হইল। ইহার কিছুকাল পরে ফরাসীদিগকে আবার অপদস্থ করিবার অভিপ্রায়ে জার্ম্মাণসম্রাট্ বলিয়া বসিলেন, মোরক্কোর সম্বন্ধে ফরাসীরা যেরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন সর্ব্বথা তাহা পালন করেন নাই; অতএব তিনি মোরক্কোর পশ্চিম-প্রান্তবর্ত্তী আগাডির নামক বন্দরটী স্বাধিকারভুক্ত করিবেন। এই সময়ে ইংরাজ-দিগের সহিত ফরাসীদিগের গাঢ়তর সখ্য জন্মিয়াছিল, তথাপি এবারও ফরাসীরা যথেষ্ট আত্মসংযম দেখাইলেন। তাঁহারা জার্ম্মাণিকে বন্দরটী দিলেন না বটে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে আফ্রিকার অন্য অংশ হইতে বিস্তর ভূমি দিলেন। কিন্তু ইহাতেও জার্ম্মাণদিগের মন উঠিল না। এতকাল জার্ম্মাণি যাহা চাহিয়াছে তাহাই পাইয়া আসিয়াছে; কাজেই তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন, ইংরাজেরাই এবার ফরাসীদিগের বন্ধু সাজিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়াছেন।

প্রুশিয়ার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইবার পর অষ্ট্রিয়া বড় মাথা তুলিতে পারে নাই। অষ্ট্রিয়াসাম্রাজ্যের অধিবাসীরা নানাজাতীয়; যে অংশ অষ্ট্রিয়া, তাহার অধিকাংশ লোক জার্ম্মাণ; হাঙ্গারিতে ম্যাগেয়ারদিগের বাস এবং বোহিমিয়া প্রভৃতি কয়েকটী প্রদেশে শ্লাব্‌জাতি। ইহাদের একের স্বার্থের সহিত অন্যের স্বার্থের মিল নাই; কিন্তু তন্নিবন্ধন এতদিন কোন গৃহযুদ্ধ ঘটে নাই; মোটের উপর শিল্পের ও বাণিজ্যের কল্যাণে বরং সাম্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিই হইয়াছে। এড্রিয়াটিক্ সাগরের পূর্ব্বোপকূল অষ্ট্রিয়ার অধীন হইবে, ঈজিয়ান্ সাগরেও অষ্ট্রিয়ার আধিপত্য থাকিবে —অষ্ট্রিয়ার রাজপুরুষেরা অনেক দিন হইতে এই স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। কিন্তু মধ্যভাগে সার্বিয়া থাকিয়া এই উভয় সঙ্কল্পসিদ্ধির পক্ষেই বিষম অন্তরায় হইয়াছে। এজন্য সার্বিয়ারাজ্য অষ্ট্রিয়ার চক্ষুঃশূল। জার্ম্মাণেরা গোপনে গোপনে অষ্ট্রিয়াকে উৎসাহ দিতেন এবং যদি সার্বিয়াকে আত্মসাৎ করিবার জন্য রুশিয়ার সহিত যুদ্ধ ঘটে, তাহা হইলে অষ্ট্রিয়াকে সাহায্য করিবেন বলিয়াও অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ফ্রান্স্, বেলজিয়াম্ ও ইটালি।

(ক) ফ্রান্স্।

ফ্রান্সের প্রাচীন নাম গল্ দেশ এবং প্রাচীন অধিবাসীরা গল্‌জাতীয়। গলেরা এক সময়ে বিলক্ষণ প্রবল ছিলেন এবং খ্রীষ্টের প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে একবার ইটালি আক্রমণপূর্ব্বক রোমনগর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। শেষে রোমকেরা যখন প্রবল হইলেন, তখন তাঁহারাই গল দেশ জয় করিলেন (খ্রীঃ পূঃ ৫৮)।

প্রাচীন গলেরাও প্রাচীন জার্ম্মাণদিগের ন্যায় অসভ্য ও যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন; কিন্তু রোমের সুশাসনে তাঁহারা ক্রমে বিজেতাদিগের রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, ভাষা ও ধর্ম্ম পর্য্যন্ত অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই কারণে প্রাচীন সময়েই জার্ম্মাণদিগের সহিত গলদিগের প্রকৃতিবৈষম্য জন্মে।

রোমের অবনতির সময়ে জার্ম্মাণ্‌দিগের ফ্রাঙ্ক্ নামক শাখা রাইন নদী পার হইয়া গলে বসতি করেন এবং তাঁহাদেরই নামানুসারে ইহার নাম ফ্রান্স্ হয়। কিন্তু ফ্রাঙ্কেরাও ক্রমে গলদিগের সহিত মিশিয়া যান এবং তাঁহাদের ন্যায় সভ্য হইয়া উঠেন। এই কারণে রাইনের পূর্ব্বপারস্থ জার্ম্মাণদিগের সহিত ফ্রাঙ্ক্‌দিগের সম্বন্ধ বিলুপ্ত হয়, এবং খ্রীষ্টীয় ৮৪৬ অব্দে ফরাসীরা জার্ম্মাণজাতির অধীনতাপাশ হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্তিলাভ করেন।

য়ুরোপের অন্যান্য দেশের ন্যায় ফ্রান্সেও সৈনিকভূম্যধিকার-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং এই প্রথার আনুষঙ্গিক বিবাদবিসংবাদ ও অশান্তি দেখা দিয়াছিল। বার্গাণ্ডির ‘ডিউক্’ উপাধিধারী ভূম্যধিকারীর সহিত স্বয়ং ফ্রান্সরাজেরই দীর্ঘকাল কলহ চলিয়াছিল এবং ইংরাজেরা কখনও স্বতন্ত্রভাবে, কখনও বার্গাণ্ডিপতির সহিত যোগ দিয়া ফ্রান্স্ জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইংরাজসেনার বীরত্বে ফরাসীরা অনেকবার পরাস্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরিণামে ফরাসীদিগেরই জয় হইয়াছিল; ইংরাজেরা শতবর্ষব্যাপী চেষ্টার পর ফ্রান্সের আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন।

ইংরাজেরা প্রস্থান করিলে ফ্রান্সে আর তত অশান্তি রহিল না; রাজার কৌশলে ভূম্যধিকারীরা তাঁহার একান্ত অনুগত হইয়া চলিতে লাগিলেন, রাজকীয় ক্ষমতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং শিল্পসাহিত্যাদি নানা বিষয়ে ফরাসীজাতির বিলক্ষণ উন্নতি দেখা দিল। সুবিখ্যাত চতুর্দ্দশ লুইএর রাজত্বকাল

(১৬৩৮-১৭১০) ফরাসী ইতিহাসে সবিশেষ গৌরবের সময়। তৎকালে য়ুরোপের অন্য কোন দেশই সভ্যতায় ফ্রান্সের তুল্যকক্ষ ছিল না।

চতুর্দ্দশ লুই যদি শান্তিপ্রিয় হইতেন, তাহা হইলে ফরাসীরা বোধ হয় আরও উন্নতি লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার গোঁড়ামি ও দুরাকাঙ্ক্ষাবশতঃ ফ্রান্সের অনেক অনিষ্ট ঘটিয়াছিল। তিনি নিজে রোমাণ কাথলিক্ ছিলেন, এই নিমিত্ত সংস্কারক সম্প্রদায়কে (প্রটেষ্টাণ্ট্‌দিগকে) রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করেন। সংস্কারক-দিগের অনেকেই উদ্যোগী, বুদ্ধিমান্, কৃতকর্ম্মা ও শিল্পকুশল পুরুষ ছিলেন; কাজেই তাঁহারা বিতাড়িত হইলে ফরাসীজাতির শক্তিক্ষয় হইল, পরন্তু তাঁহাদের অনেকে ইংল্যাণ্ডে গিয়া বাস করিলেন বলিয়া ইংরাজেরাই লাভবান্ হইলেন। দ্বিতীয়তঃ, লুইএর রাজ্যবিস্তার-চেষ্টায় ফ্রান্স্‌কে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল। প্রথম কিছুদিন লুই জয়ী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইংরাজেরা যখন তাঁহার বিরোধী হইলেন, তখন তাঁহার পরাজয় আরম্ভ হইল (১৭০৪-১৭১৩)। ইংরাজের সহিত বিবাদের কারণ এই যে লুই হল্যাণ্ড আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং ওলন্দাজবংশীয় তৃতীয় উইলিয়ম্ তখন ইংল্যাণ্ডের রাজা ছিলেন। অতঃপর মধ্যে মধ্যে ক্ষণস্থায়ী সন্ধি হইলেও ফ্রান্সের সহিত ইংল্যাণ্ডের আরও প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যুদ্ধ চলে এবং তাহার অবসানে ফরাসীরা আমেরিকা ও ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হন।

এই সকল কারণে ফ্রান্সের বিস্তর লোকক্ষয়, অর্থব্যয় ও র[illegible]লা[illegible]র। ইহার উপর আবার শাসনপ্রণালীর অনেক দোষ ছিল। রাজা অমিতব্যয়ী, যাজক ও ভূস্বামীরা উচ্ছৃঙ্খল এবং প্রজাপীড়নে রাজারই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। করভার ক্রমেই বৃদ্ধি হইত, অত্যাচারের মাত্রাও বাড়িয়া যাইত। শেষে যখন আর সহিতে পারিল না, তখন জনসাধারণে বিদ্রোহী হইল, রাজা ও রাণীকে বন্দী করিল, রাজপদ উঠাইয়া দিল, সাধারণতন্ত্র প্রবর্ত্তিত করিল, রাজার ও রাণীর শিরশ্ছেদ করিল। ইহারই নাম প্রথম ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব।

বিপ্লবকারীদিগের মূলমন্ত্র ছিল দুইটী:—(১) শাসনকর্ত্তাদিগের স্বেচ্ছাচারী হইবার অধিকার নাই; দেশের বিধি ব্যবস্থা, আইন কানুন জনসাধারণের মত লইয়া স্থির করিতে হয়। ফলতঃ কাহার হস্তে শাসনের ভার থাকিবে এবং কি প্রণালীতে শাসন চলিবে ইহা নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়-বিশেষের ভোগ্য নহে; এই সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণেই তুল্যাধিকারী। (২) প্রত্যেক জাতির শাসনক্ষমতা সেই জাতিরই হস্তে থাকিবে, অন্যজাতীয় লোকে তাহা পরিচালন করিতে পারিবে না। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে দ্বিতীয় মন্ত্রটী প্রথম মন্ত্রেরই শাখাস্বরূপ, কারণ কোন জাতিই আপনাদের শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচন করিবার সময় ভিন্নজাতীয় লোককে ঐ পদে বরণ করে না।

সকলেই যদি দ্বিতীয় মন্ত্রটী গ্রহণ করে তাহা হইলে পৃথিবী বড় সুখের স্থান হয়, কারণ এক জাতি অন্য জাতির উপর আধিপত্য করিতে গেলেই যুদ্ধ ঘটে, নচেৎ শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা থাকে না বলিলেই হয়। দুঃখের বিষয় ফ্রান্সের বিপ্লববাদীরাও এই মতানুসারে চলেন নাই। যখন সুবিধা পাইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদেরও কেহ কেহ অন্য জাতিকে পদদলিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

ফরাসীরা যখন রাজাকে বন্দী করিলেন, তখন য়ুরোপের অন্যান্য রাজা ভীত হইয়া ফরাসীরাজের সাহায্যার্থ অস্ত্রধারণ করিলেন। ফরাসীরাও পশ্চাৎপদ হইলেন না; তাঁহাদের সেনাপতি নেপোলিয়ন্ অদ্ভুত রণপাণ্ডিত্য দেখাইয়া শত্রুপক্ষকে পদে পদে পরাস্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভাগ্যচক্রের এমনই বিচিত্রগতি! এই জয়লাভই ফরাসীজাতির অমঙ্গলের কারণ হইল; তাঁহারা রাজতন্ত্রশাসনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়াছিলেন; শেষে আবার সেই প্রথারই দাস হইলেন, কারণ নেপোলিয়ন্ সাধারণতন্ত্র উঠাইয়া দিয়া নিজেই তাঁহাদের সম্রাট্ হইলেন।

ইংরাজেরা দেখিলেন নেপোলিয়ন্‌কে বাধা না দিলে তিনি সমস্ত য়ুরোপ গ্রাস করিয়া ফেলিবেন, ফরাসীদিগের উচ্ছৃঙ্খলতা আরও বৃদ্ধি হইবে। কাজেই তাঁহারা নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ফরাসীদিগের তুলনায় সংখ্যায় অল্প হইলেও ইংরাজেরা জয়লাভ করিতে লাগিলেন। সমুদ্রে একাধিপত্য ছিল বলিয়া তাঁহারা ফ্রান্সের বাণিজ্য বন্ধ করিলেন; তাঁহাদের সাহসী সৈন্যগণ ওয়েলিংটন-প্রমুখ সেনানীগণের প্রতিভাবলে ফরাসীদিগকে স্পেন্ দেশ হইতে নিদূরিত করিল; তাঁহাদের ও জার্ম্মাণদিগের সম্মিলিত চেষ্টায় ওয়াটার্লুর যুদ্ধক্ষেত্রে নেপোলিয়নের সর্ব্বনাশ হইল (১৮১৫)।

অতঃপর শতবর্ষকাল ফ্রান্সের সহিত ইংল্যাণ্ডের কোন যুদ্ধ হয় নাই। কিন্তু এই দীর্ঘসময়ে কখনও যে কোনরূপ মনোমালিন্য দেখা দেয় নাই ইহা বলা যায় না। ফরাসীরা বহুকাল হইতে ভূমধ্যসাগরে আপনাদের অখণ্ড আধিপত্যস্থাপনে প্রয়াসী। জার্ম্মাণির সঙ্গে যুদ্ধে পরাভূত হইবার পর তাঁহারা যখন আবার বলসঞ্চয় করিলেন, তখন তাঁহারা ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ ও পূর্ব্ব উপকূলস্থ জনপদসমূহের আধিপত্য-লাভে প্রবৃত্ত হইলেন। আলজিরিয়া ত পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের অধিকারভুক্ত ছিল; এখন তুরুষ্কের সুলতান তাঁহাদের বন্ধু হইলেন; তাঁহারা মিশর ও সিরিয়া প্রভৃতি স্থানেও প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন। কাজেই ইংরাজেরা আত্মরক্ষার্থ তাঁহাদিগকে বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন। ফরাসীরা ১৮৬৯ অব্দে ইংরাজদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সুয়েজ খাল খনন করিয়াছিলেন; অতঃপর তাঁহারা যদি মিশরেও আধিপত্য লাভ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ঐ খাল দিয়া ইংরাজদিগের যাতায়াত কঠিন হইত। কাজেই ইংরাজেরা ইহার প্রতিক্রিয়ার জন্য, যেমন সুযোগ পাইলেন অমনি মিশর দেশটী

করায়ত্ত করিলেন। ইহাতে ফরাসীরা এত ক্রুদ্ধ হইলেন যে, অনেকে আশঙ্কা করিলেন উভয়জাতির মধ্যে যুদ্ধ ঘটিবে। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ জার্ম্মাণির অবিমৃশ্যকারিতায় ইংরাজের সহিত ফরাসীর যুদ্ধ হইল না; উভয়জাতিই বুঝিতে পারিলেন যে, জার্ম্মাণি তাঁহাদের সাধারণ শত্রু; অতএব জার্ম্মাণিকে দমন করিবার জন্য উভয় জাতিরই সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হওয়া উচিত।

আলসাস্ ও লোরেণ্ হস্তভ্রষ্ট হওয়াতে ফ্রান্সের হৃদয়ে যে দারুণ ব্যথা জন্মিয়াছিল, কখনও তাহার উপশম হয় নাই। শেষে জার্ম্মাণদিগের ষড়্‌যন্ত্রে তুরুস্করাজ্যেও ফরাসীদিগের প্রতিপত্তি খর্ব্ব হইতে লাগিল। ফরাসীরা দেখিতে পাইলেন, সিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে আধিপত্যবিস্তার-সম্বন্ধে জার্ম্মাণেরাই তাঁহাদের প্রধান পরিপন্থী। জার্ম্মাণেরা ইংরাজদিগকেও বিষদৃষ্টিতে দেখিতেন এবং ইংরাজের বিপদে হর্ষ প্রকাশ করিতেন। ইংল্যাণ্ডের সহিত জার্ম্মাণির যে কিছু মৌখিক সদ্ভাব ছিল, মহারাণী বিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর তাহাও বিলুপ্ত হইল। সম্রাট্ সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড ফরাসীদিগের গুণগ্রাহী ও পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ইংরাজ ও ফরাসী পূর্ব্বতন বৈরভাব ভুলিয়া গেলেন এবং সখ্যসূত্রে বদ্ধ হইলেন। ইংরাজেরা মিশর ত্যাগ করিলেন না বটে, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে ফরাসীদিগের এমন সুবিধা করিয়া দিলেন যে, তাঁহারা মিশর-সম্বন্ধে আর কোন কথা তুলিলেন না (১৯[illegible])। এই সময়ে উভয়জাতির মধ্যে যে অঙ্গীকারপত্র লিপিবদ্ধ হয়, এপর্য্যন্ত [illegible]সাধারণে তাহা দেখিতে পায় নাই; তবে এমন কোন ব্যবস্থা নিশ্চিত হইয়াছিল, যে জার্ম্মাণির সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে একে অপরের সাহায্য করিবেন। এইরূপ কোন অঙ্গীকারবলেই তদবধি ফরাসীরণপোতসমূহ ভূমধ্যসাগরে এবং ইংরাজরণপোতসমূহ উত্তরসাগরে সমবেত হইয়া তত্তৎ অঞ্চলে উভয় জাতিরই স্বার্থরক্ষা করিতেছে।

(খ) বেল্‌জিয়াম্।

বেল্‌জিয়ামের অধিবাসীরা পূর্ব্বতন গল্‌দিগের একটী শাখা। গল্‌দিগের ন্যায় ইঁহারাও প্রথমে রোমাণদিগের এবং পরে সার্লামেনের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিলেন। সার্লামেনের সাম্রাজ্য বিনষ্ট হইল, কিন্তু বেল্‌জিয়াম্ ফ্রান্সের সহিত সংযুক্ত রহিল না, জার্ম্মাণির অংশরূপে পরিণত হইল এবং সেই সূত্রে কালে অষ্ট্রিয়ার অধিকারে গেল। শেষে নেপোলিয়ন্ ইহা জয় করিয়া ফ্রান্সের অধীন করিলেন।

নেপোলিয়নের পতন হইলে য়ুরোপীয় রাজারা জার্ম্মাণি ও ফ্রান্সের মধ্যে একটী প্রবল রাজ্য স্থাপনের অভিপ্রায়ে বেল্‌জিয়াম্‌কে হল্যাণ্ডের সহিত যুক্ত করিয়া দিলেন; কিন্তু ওলন্দাজদিগের সহিত বেল্‌জিয়ামের লোকের ভাষাগত এত পার্থক্য,

এবং ধর্ম্ম ও স্বার্থসম্বন্ধে এত বৈষম্য ছিল যে, উভয়ের পক্ষে পরস্পর সম্মিলিত থাকা অসম্ভব হইল; কাজেই ১৮৩০ অব্দে বেল্‌জিয়াম্ স্বাধীনতা অবলম্বন করিল। য়ুরোপের সকল রাজাই ইহা অনুমোদন করিলেন এবং ১৮৩৯ অব্দে স্থির হইল যে তদবধি বেল্‌জিয়াম্ একটী উদাসীন রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে, অর্থাৎ অন্যান্য রাজাদিগের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলেও বেল্‌জিয়াম্-বাসীরা কোন পক্ষ অবলম্বন করিতে পারিবেন না। এ ব্যবস্থা যে কেবল বেল্‌জিয়ামের হিতার্থেই হইয়াছিল তাহা নহে; সকলে ভাবিয়াছিলেন যে ইহাদ্বারা ফ্রান্স্, ইংল্যাণ্ড ও জার্ম্মাণিরও মঙ্গল হইবে, কারণ বেল্‌জিয়ামের অধিকার লইয়া ফরাসী ও জার্ম্মাণজাতি বহুকাল বিবাদ করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু উভয়ত্রই যদি বেল্‌জিয়াম্‌কে উদাসীন রাজ্য বলিয়া গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে এতদুপলক্ষে য়ুরোপে অতঃপর আর যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকিবে না। বেল্‌জিয়ামের সহিত তখন ইংল্যাণ্ডের ইষ্টানিষ্টের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না বটে, কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে এই রাজ্যে জার্ম্মাণির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে ইংরাজদিগেরও ক্ষতির আশঙ্কা, কারণ ইহার উপকূলভাগ হইতে ইংল্যাণ্ডের দূরত্ব এত অল্প যে জার্ম্মাণেরা সেখান হইতে ইচ্ছা করিলেই ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করিতে পারেন।

বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বে দেশের আয়তনের তুলনায় বেল্‌জিয়ামে যত লোক বাস করিত, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে সেরূপ দেখা যায় নাই। এখানকার শত শত কারখানা হইতে প্রচুর পরিমাণে পশমী কাপড়, লোহার কড়ি, বরগা ও কাচ প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি হইত; এখানকার ঈপ্‌র্ প্রভৃতি নগরের হর্ম্ম্যগুলি প্রাচীন স্থাপত্য-বিদ্যার উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু জার্ম্মাণদিগের অত্যাচারে বেল্‌জিয়ামের আর সে শ্রী নাই; হর্ম্ম্যগুলি এখন প্রায় ধূলিসাৎ হইয়াছে। ইহাদের দুই একটী পুনর্নির্ম্মিত হইতে পারে বটে; কিন্তু বহুপুরুষ-পরম্পরায় চেষ্টা না করিলে, যাহা নষ্ট হইয়াছে, তাহার সমস্ত ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না।

(গ) ইটালি।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জার্ম্মাণদিগের সহিত অন্য কোন দেশের লোকের সংমিশ্রণ হয় নাই; কিন্তু ইটালিতে তাহার বিপরীত ঘটিয়াছে, কারণ ইটালির বর্ত্তমান অধিবাসীরা বহুজাতির সম্মেলনসম্ভূত। প্রাগৈতিহাসিক সময়ে ইটালির টাস্‌কান্-জাতি সভ্যতার উচ্চসোপানে অধিরোহণ করিয়াছিল; ইতিহাসবর্ণিত কালের প্রারম্ভে দেখিতে পাওয়া যায় ইহার উত্তরভাগে গল্, মধ্যভাগে লাটিন্ এবং দক্ষিণভাগে গ্রীকেরা বাস করিতেছিলেন। এই জাতিত্রয়ের সংমিশ্রণেই ভুবনবিখ্যাত রোমকজাতির উৎপত্তি (৭৫৩ খ্রীঃ পূঃ) ও পরিপুষ্টি।

রোমকদিগের ন্যায় কৃতকর্ম্মা লোক পৃথিবীতে প্রায় দেখা যায় নাই। যাহাতে স্বজাতির এবং সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ হয় তাহা রোমকেরা যেমন বুঝিতেন ও করিতেন, তৎকালে অন্য কোন জাতিই সেরূপ পারিত না। তাঁহারা কৃষি ও বাণিজ্য অমর্য্যাদাকর মনে করিতেন না; তাঁহারা প্রজার স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। দ্বিসহস্রবর্ষ পূর্ব্বে তাঁহারা যে সকল রাজবর্ত্ম, পয়ঃপ্রণালী ও সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাদের অনেকগুলি অদ্যাপি অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান আছে। অতি প্রাচীন সময়েই তাঁহারা ব্যবহারশাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং একমনে ইহার পূর্ণাঙ্গতা-সাধনে প্রয়াসী ছিলেন। অপিচ তাঁহারা এমনই তেজস্বী ও অকুতোভয় ছিলেন যে, সহস্রাধিক বর্ষকাল (খ্রীঃ পূঃ ৭৫৩—খ্রীঃ ৪০০) প্রায় কোন যুদ্ধেই জয়লাভ না করিয়া নিরস্ত হন নাই। তাঁহাদের শত্রুর অভাব ছিল না; কিন্তু একে একে সকলেই পরাজয় মানিয়া তাঁহাদের প্রজা-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল। উত্তরে রাইন্ ও ডানিয়ুব নদী হইতে দক্ষিণে সাহারা মরুভূমি, পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর হইতে পূর্ব্বে য়ুফ্রেটিস নদী এই বিশাল ভূখণ্ড এক সময়ে রোমের প্রভুত্ব স্বীকার করিত; ইহার সর্ব্বত্রই রোমের সভ্যতা বিরাজ করিত, রোমের বিধিব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, এবং ইহার পশ্চিমখণ্ডে রোমের ভাষা পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমান স্পেন্, ফ্রান্স্ ও ইটালির ভাষা ল্যাটিন ভাষারই রূপান্তর।

রোমক সাম্রাজ্যের প্রাচ্যখণ্ডের ভাষা ছিল গ্রীক্। এই খণ্ড শেষে প্রতীচ্যখণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র সাম্রাজ্যে পরিণত হয় (খ্রীঃ ৩৩০)। অতঃপর জার্ম্মাণ-দিগের অবিরাম আক্রমণে প্রতীচ্যখণ্ডের পতন ঘটে এবং বহুদিনের জন্য এ অঞ্চল হইতে সভ্যতার অন্তর্দ্ধান হয়। এই দীর্ঘকাল তামস যুগ বলিয়া বর্ণিত হইতে পারে। এই যুগে ইটালিতে সাধারণতঃ জার্ম্মাণদিগেরই আধিপত্য ছিল। অতঃপর বাণিজ্যের কল্যাণে জেনোয়া, বিনিস্ প্রভৃতি দুই একটী নগরের অভ্যুদয় হয়। ইহারা স্বস্ব প্রধান ছিল এবং ভূমধ্যসাগরের চতুষ্পার্শ্বে নানাস্থানে দুর্গ ও বাণিজ্যাগার স্থাপন করিয়া বিলক্ষণ অর্থোপার্জ্জন করিত। ইহাদের মধ্যে বিনিস্ এতই পরাক্রান্ত হইয়া-ছিল যে, অষ্ট্রিয়াপতি পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়াও ইহাকে জয় করিতে পারেন নাই। ফলতঃ বিনিস্‌বাসীরা ১৭৯৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত একাদিক্রমে স্বাধীনতা ভোগ করিয়া ছিল। কিন্তু ঐ বৎসর ফরাসী বীর নেপোলিয়নের আক্রমণে বিনিসের পতন হয়।

ইটালির জনপদসমূহ যে পুনর্ব্বার একতাবদ্ধ ও স্বাধীন হইতে পারে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত কাহারও মনে এ আশার সঞ্চার হয় নাই। কিন্তু প্রথম ফরাসীরাষ্ট্রবিপ্লবের মাহাত্ম্যে লোকে যখন জাতিগত স্বতন্ত্র শাসনের মর্ম্ম বুঝিতে পারিল, তখন ইটালির অধিবাসীদিগেরও এদিকে দৃষ্টি পড়িল। তবে প্রথমে

তাঁহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনেক অন্তরায় ছিল। অষ্ট্রিয়ার তখন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ; পক্ষান্তরে ইটালিতে তখনও কোন সুযোগ্য অধিনেতার আবির্ভাব হয় নাই। কিন্তু কালে অধিনেতা দেখা দিলেন; পাইড্‌মণ্টের রাজা বিক্টর ইমানুয়েল্ নেতৃত্ব গ্রহণ করিলে ইটালিবাসীদিগের ভাগ্য ফিরিল। তথাপি কেবল নিজের চেষ্টায় ইটালি কখনও অষ্ট্রিয়ার গ্রাস হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিত কি না সন্দেহ। সৌভাগ্যের বিষয় এই সময়ে ফ্রান্স্ তাহার সাহায্য করিতে লাগিল; ফ্রান্সের ও ইটালির সম্মিলিত সেনা অষ্ট্রিয়াবাসীদিগকে দূর করিয়া দিল এবং ইটালি স্বাধীনরাজ্যে পরিণত হইল (১৮৫৯)।

ইটালি স্বাধীন হইল বটে, কিন্তু জনসাধারণের দারিদ্র্যনিবন্ধন প্রবল হইতে পারিল না। য়ুরোপের অন্যান্য জাতিও ইটালির প্রকৃত বন্ধু কি না বুঝা গেল না। ফরাসীরা সহায় হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার বিনিময়ে পশ্চিমপ্রান্ত হইতে একটী জনপদও আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। এইজন্য ও অন্যান্য কারণে ফরাসীদিগের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাকুক, আফ্রিকার উত্তরখণ্ডে ফরাসীপ্রাধান্যের প্রসর দেখিয়া ইটালিবাসীরা বরং ঈর্ষ্যান্বিত হইয়াছিলেন। অষ্ট্রিয়ার সম্বন্ধেও তাঁহারা পূর্ব্বতন বৈরভাব ভুলিতে পারেন নাই। ট্রিয়েষ্ট্ এখনও অষ্ট্রিয়ার অধিকারভুক্ত, অথচ এখানকার অধিবাসীরা ইটালিয়ান্, তাহাদের ভাষাও ইটালিয়ান্। এই নিমিত্ত ইটালির লোকে ট্রিয়েষ্ট্‌কে "অপরিমুক্ত ইটালি"* আখ্যা দিয়া থাকেন।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে অষ্ট্রিয়ার সহিত শত্রুতার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও ফরাসী-বিজিগীষার ভয়ে ইটালিবাসীরা কতিপয় বৎসর হইল আত্মরক্ষার জন্য জার্ম্মাণি ও অষ্ট্রিয়ার সঙ্গেই সখ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাই ভূতপূর্ব্ব বলত্রয়-সম্মেলন। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধ উপস্থিত হইলে রাজনীতিক্ষেত্রে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিল; ইটালি দেখিল আলবানিয়াতে জার্ম্মাণবংশীয় রাজা; জার্ম্মাণি জয়ী হইলে এড্রিয়াটিক্ উপসাগরের উপকূলভাগে জার্ম্মাণজাতিরই একাধিপত্য জন্মিবে এবং ট্রিয়েষ্ট্ পুনরুদ্ধার করিবার আশা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইবে। কাজেই, অর্থবল না থাকিলেও জনসাধারণে জার্ম্মাণদিগের বিরুদ্ধপক্ষে যোগ দিবার জন্য ব্যগ্র হইল। অষ্ট্রিয়াপতি ইটালির অনেক সুবিধা করিয়া দিতে চাহিলেন; কিন্তু ইটালির লোকে তাঁহার কথা বিশ্বাস করিলেন না; তাঁহারা অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

* Italia Irredenta.

তৃতীয় অধ্যায়।

য়ুরোপের পূর্ব্বখণ্ড।

(ক) রুশিয়া।

রুশিয়া, পোল্যাণ্ড্, সার্বিয়া, বুল্গেরিয়া, রুমানিয়া এবং বোহিমিয়া প্রভৃতি কতকগুলি দেশে যে সকল ভাষা ব্যবহৃত হয়, তাহাদের সাধারণ নাম "শ্লাব্নিক" বা "শ্লাব্-জাতীয়," কারণ এই সকল স্থানের অধিবাসীরা প্রধানতঃ "শ্লাব্" নামক জাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা। ফরাসী, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষার ন্যায় শ্লাবনিক ভাষাগুলিও প্রাচীন আর্য্যভাষার রূপান্তর; কিন্তু যাহারা এই সকল ভাষা ব্যবহার করে তাহারা সকলেই আর্য্যজাতীয় নহে। আচারব্যবহারে, রীতিনীতিতে তাহারা য়ুরোপের অন্যান্য জাতি হইতে কোন কোন অংশে স্বতন্ত্র; তাহাদের পরস্পরের মধ্যেও বিলক্ষণ পার্থক্য দেখা যায়।

প্রাচীন কালে শ্লাব্দিগের সহিত পার্শ্ববর্ত্তী জার্ম্মাণ প্রভৃতি জাতির প্রায় সর্ব্বদাই বিবাদ চলিত এবং তাহাতে শ্লাবেরা প্রায় সর্ব্বদাই পরাস্ত হইত। ভাষাতত্ত্ববিৎ-পণ্ডিতেরা মনে করেন যে এই কারণেই শেষে 'শ্লাব্' নামটী পর্য্যন্ত ঈষৎ পরিবর্ত্তিত আকারে য়ুরোপের পশ্চিমখণ্ডে 'বন্দী' বা 'দাস' অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। সে যাহাই হউক, এখনও পোল্যাণ্ডের ও বোহিমিয়ার শ্লাবেরা পরাধীন; সার্বিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশের শ্লাবেরাও সেদিনমাত্র স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে।

স্বাধীন শ্লাব্দিগের মধ্যে রুশেরা সর্ব্বপ্রধান। প্রজার সংখ্যায় ও রাজ্যের আয়তনে এক ইংরাজ ভিন্ন য়ুরোপখণ্ডের অন্য কোন জাতিই ইঁহাদের তুল্যকক্ষ নহেন। কিন্তু রুশিয়ার প্রাচীন ইতিহাস অপরিজ্ঞাত। কেহ কেহ বলেন, গ্রীক্ ও রোমকদিগের গ্রন্থে কৃষ্ণসাগরের পূর্ব্বপারবাসী যে 'শক' জাতীয় লোকের উল্লেখ দেখা যায়, বর্ত্তমান রুশেরা তাহাদেরই বংশধর। সে যাহাই হউক, খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত য়ুরোপের ইতিবৃত্তে রুশজাতির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। অতঃপর নর্ম্মাণ্জাতি যখন রুশিয়ার কিয়দংশ জয় করিয়া সেখানে রাজ্য স্থাপন করে, সেই সময় হইতেই রুশেরা উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

এই নর্ম্মাণ্দিগের সম্বন্ধে দুই একটী কথা জানিয়া রাখা ভাল। ইঁহারা পূর্ব্বে ডেন্মার্ক্ ও স্কান্দিনেভিয়া উপদ্বীপে বাস করিতেন এবং সেখান হইতে বহির্গত হইয়া নানাদেশে উপদ্রব করিতেন। উত্তরদেশীয় বলিয়া ইঁহারা নর্থম্যান্ বা নর্ম্মাণ নামে

অভিহিত হইতেন। কালক্রমে ইঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন, বলবীর্য্যে ও সভ্যতায় য়ুরোপখণ্ডে শ্রেষ্ঠপদ লাভ করেন এবং ফ্রান্স্, ইংল্যাণ্ড্ প্রভৃতি দেশে রীতিমত রাজ্য স্থাপন করিয়া বাস করিতে থাকেন।

নর্ম্মাণ্ বিজয়ীরা রুশিয়াতেও বাস করিতে লাগিলেন ও খ্রীষ্টান হইলেন। য়ুরোপের পাশ্চাত্য খ্রীষ্টানদিগের প্রধান ধর্ম্মগুরু ছিলেন রোমের পোপ্; রুশিয়ার ধর্ম্মগুরু হইলেন তদানীন্তন কন্‌ষ্টান্টিনোপ্‌ল্‌নগরের 'পেট্রিয়ার্ক্' বা গোষ্ঠীপতি। খ্রীষ্টধর্ম্মের মাহাত্ম্যে রুশ্‌দিগের হৃদয়ে দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি কোমল বৃত্তিসমূহের বিকাশ হইল; সাংসারিক অবস্থাও ফিরিল, কৃষির উন্নতি ঘটিল এবং স্থানে স্থানে নগর প্রতিষ্ঠিত হইল। নগরগুলির মধ্যে কিয়েফ্ শীর্ষস্থান অধিকার করিল।

দুর্ভাগ্যক্রমে ইহার ন্যূনাধিক দুইশত বর্ষ পরে এশিয়াখণ্ডের মঙ্গোলীয় জাতি রুশিয়ায় প্রবেশ করিয়া ভয়ানক উপদ্রব করিতে লাগিল। ইহাদের অত্যাচার কেবল রুশিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; অন্যান্য শ্লাব্‌রাজ্যও ইহাতে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। মঙ্গোলীয়দিগের উপদ্রব প্রায় দুইশত বৎসর চলিয়াছিল এবং তন্নিবন্ধন শ্লাবেরা নিতান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। অবশেষে প্রথমে পোল্যাণ্ডের, পরে মস্কো প্রদেশের অধিবাসীরা মঙ্গোলীয়দিগের আধিপত্য হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে।

রুশিয়ার প্রথম প্রসিদ্ধ রাজা এভান্ দা টেরিবল্ অর্থাৎ 'কৃতান্তকল্প' এভান্। ইংল্যাণ্ডের রাণী এলিজাবেথ্, জার্ম্মাণ সম্রাট্ পঞ্চম চার্লস্, তুরস্কের সুলতান সুলেমান এবং হিন্দুস্তানের পাৎসাহ আকবর প্রভৃতি বিখ্যাত ভূপালগণ তাঁহার সমসাময়িক; কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি এমনই কঠোর ছিল যে, ইতিহাসপ্রদত্ত 'কৃতান্তকল্প' আখ্যাটী তাঁহার পক্ষে সর্ব্বাংশেই সার্থক হইয়াছিল। এভান্‌ও সমগ্র রুশ্‌দেশে অখণ্ড আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই; অন্তর্বিপ্লবে রুশিয়ায় তখন শান্তি ছিল না, য়ুরোপের পশ্চিমখণ্ডের সঙ্গেও তখন ইহার সংস্পর্শ ঘটে নাই।

রুশিয়ার প্রকৃত উদ্ধারকর্ত্তা মহাসত্ত্ব পিটার্। এই প্রতিভাবান্ পুরুষ খ্রীষ্টীয় ১৬৮৯ অব্দে মস্কোএর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে সুপ্ত রুশিয়া যেন জাগিয়া উঠিল, সমগ্র দেশ একতাবদ্ধ হইল এবং উন্নতির দিকে ছুটিয়া চলিল। তিনি সামান্য শ্রমজীবীর ন্যায় স্বহস্তে পোত নির্ম্মাণ করিতে শিখিলেন এবং প্রজাদিগকে উহা শিক্ষা দিলেন; তিনি বাণিজ্যের সৌকর্য্যার্থে নেবানদীর মোহানায় নূতন রাজধানী স্থাপন করিলেন *; তিনি প্রজাদিগের শিক্ষাবিধানার্থ

* পিটার্স্‌বার্গ্ বা পিটার-প্রতিষ্ঠিত নগর। ইংরাজেরা ইহাকে সেণ্ট্ পিটার্স্‌বার্গ্ বলিতেন, কিন্তু তাহা ভুল, কারণ 'সেণ্ট্' (সাধু) শব্দের সহিত রুশ্‌সম্রাট্ পিটারের কোন সম্পর্ক ছিল না।

নানাস্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ফলতঃ তিনি বুঝিয়াছিলেন, য়ুরোপের অন্যান্য জাতির তুলনায় রুশেরা তখন অসভ্য; অতএব যাহাতে তাঁহারা বাণিজ্যার্থ বিদেশে গিয়া সভ্যজাতির সংসর্গলাভ করিতে পারেন এবং বিদেশের লোকেও রুশিয়ায় গিয়া সভ্যতাবিস্তারের সুবিধা পায় তাহাই তাঁহার প্রধান যত্নের বিষয় ছিল।

রণশাস্ত্রেও পিটারের অসামান্য নৈপুণ্য ছিল। পোল্যাণ্ড ও সুইডেনের লোকে এতকাল রুশদিগের সঙ্গে শত্রুতা করিয়া আসিতেছিল; কিন্তু পিটার এই উভয় জাতিকেই সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন; তাঁহার শাসনকাঠিন্যে দক্ষিণাঞ্চলের উচ্ছৃঙ্খল মঙ্গোলীয় প্রজারাও শান্তশিষ্ট হইয়া চলিতে লাগিল।

পিটারের উত্তরাধিকারিগণ অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মাণির সঙ্গে যোগ দিয়া পোল্যাণ্ড-রাজ্যের বিলোপসাধন করেন (১৭৭২—১৭৯৫)। এই হতভাগ্য দেশ তিন অংশে ভাগ করিয়া এক এক অংশ জার্ম্মাণি ও অষ্ট্রিয়া এবং যে অংশটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ তাহা রুশিয়া গ্রাস করিল। প্রতীচ্য য়ুরোপের রাজনীতিতে রুশের এই প্রথম হস্তক্ষেপ।

অতঃপর ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নেপোলিয়ন্ রুশিয়া আক্রমণ করিতে গিয়া কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, পুরাবৃত্তপাঠকেরা তাহা সকলেই জানেন। রুশেরা তখন নিজেরাই মস্কোনগর অগ্নিসাৎ করিয়া নেপোলিয়ন্‌কে বিপন্ন করিয়াছিলেন। ফ্রান্সে প্রতিগমনের সময় দারুণ শীতে, অনাহারে ও শত্রুর অস্ত্রাঘাতে তাঁহার প্রায় সমস্ত সেনা বিনষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু রুশেরা কিছুমাত্র অবসন্ন হন নাই।

নেপোলিয়নের পতনের পর রুশেরা প্রাচ্যখণ্ডে রাজ্যবিস্তারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা ধীরে ধীরে তুরুষ্ক ও পারস্যের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ককেশস্ পর্ব্বত লঙ্ঘনপূর্ব্বক তাহার দক্ষিণ পার্শ্বেও আধিপত্য স্থাপন করিলেন—বোধ হইল যেন অচিরে তুরুষ্ক সাম্রাজ্যও তাঁহাদিগের কুক্ষিগত হইবে। কিন্তু এই সময়ে ইংরাজ ও ফরাসীরা তাঁহাদের পরিপন্থী হইলেন। তজ্জন্য ক্রিমিয়া উপদ্বীপে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল (১৮৫২-৫৫); রুশেরা পরাস্ত হইয়া তুরুষ্ক অধিকার করিবার সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত হইলেন এবং এশিয়ার মধ্যখণ্ডের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। এখানে তাঁহারা আশাতীত ফললাভ করিলেন, জঙ্গিস্ খাঁ ও তৈমুরলঙ্গের জন্মভূমি রুশ সম্রাট্‌কে প্রভু বলিয়া স্বীকার করিল, বোখারা, সমরকন্দ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নগরগুলি একে একে তাঁহার অধিকারভুক্ত হইল।

এদিকে সাইবিরিয়ারও উন্নতি-বিধানের নিমিত্ত যথেষ্ট চেষ্টা হইতেছিল।

পিটার্স্‌বার্গ্‌ শব্দটী জার্ম্মাণ ভাষাজাত; এইজন্য, বর্ত্তমান যুদ্ধ সংঘটিত হইলে রুশেরা ইহার

রুশজাতি প্রায় তিন শত বৎসর হইল য়ুরাল্ পর্ব্বত পার হইয়া সাইবিরিয়ায় প্রবেশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এতদিন সেখানে রীতিমত বসতি করেন নাই। তখন এই বিশাল অঞ্চল কেবল উৎকট রাজদণ্ডগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের নির্ব্বাসনক্ষেত্ররূপে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে রুশেরা ইহাকে প্রকৃত উপনিবেশে পরিণত করিলেন ; তাঁহারা বন কাটিয়া নগর বসাইলেন, কৃষির বিস্তার করিলেন এবং খনিজ সম্পত্তির উত্তোলনে প্রবৃত্ত হইলেন।

রুশিয়ার প্রধান অভাব উন্মুক্ত সমুদ্র পথ। উত্তর মহাসাগর প্রায় সমস্ত বৎসর বরফে আবৃত, কাজেই সামুদ্রিক বাণিজ্যের অনুকূল নহে। বাল্টিক্ ও কৃষ্ণসাগর দিয়াও রুশিয়ার রণতরীর ও বাণিজ্যতরীর বাহির হইবার সুবিধা নাই, কারণ ইহাদের সঙ্কীর্ণ মুখগুলি রাজ্যান্তরের শাসনাধীন। এই নিমিত্ত রুশদিগের পক্ষে হয় ভূমধ্যসাগরের, নয় পারস্য উপসাগরের, নয়, নিতান্ত পক্ষে, পীতসাগরের তীরে একটী না একটী বন্দর নিতান্ত আবশ্যক, এবং এইরূপ বন্দর পাইবার চেষ্টা করাতেই তাঁহাদিগের সহিত অন্য জাতির বিবাদ ঘটিয়াছে। ভূমধ্যসাগরের দিকে তাঁহারা ইংরাজ ও তুর্কদিগের নিকট বাধা পাইলেন, পারস্য উপসাগরের দিকেও ইংরাজ তাঁহাদের অন্তরায় হইলেন। তখন তাঁহারা পীতসাগরের দিকে অগ্রসর হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে তাঁহারা প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে ভ্লাডিবষ্টক্ নামে একটী বন্দর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু উহাও শীতকালে সমুদ্রপথে অগম্য। অনন্তর সাইবিরিয়ার ভিতর দিয়া সুবৃহৎ রেলওয়ে নির্ম্মিত হইল এবং রুশেরা পীতসাগরের তীরে পোর্ট্ আর্থার্ ও ড্যাল্নি নামক দুইটী বন্দর অধিকার করিলেন। তখন আবার এই সূত্রে জাপানের সহিত তাঁহাদের বিরোধ ঘটিল। জাপানীরা বিক্রমশালী ; পক্ষান্তরে রুশদিগকে য়ুরোপ হইতে বহুদূরে গিয়া যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। কাজেই রুশদিগের পরাজয় হইল (১৯০৫) ; তাঁহারা পীতসাগরের তীরেও সফলকাম হইতে পারিলেন না।

এশিয়াখণ্ডে রুশের রাজ্যবিস্তারে ইংরাজদিগের সহিত মনোমালিন্য হইবারই কথা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই হেতু উভয় জাতির মধ্যে যুদ্ধ ঘটিবারও আশঙ্কা ছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে জার্ম্মাণির আকস্মিক অভ্যুদয়ে এবং জার্ম্মাণ-দিগের দুরাকাঙ্ক্ষাবশতঃ রুশের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ ঘটিল না, বরং উভয় জাতির মধ্যে সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইল।

জার্ম্মাণেরা বল্কান্ উপদ্বীপে ও তুরুস্কে অপ্রতিহত ক্ষমতালাভের জন্য ষড়্যন্ত্র করিতে লাগিলেন। রুশেরা দেখিলেন এরূপ অবস্থায় অগ্রে হউক, পশ্চাতে হউক এশিয়া মাইনরে তাঁহাদের সহিত জার্ম্মাণদিগের সজ্ঘর্ষ হইবে। য়ুরোপেও উভয়

জন্মিলে সার্বিয়া প্রভৃতি শ্লাব্ রাজ্যগুলির স্বাধীনতা থাকে না, অথচ রুশিয়া যখন শ্লাব্ সমাজের অগ্রণী, তখন জ্ঞাতিজনের এরূপ বিপত্তির সময় উদাসীন ভাবেও থাকিতে পারে না। কিন্তু আয়তনে অতিবৃহৎ হইলেও রুশিয়ার জনসাধারণ দরিদ্র; কি শিল্পে ও বিজ্ঞানে, কি রণশাস্ত্রে রুশেরা একাকী কখনও জার্ম্মাণির সহিত পারিয়া উঠেন না। সত্য বটে, ফ্রান্সের সহিত তাঁহাদের সখ্য ছিল; কিন্তু তাহাও পর্য্যাপ্ত নহে। এইরূপ চিন্তা করিয়াই রুশ্ রাজপুরুষেরা ইংল্যাণ্ডের সহিত যোগ দিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই সম্মেলন সহজেই সম্পাদিত হইল, কারণ উভয় জাতিই বুঝিতে পারিলেন, জার্ম্মাণি তাঁহাদের সাধারণ শত্রু। এশিয়া খণ্ডে রুশের সহিত ইংরাজের প্রতিযোগিতা ছিল বটে, কিন্তু তাহা এত গুরুতর নহে যে বিনা বিবাদে মিটাইতে পারা যায় না। সাইবিরিয়া এত বিস্তীর্ণ যে সেখানেই দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত রুশজাতির সমস্ত অভাব পূরণ হইতে পারে; সেদিকে ইংরাজদিগের লক্ষ্য করিবার কিছুমাত্র হেতু নাই। কাজেই ব্যবস্থার প্রয়োজন হইল কেবল পারস্যসম্বন্ধে। স্থির হইল রুশ্ ও ইংরাজ কেহই পারস্যের স্বাধীনতা হরণ করিবেন না; তবে তত্রত্য বাণিজ্যসম্বন্ধে রুশদিগের অধিকার উত্তরার্দ্ধে এবং ইংরাজদিগের অধিকার দক্ষিণার্দ্ধে নিবদ্ধ থাকিবে (১৯০৭)।

ইহারই কিয়ৎকাল পরে বর্ত্তমান যুদ্ধের আরম্ভ। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ সার্বিয়া আক্রমণ করিলেন (১৯১৪); রুশেরা দেখিলেন তাঁহারা সাহায্য না করিলে সার্বিয়ার ধ্বংস অপরিহার্য্য; পৃথিবীশুদ্ধ লোকেও বুঝিবে যে শ্লাব্ প্রতিবেশীদিগকে রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহাদের এ শক্তি পর্য্যন্ত নাই। ফলতঃ সার্বিয়ার বিপদে সমগ্র রুশজাতির আত্মমর্য্যাদায় আঘাত লাগিল। তাঁহারা একবাক্যে অষ্ট্রিয়ার এবং অষ্ট্রিয়ার বন্ধু জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।*

(খ) পোল্যাণ্ড্।

পোল্যাণ্ড্ রাজ্যের উৎপত্তি মধ্যযুগে। ইহার একদিকে জার্ম্মাণি ও অন্যদিকে রুশিয়া। পোল্যাণ্ডের অনেকগুলি নগর সমৃদ্ধিশালী; তন্মধ্যে ড্যান্ট্জিগ্, ওয়ার্স ও ক্রাকো প্রধান; ইহারা এখন যথাক্রমে জার্ম্মাণি, রুশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার অধীন। রুশিয়ার অভ্যুদয়ের কিছু পূর্ব্বেই পোল্যাণ্ড রাজ্য সবিশেষ পরাক্রমশালী হইয়াছিল। শেষে রুশিয়ায় সর্ব্ববিধ শাসনক্ষমতা রাজার হস্তে কেন্দ্রগত হয়; ইহাতে রাজা যথেচ্ছাচারী হইলেও জাতীয় শক্তির উপচয় ঘটে। কিন্তু পোল্যাণ্ডে ইহার বিপরীত অবস্থা দাঁড়াইল। সেখানে উচ্ছৃঙ্খল ভূম্যধিকারিগণ পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন,

কাজেই পোল্ জাতি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রুশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও রুশিয়া তাহাদের রাজ্যটী ভাগ করিয়া লইল।

পোলেরা শতাধিকবর্ষ স্বাধীনতা হারাইয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা-দিগের প্রতি অনুরক্ত হন নাই। জার্ম্মাণি তাঁহাদিগকে জার্ম্মাণ ভাবাপন্ন এবং রুশিয়া তাঁহাদিগকে রুশভাবাপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। না পারিবারই কথা, কারণ তাঁহাদের সহিত উক্ত উভয় জাতিরই অনেক বিষয়ে পার্থক্য আছে। তাঁহাদের ভাষা না জার্ম্মাণ্, না রুশ্; তাঁহারা রোমাণ্ কাথলিক্, কিন্তু জার্ম্মাণেরা প্রধানতঃ প্রটেষ্টাণ্ট্ এবং রুশেরা প্রাচ্যসমাজভুক্ত খ্রীষ্টান্। পোলেরা এই সকল কারণে এই শতবর্ষকালে অনেকবার বিদ্রোহী হইয়াছেন; বিজেতারাও সাতিশয় কঠোরতার সহিত সেই সকল বিদ্রোহ দমন করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুদ্ধেও কোন পক্ষেরই জয়-পরাজয়ের সহিত পোল্দিগের ইষ্টানিষ্টের কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না; তাঁহারা যে অংশে যে রাজার প্রজা, সে অংশে সেই রাজারই সৈনিকশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু অধুনা রুশ্ সাম্রাজ্যে প্রজাতন্ত্র শাসনের প্রবর্ত্তন হইয়াছে; ইহাতে আশা করা যায়, রুশের জয় হইলে পোল্দিগেরও ভাগ্য ফিরিবে।

(গ) তুরুষ্ক।

য়ুরোপীয় তুরুষ্কের বর্ত্তমান অধিবাসীরা দেহের বর্ণে ও মুখের গঠনে অন্যান্য য়ুরোপীয়দিগের সদৃশ। অনেকে অনুমান করেন যে, ইঁহাদের এবং হাঙ্গারীরাজ্যের ম্যাগেয়ারদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ একই মূলোদ্ভূত; কিন্তু ম্যাগেয়ারেরা য়ুরোপে গিয়া খ্রীষ্টান হন; তুর্কেরা য়ুরোপে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই মুসলমান হইয়াছিলেন।

তুর্কজাতির আদি বাসভূমি এশিয়াখণ্ডে আমু-নদী তীরে। তাঁহারা এথন হইতে বাহির হইয়া দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হন এবং এশিয়া মাইনর প্রভৃতি নানা দেশে আধিপত্য লাভ করেন। অতঃপর খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহারা বস্ফরাস্ প্রণালী পার হইয়া কন্‌ষ্টাণ্টিনোপ্‌ল্ নগর জয় করেন এবং সেথান হইতে অল্প দিনের মধ্যে ডানিয়ুব নদীর দক্ষিণস্থ সমস্ত বল্কান উপদ্বীপটী আত্মসাৎ করিয়া লন।

তুরুষ্কের সুলতানদিগের মধ্যে মহামহিম সুলেমান্ (১৫২০—১৫৬৬) সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। তাঁহার রাজত্বকালে তুর্কেরা জলে-স্থলে দুর্জ্জয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। জার্ম্মাণেরাও তাঁহাদিগকে ভয় করিয়া চলিতেন। তাঁহারা একবার ভিয়েনা নগরী পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পোল্যাণ্ড্রাজের নিকট বাধা পাইয়া উহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই।

ইহার পর তুরুষ্কের অবনতির সূত্রপাত হয়। তুর্কদিগকে পার্শ্ববর্ত্তী জাতিদিগের সহিত প্রায় নিয়ত যুদ্ধ করিতে হইত; সময়ে সময়ে জয়লাভ করিলেও ইহাতে তাঁহাদের বহু লোকক্ষয় ও অর্থনাশ হইত। কাজেই তাঁহাদের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অনেক অংশে তাঁহাদের প্রভুত্ব বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। তুরুষ্কের প্রধান শত্রু ছিল প্রথমে অষ্ট্রিয়া, শেষে রুশিয়া।

গ্রীসের স্বাধীনতা লাভ হইতে তুরুষ্কের রাজ্যক্ষয় আরম্ভ হয়। অতঃপর অনেকে ভাবিয়াছিল তুর্কেরা অচিরে য়ুরোপখণ্ড হইতে বিতাড়িত হইবেন, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রুশিয়ার রাজ্যবিস্তারে শঙ্কিত হইয়া ইংরাজ ও ফরাসীরা তুরুষ্কের সহায় হইলেন; রুশ সম্রাট্ পরাস্ত হইয়া তুরুষ্কের কোন অনিষ্ট করিতে পারিলেন না।

এই সময়ে সভ্যদেশসমূহের আদর্শে শাসনপ্রণালী সংশোধন করিলে তুর্কদিগের পক্ষে বুদ্ধিমানের কার্য্য হইত। কিন্তু তাঁহারা সে দিকে দৃক্পাত করিলেন না; তাঁহাদের উৎপীড়নে শ্লাব্জাতীয় প্রজারা জ্বালাতন হইতে লাগিল; কাজেই রুশিয়া শ্লাব্দিগের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইল (১৮৭৭)। যুদ্ধে তুর্কেরা বেশ বীরত্ব দেখাইলেন বটে, কিন্তু শেষে পরাভব স্বীকার করিলেন এবং সার্বিয়া ও বুলগেরিয়া তুরুষ্ক সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক একটী স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইল। রুমানিয়া ইহার বহুপূর্ব্বেই তুরুষ্কের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হইয়াছিল। রুশরাজের কৃপায় ইহাও এক্ষণে একটী স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইল।

কিন্তু ইহাতেও সুলতানের মোহাপনোদন হইল না; তিনি পূর্ব্ববৎ যথেচ্ছাচার করিতে লাগিলেন। অনন্তর তুরুষ্কে কৃতবিদ্য এক নব্যসম্প্রদায় দেখা দিল। এই সম্প্রদায়ের লোকে শাসনসংস্কারে বদ্ধপরিকর হইলেন এবং ইঁহাদিগের চেষ্টায় ১৯০৮ অব্দে সুলতান আবদুল হামিদ প্রজাতন্ত্র শাসন প্রবর্ত্তিত করিলেন।

নব্যতন্ত্র তুর্কেরা প্রথমে সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই শাসনসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে ঐক্য ছিল না; অধিকন্তু সৈনিককর্ম্মচারীদিগের সঙ্গেও তাঁহাদের বিবাদ ঘটিল; কাজেই প্রজাতন্ত্রশাসনেও তুরুষ্কের কোন উন্নতি দেখা দিল না। মাসিডনিয়ার অধিবাসীরা অনেকে গ্রীক্জাতীয় ও খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী; তুর্কেরা এখানে ভয়ানক অত্যাচার করিতেন। এইজন্য উক্ত অঞ্চলে রাজায় প্রজায় প্রায় নিয়ত বিবাদ চলিত। অবশেষে বুল্গেরিয়া ও সার্বিয়া মাসিডনিয়ার দুঃখ-মোচনার্থ তুরুষ্কের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিল (১৯১২)। তুর্কেরা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইলেন এবং কেবল কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল ও তন্নিকটবর্ত্তী সামান্য ভূখণ্ড ব্যতীত য়ুরোপের অন্তঃপাতী সমস্ত রাজ্য ত্যাগ করিয়া নিস্কৃতি লাভ করিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্থলতানের প্রকৃত হিতৈষী ছিলেন ইংরাজ; কিন্তু ইংরাজেরা যথন মিশর অধিকার করিলেন (১৮৮২), তথন তুর্কেরা পূর্ব্বলব্ধ উপকার ভুলিয়া গেলেন; জার্ম্মাণরাও স্থযোগ বুঝিয়া তাঁহাদিগকে আশা দিতে লাগিলেন যে একদিন না একদিন ইহার প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত তাঁহারা স্থলতানের সাহায্য করিবেন। সেই সময় হইতে জার্ম্মাণকর্ম্মচারীরা তুর্কদিগের সামরিক শিক্ষা বিধানে নিযুক্ত হইলেন; জার্ম্মাণির অর্থে তুরুষ্কসাম্রাজ্যে রেলওয়ে নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল।

তুর্ক-জার্ম্মাণ সম্মেলনে জার্ম্মাণির অভিসন্ধি বেশ বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু তুর্কেরা যে ইহাতে কি স্থবিধা পাইবার আশা করিয়াছিলেন, তাহা বলা কঠিন। তুর্কদিগের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য ছিল অভ্যন্তরীণ সংস্কারসাধন। তাহাতে জাত্যন্তরের সাহায্য নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তাঁহারা এদিকে মন দিলেন না এবং বর্ত্তমান যুদ্ধ আরব্ধ হইবামাত্র অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া জার্ম্মাণির পক্ষ অবলম্বন করিলেন।

(ঘ) বল্কান্ রাজ্যসমূহ।

বল্কান্‌রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথমে সার্বিয়া ও বুল্‌গেরিয়ার কথা বলা যাইতেছে; ইহারা একে অপরের প্রতিবেশী, অথচ শত শত বর্ষকাল উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষভাব চলিয়া আসিতেছে। উভয় অঞ্চলই পুরাকালে রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল; রোমের পতন হইলে উভয়ত্রই বর্ব্বর জাতির উপদ্রব ঘটে, এবং উভয়েই সময়বিশেষে রণজয়ী হইয়া কিয়ৎকালের জন্য প্রবল হয়। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী বুল্‌গেরিয়ার এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দী সার্বিয়ার চরম উন্নতির সময়। কিন্তু শেষে তুর্কদিগের আক্রমণে উভয় রাজ্যেরই স্বাধীনতা নষ্ট হয়।

সার্বিয়া ও বুল্‌গেরিয়া প্রায় চারিশত বৎসর তুর্কদিগের অধীন ছিল। অতঃপর ১৮৭৭ অব্দে রুশের সহিত তুরুষ্কের যে যুদ্ধ হয় তাহার অবসান হইলে স্থলতান ইহাদিগকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু রুশিয়াকর্ত্তৃক এইরূপে উপকৃত হইলেও সার্বিয়া ও বুল্‌গেরিয়ার লোকে রুশের আধিপত্য ভাল বাসেন না। এজন্য রুশের সঙ্গে সময়ে সময়ে তাঁহাদের মনোমালিন্যও ঘটিয়াছে।

মাসিডনিয়ার সাহায্যার্থ সার্বিয়া ও বুল্‌গেরিয়া সমবেত হইয়া তুরুষ্কের সহিত যে যুদ্ধ করে তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধান্তে তাঁহাদের মধ্যে পূর্ব্বতন বিদ্বেষবহ্নি সহসা পুনঃ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং বুল্‌গারেরা পরাস্ত হইয়া বিস্তর ক্ষতিস্বীকারপূর্ব্বক সার্বিয়ার সহিত সন্ধি করিলেন (১৮১৩)। ইহাতে বুল্‌গারেরা

যে সার্বিয়ার উপর জাতক্রোধ হইবেন এবং প্রতিফল দিবার অবসর প্রতীক্ষা করিবেন তাহা সহজেই বুঝা যায়।

এদিকে সার্বিয়ানেরাও লাভবান্ হইতে পারিলেন না; তাঁহাদের পশ্চিমে আল্‌বানিয়া নামে যে অঞ্চল আছে, অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ জিদ্ ধরিলেন তাহাকেও একটী স্বাধীন রাজ্য বলিয়া মানিতে হইবে এবং জার্ম্মাণ-রাজবংশীয় কোন ব্যক্তিকে উহার সিংহাসনে বসাইতে হইবে। সার্বিয়ানেরা এই অসঙ্গত প্রস্তাবে বাধা দিতে পারিলেন না; কাজেই আল্‌বানিয়া তাঁহাদের হস্তস্খলিত হইল; তাঁহারা সমুদ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন; আলবানিয়াতে তাঁহাদের স্বজাতীয় যে বহুলোক বাস করে এবং শাসনসম্বন্ধে তাঁহাদেরই সহিত যুক্ত হইতে চায়, তাহাদিগেরও উদ্ধার করিতে পারিলেন না।

এই কারণে সার্বিয়ার লোকে অষ্ট্রিয়ার প্রতি বড় বিরক্ত হইলেন এবং তাঁহাদেরই স্বজাতীয় একব্যক্তি অষ্ট্রিয়ার যুবরাজের ও তাঁহার পত্নীর প্রাণসংহার করিল। এ লোকটা যদিও অষ্ট্রিয়ারই প্রজা, তথাপি এই নৃশংস কাণ্ড হইতেই বর্ত্তমান যুদ্ধের উদ্ভব হইল।

বুল্‌গারেরা যখন সার্বিয়ান্‌দিগের নিকট পরাস্ত হন, তখন জার্ম্মাণেরা সাহায্যের আশা দিয়া তাঁহাদিগের প্রতিহিংসাবৃত্তি উত্তেজিত রাখিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান যুদ্ধ আরব্ধ হইলে তাঁহাদিগকে সার্বিয়া আক্রমণ করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। বুল্‌গারেরা প্রথমে অনেক দিন ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন রুশেরা পুনঃ পুনঃ পরাস্ত হইতেছেন (১৯১৫), তখন ভাবিলেন উত্তম সুযোগ দেখা দিয়াছে। তাঁহারা তখন অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে যোগ দিয়া সার্বিয়ান্‌দিগকে বিপন্ন করিয়া তুলিলেন।

রুমানিয়া দেশটী ১৮২৮ অব্দে অর্থাৎ সার্বিয়া ও বুলগেরিয়ার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তুর্কদিগের অধীনতাপাশ হইতে একরূপ মুক্তিলাভ করে। অতঃপর রুমানিয়ানেরা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বিবাদবিসংবাদে নির্লিপ্ত থাকিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হন। তাঁহাদের অসন্তোষের একমাত্র কারণ এই যে ট্রান্‌সিল্‌ভানিয়া অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রধানতঃ রুমানিয়ান্ জাতীয় হইলেও হাঙ্গারি রাজ্যের অন্তর্ভূত। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরব্ধ হইলে তাঁহারা বুঝিলেন যে, ট্রান্‌সিল্‌ভানিয়া অধিকারের সুযোগ দেখা দিয়াছে। তথাপি তাঁহারা অনেকদিন পর্য্যন্ত এই ভীষণসমরানলে ঝম্প দিতে সাহস করিলেন না। কিন্তু গত বর্ষে গ্রীষ্মাবসানে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, আর উদাসীনভাবে থাকা অসঙ্গত। অতএব তাঁহারা অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

(ঙ) গ্রীস্।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সূতিকাক্ষেত্র গ্রীসের ইতিবৃত্ত পুরাবৃত্ত পাঠকের সুপরিজ্ঞাত। এজন্য এখানে সে কথা বলা অনাবশ্যক। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ইংল্যাণ্ডের ও ফ্রান্সের সাহায্যে গ্রীকেরা তুরস্কের অধীনতাপাশ হইতে মুক্তিলাভ করেন।

ইংরাজ ও ফরাসীরা গ্রীক্‌দিগকে স্বাধীনতা দিয়াছেন, তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণও করিয়া আসিতেছেন। গ্রীকেরা য়ুরোপের যে কোন রাজবংশ হইতে আপনাদের রাজা নির্ব্বাচন করিতে পারেন। তাঁহাদের বর্ত্তমান রাজা দিনামারবংশীয়,* কিন্তু রাজপত্নী জার্ম্মাণ সম্রাটের সোদরা। বর্ত্তমান যুদ্ধে রাজা জার্ম্মাণদিগকে সাহায্য করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু বেনিজেলস্ প্রমুখ কতিপয় প্রবীণ-নীতিবিশারদের বাধায় তাহাতে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এখন গ্রীকেরা এ সম্বন্ধে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন—এক সম্প্রদায় রাজার পক্ষ, অন্য সম্প্রদায় বেনিজেলাসের পক্ষ এবং ইংরাজ ও ফরাসীদিগের সহিত যোগ দিতে ব্যগ্র। শেষোক্ত সম্প্রদায়ের কেহ কেহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই ইংরাজ ও ফরাসীসেনায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন; কিন্তু গ্রীসে তাঁহাদের অনেক শত্রু আছে। তাঁহাদের রক্ষা-বিধানার্থ ইংরাজ ও ফরাসীরা এথেন্স্ নগরে একদল সৈন্য রাখিয়া দিয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য।

জার্ম্মানেরা যুদ্ধপ্রিয়। ইংরাজেরাও যুদ্ধবিমুখ নহেন। প্রাচীন সাক্সন্, ডেন্ ও নর্ম্মাণ্, প্রধানতঃ এই তিন জাতির সংমিশ্রণে বর্ত্তমান ইংরাজদিগের উৎপত্তি। এই তিন জাতিই সাতিশয় যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন। ইঁহারা পূর্ব্বে পরস্পর বিবাদ করিয়াছিলেন, শেষে যখন একজাতিতে পরিণত হইয়াছিলেন, তখন প্রতিবেশী-দিগের রাজ্য গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইংরাজ ও ফরাসীতে যে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ হয়, ইংরাজের পররাজ্যলিপ্সাই তাহার মূল। ইংল্যাণ্ডের রাজা বলিতেন বটে যে ন্যায়ানুসারে ফরাসী-সিংহাসন তাঁহারই প্রাপ্য; কিন্তু এ কেবল মুখের কথা; ইংরাজেরা ভাবিতেন জোর যার মুলুক তার, এবং সেই জন্যই তাঁহারা ফ্রান্স্ জয় করিবার জন্য এই এত চেষ্টা করিয়াছিলেন।

* ইনি সম্প্রতি সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন।

সময়বিশেষে বিজয়ী হইলেও ইংরাজেরা ফ্রান্স্ দেশে স্থায়ী আধিপত্য লাভ করিতে পারেন নাই। অতঃপর পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে ইংল্যাণ্ডে তুমুল গৃহ-যুদ্ধ ঘটে এবং তন্নিবন্ধন ইংরাজেরা কিয়ৎকালের জন্য অবসন্ন হইয়া পড়েন। এই সময়ে পর্টুগীজজাতি বাণিজ্যে প্রবল হইয়াছিল এবং স্পেনের অধিবাসীরা আমেরিকা মহাদ্বীপ অধিকার পূর্ব্বক প্রচুর ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজেরা যখন আবার বলসঞ্চয় করেন, তখন এই দুই জাতির সঙ্গে তাঁহাদের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। আমেরিকার মধ্য ও দক্ষিণ খণ্ড হইতে যে সকল সুবর্ণরজতপূর্ণ অর্ণবপোত স্পেনে যাইত, ইংরাজেরা সুবিধা পাইলেই সেগুলি আক্রমণ করিতেন এবং কিয়ৎকাল পরে নিজেরাই আমেরিকাতে উপনিবেশ স্থাপনে প্রবৃত্ত হন (১৬০৭)। ইংল্যাণ্ডের প্রথম উপনিবেশ বর্ত্তমান যুনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের অন্তঃপাতী বার্জিনিয়া প্রদেশ।

ইংরাজের যে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য আজ পৃথিবীব্যাপী, এইরূপে তাহার সূত্রপাত হইল। স্পেনবাসীরা আমেরিকায় যাইতেন লুণ্ঠন করিতে; তাঁহারা যতদূর পারিতেন স্বর্ণরৌপ্য সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে ফিরিতেন, কিন্তু ইংরাজেরা গেলেন সেখানে বাস করিতে। ইহাতেও আমেরিকার আদিমনিবাসীদিগের স্বত্বহানি হইয়াছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু যুরোপের কোন জাতিরই অনিষ্টের কোন সম্ভাবনা ছিল না। স্বদেশ ছাড়িয়া আমেরিকার শ্বাপদসঙ্কুল বনভূমিতে গিয়া বাস, এবং সেখানে কৃষি ও সভ্যতার বিস্তার সামান্য সাহস, উদ্যম ও অধ্যবসায়ের কাজ নহে।

ইংরাজদিগের পর অন্য যে সকল যুরোপীয় জাতি আমেরিকায় উপনিবেশ-স্থাপনে প্রবৃত্ত হন, তন্মধ্যে ফরাসীরা প্রধান। ইঁহাদের প্রথম উপনিবেশ সেণ্ট্ লরেন্স্ নদের উত্তরতীরে প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর ফরাসীরা ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করেন; কিন্তু সেই সময়ে যুরোপে ফ্রান্সের সহিত ইংল্যাণ্ডের যুদ্ধ উপস্থিত হইল এবং সেই সূত্রে ইংরাজেরা ফরাসীদিগের প্রায় সমস্ত উপনিবেশ অধিকার করিয়া লইলেন (১৭৬৩)। উপনিবেশ রক্ষা করিতে পারিলে যে কি উপকার হয় তাহা ইংরাজেরা যেমন বুঝিতেন, ফরাসীরা তেমন বুঝিতেন না।

ইংরাজেরা এশিয়াখণ্ডে কোন উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করেন নাই। পর্টুগীজজাতি ভারতবর্ষে বাস করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু ইংরাজেরা বুঝিয়াছিলেন যে, গ্রীষ্মমণ্ডলস্থ দেশ তাঁহাদের বাসের অনুপযুক্ত। তাঁহারা বাণিজ্যের জন্য যাতায়াত করিতেন, নানা স্থানে কুঠি বসাইতেন, তত্তৎ স্থানের অধিপতিদিগকে উপঢৌকনাদি দিয়া বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া লইতেন। এই বাণিজ্যের জন্য ওলন্দাজ ও ফরাসী উভয় জাতির সঙ্গেই তাঁহাদের বিবাদ হয়। তখন ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে

অসমর্থ হইয়া ভারতবর্ষের দিকেই মনোনিবেশ করিলেন; কিন্তু এখানেও তাঁহারা প্রথমে তত সুবিধা করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের কুঠিগুলি দূরে দূরে অবস্থিত ছিল; মোগল সাম্রাজ্যের অবনতিবশতঃ সমগ্র দেশ একরূপ অরাজক হইয়াছিল। ফরাসী রাজকর্ম্মচারী সুপ্রসিদ্ধ ডুপ্লে এই সুযোগে ইংরাজদিগকে বিদূরিত করিয়া ভারতবর্ষে ফরাসী সাম্রাজ্যস্থাপনের সঙ্কল্প করিলেন। যদি ফরাসীরাজ তাঁহাকে যথাসময়ে সাহায্য করিতেন তাহা হইলে এই স্বপ্ন বোধ হয় সফল হইত। কিন্তু ডুপ্লে রাজকীয় সাহায্য পাইলেন না, কাজেই সিদ্ধকাম হইতে পারিলেন না। পক্ষান্তরে ইংরাজবীর ক্লাইব তাঁহারই পদাঙ্কানুসরণ করিয়া ইংল্যাণ্ডরাজের সহায়তায় ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিলেন।

কিন্তু এশিয়ায় রাজ্যলাভের পরেই আমেরিকায় রাজ্যক্ষয় হইল; বার্জিনিয়া প্রভৃতি ত্রয়োদশটী উপনিবেশ স্বাধীনতা অবলম্বন করিল। ইংরাজেরা উপনিবেশ-স্থাপনে সিদ্ধহস্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কিরূপে ঔপনিবেশিকদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে হয় তাহা তখনও শিখিতে পারেন নাই। তাঁহারা ঔপনিবেশিকদিগকে নিতান্ত অধীন বিবেচনা করিতেন এবং এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগের সম্মতি ব্যতিরেকেই তাঁহাদিগের নিকট হইতে করগ্রহণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ঔপনিবেশিকেরাও ইংরাজ; এবং ইংরাজ রাজনীতির চিরন্তন ধর্ম্ম এই যে, কি উপায়ে ও কি পরিমাণে কর আদায় করিতে হইবে, কিরূপেই বা উহার ব্যয় হইবে তাহা নির্দ্ধারণের ক্ষমতা প্রজার। কাজেই ইংল্যাণ্ডের এই রীতিবিরুদ্ধ চেষ্টায় বার্জিনিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের ঔপনিবেশিকেরা বিদ্রোহী হইলেন এবং দশবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর স্বাধীনতা লাভ করিলেন। এই ত্রয়োদশটী উপনিবেশই ক্রমে আধিপত্য বিস্তার-পূর্ব্বক বর্ত্তমান য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্স্ নামক বিশাল দেশে পরিণত হইয়াছে।

রাজ্যক্ষয় হইল বটে, কিন্তু তাহাতে লাভও হইল; ইংল্যাণ্ডের রাজপুরুষেরা শিক্ষা পাইলেন যে, উপনিবেশগুলিকে বশে রাখিতে হইলে তাহাদিগকে স্বায়ত্ত শাসন দেওয়া আবশ্যক। উপনিবেশ-রক্ষাসম্বন্ধে বর্ত্তমানকালে ইংরাজেরা এই উদারনীতিই অবলম্বন করিয়াছেন।

য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্স্ হস্তস্খলিত হইবার অল্পদিন পরেই ইংরাজেরা অষ্ট্রেলিয়ায় উপস্থিত হইলেন (১৭৮৭)। অষ্ট্রেলিয়া তখন কোন সভ্যজাতির অধিকারভুক্ত ছিল না; ফরাসীরা উহাকে আপনাদের করায়ত্ত করিবার মানস করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু ইংরাজের ক্ষিপ্রকারিতায় তাঁহারা সে সুযোগ পাইলেন না। ইংরাজেরা ইহার পর নিয়ুজিল্যাণ্ড দ্বীপেও উপনিবেশ স্থাপন করিলেন।

আফ্রিকার দক্ষিণপ্রান্তবর্ত্তী কেপ্ কলোনি (অন্তরীপ উপনিবেশ) পূর্ব্বে

ছিলেন বলিয়া ইংরাজেরা উহা অধিকার করেন (১৮১৪)। মিশর দেশও ১৮৮২ অব্দে ইংরাজদিগের রক্ষণাবেক্ষণে আনীত হয়। আফ্রিকার আরও অনেক অংশ তখন পর্য্যন্ত অসভ্যজাতির অধিকারেই ছিল; কোন কোন য়ুরোপীয় জাতি সেগুলি বিনা বিবাদে আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলেন। এই সময়ে ইংরাজেরা জার্ম্মাণদিগের সহিত অতি উদার ব্যবহার করিয়াছিলেন; কারণ আফ্রিকার মানচিত্রে যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলদ্বয় জার্ম্মাণদিগের অধিকারভুক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, ইংরাজের আনুকূল্য বিনা তাঁহারা তথায় প্রবেশ করিতেও পারিতেন কি না সন্দেহ।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ইংরাজেরাও সময়ে সময়ে পররাজ্য গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন ইংরাজেরা ফরাসী-দিগের আমেরিকাস্থ উপনিবেশগুলি এবং ওলন্দাজদিগের কেপ্ কলোনি আত্মসাৎ করিয়া কঠোরতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু তদানীন্তন ফরাসী ও ওলন্দাজ রাজপুরুষদিগের আচরণ স্মরণ করিলে দেখা যাইবে যে, ন্যায়ান্যায়জ্ঞানে ইংরাজেরা তাঁহাদের উচ্চকক্ষ না হউন, নীচকক্ষ ছিলেন না; তবে তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু ইংরাজেরা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন এই মাত্র প্রভেদ। অধিকন্তু জয়লাভ করিয়াও ইংরাজ যেমন অল্পে তুষ্ট, অন্যে সেরূপ নহেন। বিজিতরাজ্য পুনরর্পণ করিতে ইংরাজ মুক্তহস্ত। উদাহরণস্বরূপ যবদ্বীপের কথা বলা যাইতে পারে। ইংরাজেরা ইহা জয় করিয়াও ১৮১৮ অব্দে ওলন্দাজদিগকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। যবদ্বীপ এখন ওলন্দাজজাতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৈদেশিক অধিকার।

যাহা হউক, ইংরাজেরা কি উপায়ে তাঁহাদের বিশাল সাম্রাজ্য অর্জ্জন করিয়াছেন, এখন তাহার বিচার নিষ্প্রয়োজন। এখন দেখিতে হইবে কি রূপে তাঁহারা প্রজাপালন করিয়াছেন, কি রূপে তাঁহাদের সার্ব্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ করিতেছেন। রাজা প্রজাহিতপর ও প্রজাপালক না হইলে তাঁহার রাজা নাম সার্থক হয় না। ইংরাজ একদা প্রজারঞ্জনে অসমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই বার্জিনিয়া প্রভৃতি ত্রয়োদশটী দেশের আধিপত্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহার পর হইতে ইংরাজ প্রজারঞ্জক হইয়াছেন। ইংরাজের আশ্রয়ে সুখে আছে বলিয়াই কি কানাডায়, কি আফ্রিকায়, কি অষ্ট্রেলিয়ায়, কি ভারতবর্ষে—আজ সকলে প্রাণপণে ইংরাজের দোসর হইয়া শত্রুদমনে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

বস্তুতঃ ইংরাজসাম্রাজ্য তরবারির সাহায্যে অর্জ্জিত হইলেও এখন আর তরবারির সাহায্যে শাসিত নহে। রাজ্যশাসনে দণ্ডনীতির সম্পূর্ণ পরিহার অসম্ভব; তথাপি ইংরাজরাজপুরুষেরা ভীতি অপেক্ষা প্রীতিরই অধিক উপযোগিতা উপলব্ধি

সাম্রাজ্যে বহুজাতির ও বহুসম্প্রদায়ের বাস; ইহাদের মধ্যে সময়ে সময়ে স্বার্থসঙ্ঘর্ষ অনিবার্য্য, কাজেই সকলকে তুষ্ট রাখিয়া শাসনদণ্ড পরিচালন দুষ্কর। কিন্তু ইংরাজ অদ্ভুত ধীরতার সহিত এই কঠোর কর্ত্তব্যে ব্রতী হইয়াছেন,—যতদূর সম্ভব কোন সম্প্রদায়ের, কোন জাতিরই ধর্ম্মে বা আচারে অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করিতেছেন না।

অধিকন্তু ইংরাজের সাম্রাজ্য যে কেবল ইংরাজেরই ইষ্টসিদ্ধির জন্য তাহাও নহে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ হইতে ইহার সর্ব্বত্র অবাধ বাণিজ্য * চলিয়া আসিতেছে। অবাধ বাণিজ্য জাতীয় ঐশ্বর্য্যের অনুকূল বা প্রতিকূল তাহা এখানে বিচার্য্য নহে, কিন্তু ইহা যে ইংরাজদিগের ঔদার্য্যের পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই। অবাধ বাণিজ্য প্রতিযোগিতার প্রশস্ত ক্ষেত্র; যে ভাল জিনিস সস্তায় বেচিবে সেই এ ক্ষেত্রে বিজয়ী হইবে। কিন্তু রাজকীয় সাহায্য পাইলে লোকে অবাধ বাণিজ্যেও অসাধু ব্যবহার করিতে পারে। জার্ম্মাণির বণিকেরা রাজার নিকট অর্থসাহায্য পাইয়া অনেক দ্রব্য এত অল্পমূল্যে বিক্রয় করিয়াছেন যে, তাহাতে ইংরাজের কোন কোন ব্যবসায় মাটি হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজদিগের স্বাবলম্বনবৃত্তি এতই প্রবল যে, তাঁহারা রাজকীয় সাহায্যে জয় লাভ করিতে চান না, পরাভূত হইলেও ক্ষুণ্ণ হন না—বুঝিতে পারেন নিজের দোষেই হারিয়াছেন।

অবাধ বাণিজ্য শান্তির নিত্যসহচর। শান্তির সময় শিল্পী হউক, বণিক্ হউক, সকল দেশের লোকেই ইংরাজরাজ্যে প্রবেশ করিয়া স্বস্ব ব্যবসায় চালাইতে পারে, তজ্জন্য কাহাকেও অতিরিক্ত শুল্ক দিতে হয় না, কোন বিশিষ্ট নিয়মেও নিবদ্ধ হইতে হয় না। এই উদারনীতির মাহাত্ম্যে আজ পৃথিবীর অধিকাংশ লোক ইংরাজের হিতৈষী; নচেৎ এখন যেমন জার্ম্মাণদিগকে দমন করিবার জন্য বহু-শক্তির সম্মেলন হইয়াছে, এতদিন ইংরাজের বিরুদ্ধেও সেইরূপ চেষ্টা হইত।

জার্ম্মাণসাম্রাজ্যে কিন্তু ইহার বিপরীত ভাব। সেখানে বিদেশী লোকের স্থান নাই বলিলেই চলে। কাজেই জার্ম্মাণির পক্ষে অধিক সেনাবল আবশ্যক; পক্ষান্তরে ইংরাজসাম্রাজ্য শান্তিরূপ ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া এখানে ইতঃপূর্ব্বে সেনা ও সমরপোত, উভয়েরই পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। অনেকে এরূপ ভাবিয়াছিলেন, কালে এ সমস্ত যুদ্ধোপকরণের কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকিবে না। কিন্তু কালের কুটিলগতিতে তাঁহাদের এ সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কবিবর টেনিসন্ বাণিজ্যলক্ষ্মীকে শ্বেতাম্বরা ও শান্তিদায়িনী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এখন আর তাঁহাকে এই বিশেষণদ্বয়ে বিভূষিত করা যায় না।

ইংরাজের বিরুদ্ধে অন্য জাতীয় লোকে হয় ত কিছু বলিলেও বলিতে পারে; কিন্তু ন্যায়ানুসারে জার্ম্মাণেরা কিছুই বলিতে পারেন না। ইংরাজের সহিত ফ্রান্সের বহুবার সজ্ঘর্ষ হইয়াছে; ইংরাজের প্রতিকূলাচরণে বহুবার ফ্রান্সের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে; কিন্তু জার্ম্মাণির সম্বন্ধে ইংরাজ চিরদিনই উদার ব্যবহার করিয়াছেন। জার্ম্মাণ বণিক্‌দিগের অসাধু ব্যবহারে ইংরাজের বাণিজ্যের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে; ইংরাজ-বণিকেরা সেজন্য সময়ে সময়ে অসন্তোষও প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইংরাজ-রাজপুরুষেরা জার্ম্মাণদিগের রাজ্যবিস্তার-চেষ্টায় প্রায় কখনও বাধা দেন নাই। জার্ম্মাণেরা কেবল পারস্য উপসাগরের উপকূলভাগ ব্যতীত আর কোন স্থান দেখাইতে পারেন না, যেখানে ইংরাজ তাঁহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেন নাই।

দ্বিতীয় খণ্ড।

বৰ্ত্তমান কথা।

পঞ্চম অধ্যায়।

সঙ্কট।

বৰ্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম বার তের বৎসর য়ুরোপীয় জাতিবৃন্দের মধ্যে যে ঈর্ষ্যানল ধূমায়মান হইতেছিল, এখন দেখা যাউক কিরূপে তাহা অকস্মাৎ সন্ধুক্ষিত হইল।

অনেকে মনে করেন এই মহাসমর মানবসমাজের কল্যাণার্থই উপস্থিত হইয়াছে। যুদ্ধ নাই, অথচ সকলেই যুদ্ধায়োজনে ব্যস্ত; সকল দেশেই অবিরাম উদ্‌বেগ, সকল দেশেই সমরোপকরণ-সংগ্রহে ও সমরপোত-নির্ম্মাণে অসংখ্য লোকের নিয়োগ ও প্রভূত অর্থব্যয়; সকল দেশেই যুবক, বলিষ্ঠ ও কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিমাত্রেই কৃষিশিল্পাদি সমাজহিতকর ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া কোথাও দুই, কোথাও তিন বৎসরের জন্য সামরিক শিক্ষালাভে নিরত এবং সৈনিকজীবনের সর্ব্ববিধ ক্লেশ ভোগ করিতে বাধ্য—এরূপ কল্পিত শান্তি অপেক্ষা-প্রকৃত যুদ্ধ বহুগুণে বাঞ্ছনীয়। অগ্নি জ্বলিয়াছে বলিয়াই আশা হয় ইহা শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক, পূর্ণনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে। তখন আবার শান্তি-সমীর বহিতে থাকিবে এবং তাহার সুশীতল স্পর্শে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা নব জীবন লাভ করিবে।

নানা কারণে প্রায় প্রত্যেক জাতিরই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে যুদ্ধ যখন অপরিহার্য্য, তখন ইহা যত শীঘ্র সংঘটিত হইবে, তাহাদের পক্ষে ততই সুবিধা। ইংরাজেরা দেখিলেন, জার্ম্মাণেরা অবিরত নূতন নূতন রণপোত নির্ম্মাণ করিতেছেন এবং তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিতে গিয়া ইংরাজজাতির করভার দুর্ব্বহ হইতেছে; অপিচ জার্ম্মাণির মুখ্য উদ্দেশ্য যখন ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করা, তখন আত্মরক্ষার জন্য প্রাপ্তবয়স্ক ইংরাজমাত্রকেই সামরিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এরূপ অপ্রীতিকর ফলভোগ অপেক্ষা সময় থাকিতে যুদ্ধ করিলেই মঙ্গল। ফরাসীরা দেখিলেন, ক্রমশঃ তাঁহাদের লোকসংখ্যা হ্রাস হইতেছে, কিন্তু জার্ম্মাণির লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, কাজেই যুদ্ধ ঘটিতে যত বিলম্ব হইবে, তাঁহাদের পরাজয়-সম্ভাবনাও

তত অধিক হইবে। জার্ম্মাণেরা দেখিলেন, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রুশিয়ার মধ্যে সৌহার্দ্দসূত্র প্রতিদিন দৃঢ়তর হইতেছে; ইহাদের যদি পূর্ণসম্মেলন হয়, তাহা হইলে জার্ম্মাণির লোকবল ও ধনবল যতই থাকুক না কেন, তাহাকে বিধ্বস্ত হইতেই হইবে।

জার্ম্মাণসেনাকে সংখ্যায় অতিক্রম করা ফরাসীদিগের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। এই জন্য ১৯১৪ অব্দে ফরাসীরা বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার কাল পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু বৃদ্ধি করিলেন, কারণ তাঁহারা ভাবিলেন ইহাতে যোদ্ধাদিগের অধিকতর নৈপুণ্য জন্মিবে, যোগ্যতাদ্বারা সংখ্যার হীনতাজনিত অভাবের পূরণ হইবে। ইহা দেখিয়া জার্ম্মাণেরা তাঁহাদের স্থায়ী সেনায় আরও আড়াই লক্ষ নূতন লোক নিযুক্ত করিলেন এবং নূতন একটী শুল্ক বসাইয়া যুদ্ধের জন্য স্বতন্ত্র ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ফলতঃ ফরাসী ও জার্ম্মাণ উভয় জাতিই যথাসাধ্য সসজ্জ হইতেছিলেন। জার্ম্মাণেরা যে ১৯১৪ অব্দেই যুদ্ধারম্ভের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন ইহা নিশ্চিত বলা যায় না; তবে তাঁহারা সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন, যখন সুযোগ পাইব, তখনই যুদ্ধ ঘোষণা করিব।

সুযোগ শীঘ্রই উপস্থিত হইল। ১৯১৪ অব্দের ২৮শে জুন সারায়েবো নগরে এক যুবক অষ্ট্রিয়ার যুবরাজের প্রাণসংহার করিল। এই লোকটা জাতিতে সার্বিয়ান্ হইলেও অষ্ট্রিয়ারাজ্যেরই প্রজা; কাজেই সার্বিয়ার রাজপুরুষেরা যে ইহাকে উক্ত নৃশংসকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, কেহই ইহা নিঃশংসয়ে বলিতে পারেন না। কিন্তু অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ সার্বিয়াকেই দোষী স্থির করিলেন এবং সমগ্র জার্ম্মাণজাতি তাঁহার এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তিনি ২৩শে জুলাই সার্বিয়া-রাজকে পত্র লিখিলেন ঃ—

"আমি জানিতে পারিয়াছি আপনার কতিপয় কর্ম্মচারী এই উপাংশুহত্যার প্রবর্ত্তক। অতএব ইহাদিগকে সমুচিত দণ্ড দেওয়া আবশ্যক। আপনার রাজ্যে আমার অনেক শত্রু আছে; ইহারা কায়মনোবাক্যে আমার অনিষ্টের চেষ্টা করিতেছে; ইহাদিগের অনুসন্ধানার্থ আমার কয়েকজন কর্ম্মচারী সার্বিয়ায় যাইবেন, এবং যাহাকে অপরাধী বলিয়া স্থির করিবেন, তাহাকে দণ্ড দিতে পারিবেন। আপনি পত্রপ্রাপ্তিমাত্র উত্তর দিবেন; বিলম্ব করিলে কিংবা কোন অংশে অসম্মতি প্রকাশ করিলে আমি আপনার সহিত যুদ্ধ করিব।"

এই পত্র প্রকাশিত হইবামাত্র সকলেই বুঝিল ইহার উদ্দেশ্য অপরাধীর দণ্ডবিধান নহে, সার্বিয়ার বিলোপসাধন। রুশরাজ বিষম সঙ্কটে পড়িলেন; তিনি দেখিলেন সার্বিয়াকে রক্ষা করিতে না পারিলে তাঁহার পক্ষে বড় কলঙ্কের কথা; অন্যের কথা দূরে থাকুক্, জার্ম্মাণেরাও তাঁহাকে কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা করিবেন। অথচ ফরাসী ও জার্ম্মাণেরা যুদ্ধার্থ যেরূপ প্রস্তুত, রুশেরা সেরূপ নহেন। জাপানের

সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের যে ক্ষতি হইয়াছিল, এখনও তাহার পূরণ হয় নাই ; দেশে কামান অতি অল্প, বড় কামান নাই বলিলেই হয়। এরূপ অবস্থায় জার্ম্মাণি ও অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে রুশিয়ার ভয়ানক অনিষ্ট হইবে। কিন্তু এ সমস্ত বুঝিয়াও তিনি আত্মমর্য্যাদা হারাইলেন না ; অবিলম্বে জানাইলেন যে তিনি সার্বিয়ার সর্ব্বনাশ হইতে দিবেন না। তবে, সার্বিয়াকে বলিলেন, "অষ্ট্রিয়া যাহা চাহিতেছেন তোমরা সবই স্বীকার করিতে পার ; কিন্তু প্রাণ থাকিতে অষ্ট্রিয়ার কর্ম্মচারীদিগকে সার্বিয়ায় প্রবেশ করিতে দিবে না। ইহাতেও যদি যুদ্ধ হয়, তাহা হইলে আমি তোমাদের সহায় হইব।"

সার্বিয়ারাজ এই আশ্বাস পাইয়া অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের পত্রের উত্তর দিলেন,- বলিলেন, "অপরাধীদিগকে দণ্ড দিতে হয় ত আমিই দিব ; কিন্তু আপনার কর্ম্মচারীরা যে আমার রাজ্যে আসিয়া বিচারকের ভার গ্রহণ করিবেন ইহা হইতে পারে না।" অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ আবার লিখিলেন, "তাহা না হইলে চলিবে কেন ? আমার কর্ম্মচারীরা গিয়া দোষীর অনুসন্ধান ও দণ্ডবিধান করিবেন ইহাই ত প্রধান কথা।" অনন্তর তিনি আর কালক্ষেপ না করিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

য়ুরোপের সমস্ত জাতিই বুঝিতে পারিলেন, মহারণভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে। জার্ম্মাণেরা কি করিবেন এই প্রশ্নই প্রথম উপস্থিত হইল। কিন্তু জার্ম্মাণেরা নীরব রহিলেন। ইংল্যাণ্ডের পররাষ্ট্রসচিব সার্ এড্ওয়ার্ড্ গ্রে প্রস্তাব করিলেন, "আসুন, আমরা সকলে মিলিয়া এই বিবাদ মিটাইয়া দি" ; কিন্তু জার্ম্মাণেরা ইহাতে সম্মতি দিলেন না। তাঁহাদের সহিত অষ্ট্রিয়ার রাজপুরুষদিগের এ সম্বন্ধে কি কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, অদ্যাপি তাহা জানা যায় নাই ; তবে ইহা নিশ্চয় যে তাঁহারা অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্‌কে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করেন নাই। সার্বিয়ারাজ যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা অত্যন্ত বিনয়সূচক ; উহাতে সন্তুষ্ট থাকিলে অষ্ট্রিয়ার মর্য্যাদাহানি হইত না। জার্ম্মাণেরা যদি অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্‌কে এরূপ বুঝাইতেন, তাহা হইলে তিনি বোধ হয় ক্রোধ সংবরণ করিতেন। কিন্তু জার্ম্মাণেরা তাহা করিলেন না ; তাঁহারা বাহিরে মৌনভাব দেখাইলেন, কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন, নরহন্তাদিগের দমনচ্ছলে অষ্ট্রিয়ার লোকে সার্বিয়া আক্রমণ করুক্ না কেন ? রুশ্‌রাজ যদি সার্বিয়ার সাহায্য করেন তাহা হইলে লোকে বুঝিবে যে তিনি নরহন্তারই পৃষ্ঠপোষক ; পরন্তু আমরা যদি অষ্ট্রিয়ার সাহায্য করি তাহা হইলে যাহারা আমাদের নিতান্ত শত্রু, তাহারা ভিন্ন অন্য সকলেই মনে করিবে আমরা ন্যায়ের মর্য্যাদারক্ষার্থ অস্ত্রধারণ করিয়াছি।

কিন্তু জার্ম্মাণেরা যেরূপ আশা করিয়াছিলেন, অন্য সকলে সেরূপ বুঝে নাই। তাহারা দেখিল অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ একটা ছলমাত্র পাইয়া সার্বিয়া রাজ্যটী

গ্রাস করিতে বসিয়াছেন এবং জার্ম্মাণেরা তাঁহার এই অনার্য্যসঙ্কল্পসিদ্ধির সহায় হইয়াছেন। তিনি সার্বিয়ারাজকে প্রথমে যে পত্র লেখেন, সম্ভবতঃ তাহা অগ্রে জার্ম্মাণ সম্রাট্‌কে দেখাইয়াছিলেন। জার্ম্মাণেরা কিন্তু একথা স্বীকার করেন না। সে যাহা হউক, ইহা স্পষ্টই বুঝা গেল যে জার্ম্মাণজাতি বল্‌কান উপদ্বীপে এবং "আসন্ন প্রতীচ্যখণ্ডে" আধিপত্য স্থাপনার্থ বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

জার্ম্মাণি ও রুশিয়ার মধ্যে কে প্রথমে সেনা-পরিচালন করিয়াছিলেন ইহা নিশ্চিত বলা যায় না। এ সম্বন্ধে প্রত্যেকেই অপরকে দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। কিন্তু ইহা জানা গিয়াছে যে, জার্ম্মাণেরা যুদ্ধারম্ভের অনেক-দিন পূর্ব্ব হইতেই দূরদেশ হইতে আপনাদের সঞ্চিত সৈন্যদিগকে স্বদেশে ফিরিতে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেনা-পরিচালন সম্বন্ধে যাহাই হউক, অস্ত্রপ্রয়োগে তাঁহারাই অগ্রণীরূপে অবতীর্ণ হইলেন, কারণ যে মুহূর্ত্তে অষ্ট্রিয়ার সেনা সার্বিয়া আক্রমণ করিল, প্রায় সেই মুহূর্ত্তেই জার্ম্মাণির সেনাও বেল্‌জিয়ামে প্রবেশ করিল।

ফরাসীদিগকে যে এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে ইহা পূর্ব্ব হইতেই স্থির ছিল, কারণ সন্ধির নিয়মানুসারে ফ্রান্স্ রুশিয়ার সাহায্য করিতে বাধ্য। কিন্তু ইংল্যাণ্ড কোন পক্ষে যোগ দিবেন কি না তাহা নিশ্চিত ছিল না। সার্বিয়ার সম্বন্ধে ইংরাজ-দিগের কোন ইষ্টানিষ্ট ছিল না; জার্ম্মাণেরা ফরাসীদিগকে আক্রমণ না করিলে তাঁহাদিগকে ফরাসীদিগেরও কোন সহায়তা করিতে হইত না। জার্ম্মাণেরাও প্রথমে ফ্রান্স্ আক্রমণ করেন নাই; বরং ফরাসীরাই রুশিয়ার সাহায্যার্থে জার্ম্মাণি আক্রমণ করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় ইংল্যাণ্ড্ উদাসীন থাকিলে কেহ তাহার দোষ দিতে পারিত না। তাহা বুদ্ধির কার্য্য হইত কি না বলা যায় না; হয়ত ফ্রান্সের পক্ষে অবিচারের কার্য্য হইত; কিন্তু ইংরাজেরা যে অঙ্গীকার-ভঙ্গ করিলেন এ কথা কেহ বলিতে পারিত না। ইংল্যাণ্ডের তদানীন্তন উদারনীতিক মন্ত্রীরাও যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিলেন না। এদিকে জার্ম্মাণেরা বলিয়া পাঠাইলেন, ইংল্যাণ্ড নির্লিপ্ত থাকিলে তাঁহারা ফরাসীদিগের পোতবাহিনী আক্রমণ করিবেন না, য়ুরোপখণ্ডস্থ কোন ফরাসীরাজ্যও অধিকার করিবেন না। কিন্তু তাঁহারা বেল্‌জিয়ামের ঔদাসীন্যরক্ষা সম্বন্ধে কোন অভয় দিতে চাহিলেন না। অথচ ইহাই হইল ইংল্যাণ্ড ও জার্ম্মাণির মধ্যে প্রধান তর্কের বিষয়।

বেল্‌জিয়ামের ঔদাসীন্য বলিলে কি বুঝায় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ১৮৩৯ অব্দ হইতে য়ুরোপের সমস্ত প্রধান জাতিই স্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন যে, বেল্‌জিয়াম্ কখনও ভিন্নদেশীয় লোকের যুদ্ধক্ষেত্র-রূপে ব্যবহৃত হইবে না; সেখানে গিয়া যুদ্ধ করা দূরে থাকুক্, কেহ ঐ দেশ আক্রমণ করিলেও অপর সকলে সমবেত

হইয়া উহার রক্ষা করিবেন। জার্ম্মাণেরাও ঐ অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন এবং অধুনাতনকালেও বেল্‌জিয়াম্‌কে এই আশ্বাসই দিয়াছিলেন। কিন্তু এখন তাঁহারা ইহা ফুৎকারে উড়াইয়া দিলেন, বলিলেন যে ফ্রান্স্‌ আক্রমণ করিবার জন্য তাঁহারা বেল্‌জিয়মের ভিতর দিয়া সেনা প্রেরণ করিবেন, বেল্‌জিয়ামের রেলওয়েগুলিকে জার্ম্মাণির সেনা ও যুদ্ধোপকরণ বহন করিতে হইবে এবং বেল্‌জিয়ামের রাজপুরুষদিগকে খাদ্যাদি-সংগ্রহ-সম্বন্ধে প্রয়োজনমত জার্ম্মাণির সহায়তা করিতে হইবে।

এই অসম্ভাবিত প্রস্তাবে বেল্‌জিয়াম্‌বাসীরা বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। ফরাসীদিগের সহিত তাঁহাদের রক্তের সম্বন্ধ, অথচ হয় তাঁহারা সেই ফরাসীজাতির উচ্ছেদসাধনের সহায় হইবেন, নয় তাঁহাদের আপনাদের সর্ব্বনাশ হইবে!—যে জার্ম্মাণির নামে য়ুরোপ কম্পমান, তাহার বিপুল শক্তি প্রথমে বেল্‌জিয়ামের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হইবে—হয়ত কালে আল্‌সাসের ন্যায় বেল্‌জিয়াম্‌ও জার্ম্মাণির একটী পরাজিত প্রদেশ বলিয়া গণ্য হইবে। জার্ম্মাণেরা তাঁহাদিগকে ভাবিবার সময় দিলেন না, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উত্তর চাহিলেন। তখন পর্য্যন্ত ফ্রান্স্‌ নিজেরই উদ্যোগপর্ব্ব সমাপ্ত করিতে পারেন নাই; ইংল্যাণ্ড্‌ ত অপেক্ষাকৃত দূরেই অবস্থিত; এরূপ অবস্থায় কেহ যে যথাসময়ে বেল্‌জিয়ামের সাহায্য করিতে পারিবেন এরূপ সম্ভাবনাও ছিল না।

কিন্তু বেল্‌জিয়াম্‌বাসীরা মনুষ্যত্ব হারাইলেন না; তাঁহারা মুহূর্ত্ত-মধ্যেই কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন, অস্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক জার্ম্মাণির গতি-রোধার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে বেল্‌জিয়ামের এই অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগের কথা চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

বেল্‌জিয়ামের ভাগ্যে কি ঘটিল তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। জার্ম্মাণির অন্যায়াচরণে ইংল্যাণ্ডের গন্তব্যপথ নির্ণীত হইল। ইংরাজ-রাজপুরুষেরা দেখিলেন তাঁহারা ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ বেল্‌জিয়ামের সাহায্য করিতে বাধ্য; সমস্ত ইংরাজজাতি তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তের অনুমোদন করিলেন—স্থির হইল বেল্‌জিয়াম্‌কে আপাততঃ রক্ষা করিতে না পারিলেও যে ভাবেই হউক তাহার উদ্ধারসাধন করিতে হইবে এবং তাহার উপর যে অত্যাচার হইল তাহার প্রতিশোধ লইতে হইবে।

য়ুরোপের এই দুঃসময়ে জার্ম্মাণেরা যে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং যে সকল ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, সম্ভবতঃ এখন তাঁহারা সেজন্য অনুতপ্ত। তাঁহারা ইটালিকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই যুদ্ধারম্ভ করিয়াছিলেন, কাজেই ইটালির অসন্তোষভাজন হইয়াছিলেন। ইংরাজেরা যে উদাসীন থাকিবেন ইহা মনে করাও বুদ্ধিমানের কাজ হয় নাই। তাঁহাদের বুঝা উচিত ছিল যে, বেল্‌জিয়াম্‌ আক্রমণ করিলে

প্রকারান্তরে ইংল্যাণ্ডকেই যুদ্ধে আহ্বান করা হইবে। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে যুদ্ধারম্ভ হইলে ব্রিটিশসাম্রাজ্যের নানা অংশে বিদ্রোহ দেখা দিবে, কারণ মুষ্টিমেয় কতিপয় অসন্তুষ্ট ইংরাজপ্রজা এতদিন তাঁহাদিগকে এইরূপ আশ্বাস দিয়াছিল। অপিচ তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে বেল্‌জিয়মের ন্যায় একটী নগণ্যদেশের অধিবাসীরা তাঁহাদের বিপুলবাহিনীর পরিপন্থী হইতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইবে।

জার্ম্মাণেরা যে এরূপ ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়াছিলেন ইহা বড়ই বিস্ময়ের কথা, কারণ অন্যান্য বিষয়ে তাঁহারা অতি দূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়াছিলেন। যুদ্ধের জন্য যাহা আবশ্যক তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই তাহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ করিয়াছিলেন; বিপক্ষের শক্তিসামর্থ্য সম্বন্ধে যাহা জানিতে হয় তাঁহারা তন্ন তন্ন করিয়া তাহার সন্ধান লইয়াছিলেন; কোন্ দেশে কত যোদ্ধা, তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র কিরূপ এ সমস্ত তাঁহাদের নখদর্পণে ছিল। কিন্তু মানবচরিত্র ও মানবহৃদয় সম্বন্ধে তাঁহারা অতি অপসিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

(ক) বর্ত্তমানকালের যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধকৌশল।

যুদ্ধকৌশল প্রধানতঃ দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, শত্রুর সহিত সঙ্ঘর্ষ হইবার পূর্ব্বে সেনাপতিকে এমন সুদক্ষভাবে সেনা পরিচালন করিতে হইবে যে তিনি যেন অপেক্ষাকৃত সুবিধাকর স্থানটীতে অবস্থিতি করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, শত্রুর সহিত যখন প্রকৃত সঙ্ঘর্ষ ঘটিবে, তখন এমন ভাবে ব্যূহগঠন, আক্রমণ ও আত্মরক্ষা করিতে হইবে যে, স্বপক্ষের যেন যতদূর সম্ভব অল্প এবং বিপক্ষের যেন যতদূর সম্ভব অধিক ক্ষতি হয়।

প্রথম কৌশলটী চিরদিনই প্রায় একরূপ রহিয়াছে। সেনাপতিরা ক্ষিপ্রতার সহিত এবং শত্রুপক্ষের অগোচরে সেনা-পরিচালন করেন এবং যেখানে শত্রুর বল অল্প আছে বুঝিতে পারেন সেখানে আত্মবল বৃদ্ধি করিতে যত্নশীল হন।

পূর্ব্বে সৈন্যগণ পদব্রজে যাতায়াত করিত; এখন রেলওয়ের সাহায্যে যাতায়াত করিতেছে। য়ুরোপের অনেকগুলি রেলওয়ে কেবল সেনা-পরিচালনার্থই নির্ম্মিত। জার্ম্মাণেরা যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বেই বেল্‌জিয়মের সীমান্ত পর্য্যন্ত অনেক রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া এত শীঘ্র ঐ রাজ্য আক্রমণ করিতে পারিয়াছিলেন। কখনও না কখনও কাজে লাগিবে বলিয়া তাঁহারা পুরাতন এঞ্জিনগুলি পর্য্যন্ত সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন।

অধুনা ক্ষিপ্রগতির আর একটী সহায় হইয়াছে মোটর গাড়ী। রেল্‌গাড়ী

চালাইবার জন্য পৃথক্ রেলপথ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক, কিন্তু তাহা সময়সাপেক্ষ; পক্ষান্তরে মোটর গাড়ী সাধারণ রাজপথ দিয়াই যাতায়াত করিতে পারে। বর্ত্তমান যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই বহুসৈন্য ও তাহাদের খাদ্যাদি উপকরণ মোটর গাড়ীতে প্রেরিত হইতেছে।

যুদ্ধাস্ত্রের পরিবর্ত্তনবশতঃ যুদ্ধসংক্রান্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর কৌশলেরও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া দাও, কারণ তখন ত লোকে ইট্ পাট্কেল ছুড়িয়া যুদ্ধ করিত বা ধনুর্ব্বাণ ব্যবহার করিত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও যোদ্ধাদিগের হাতে যে বন্দুক থাকিত, তাহাতে সীসের গুলি ও বারুদ পূরিতে হইত এবং তাহার পাল্লা ছিল বড় জোর দেড় শ হাত। কাজেই দুই দলে খুব কাছাকাছি না হইলে কেহই কাহারও বেশি ক্ষতি করিতে পারিত না। খুব কাছাকাছি হইলে যোদ্ধারা বন্দুকের পরিবর্ত্তে সঙ্গীন চালাইত।

এখন আক্রান্তপক্ষ সুদৃঢ় স্থানে অবস্থান করিলে আক্রমণকারীদিগের বড়ই বিপত্তির কথা। কিন্তু বন্দুকের পাল্লা এত অল্প ছিল বলিয়া আক্রমণকারীদিগকে তখন এরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হইত না। তখনকার কামানগুলিও বর্ত্তমান সময়ের কামানের তুলনায় অতি নিকৃষ্ট ছিল। তখন এক একটা নিরেট লৌহপিণ্ড গোলারূপে ব্যবহৃত হইত এবং কামানের মুখ দিয়া উহা পূরিতে হইত। কামানের পাল্লাও তখন অনেক অল্প ছিল। ফলতঃ তখন কামানের নাম যত ভয়াবহ ছিল, কাজ তত ভয়াবহ ছিল না।

কিন্তু এখন আগ্নেয়াস্ত্রের কি বিস্ময়কর পরিবর্ত্তনই ঘটিয়াছে! পুরাতন বন্দুকের পরিবর্ত্তে প্রথমে রাইফল বন্দুক দেখা দিল; উহার চুঙ্গির ভিতর পেঁচ কাটা; গুলি ছুড়িলে তাহা ঘুরিতে ঘুরিতে বাহির হইয়া যায়, কাজেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা কম হয়। ক্রমে রাইফলেরও উন্নতি হইল, টোটা মুখের দিক্ হইতে না দিয়া পশ্চাদ্দিক্ হইতে পূরিবার কৌশল বাহির হইল*, এবং তাহার পর টোটা রাখিবার জন্য উহার সহিত একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ এমন ভাবে সংযোজিত হইল যে কল টিপিবামাত্র একটা গুলি যেমন বাহির হইয়া যায়, অমনি প্রকোষ্ঠ হইতে আর একটী টোটা আসিয়া চুঙ্গির মধ্যে প্রবেশ করে।† আবিষ্ক্রিয়াশীল শিল্পীরা ইহাতেও নিরস্ত হইলেন না; তাঁহারা পরিশেষে যান্ত্রিক বন্দুক‡ প্রস্তুত করিলেন। যেমন নলের মুখ দিয়া জলধারা বাহির হয়, যান্ত্রিক বন্দুকের মুখ দিয়াও সেইরূপ নিরন্তর গুটিকাস্রোত নিঃসারণ করা যায়।

* এই বন্দুকের নাম Breech-loader. † এই বন্দুকের নাম Magazine rifle.

‡ Machine-gun.

সেকালে অঙ্গারচূর্ণ ও যবক্ষারের সংযোগে বারুদ প্রস্তুত হইত; একালে তাহার পরিবর্ত্তে নবাবিষ্কৃত নানারূপ প্রস্ফোটন* ব্যবহৃত হইতেছে। অধিকাংশ প্রস্ফোটনের প্রধান উপাদান বিশুদ্ধ বসা ও যবক্ষারাম্ল। † প্রস্ফোটন মাত্রেই দহনকালে ধূমহীন এবং বারুদ অপেক্ষা শতগুণে শক্তিমান্।

আগ্নেয়াস্ত্রের এবংবিধ উন্নতিবশতঃ এখন লোকে বিপক্ষের দৃষ্টিগোচর না হইয়াও অজস্র অগ্নিবর্ষণ করিতে পারে। কোন পক্ষেই শত্রুর মুখ পর্য্যন্ত দেখে নাই, অথচ ভীষণ যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, বর্ত্তমান কালে এরূপ ঘটনা বিরল নহে।

ইহাতে আক্রান্তপক্ষেরই অধিক সুবিধা হইয়াছে। যাহারা আক্রমণ করে তাহাদিগকে বহুক্ষণ শত্রুপক্ষের অগ্নিবৃষ্টি ভোগ করিতে হয়। তাহারা অগ্রসর হইবার সময় দৃষ্টিগোচর না হইয়া পারে না; পক্ষান্তরে আক্রান্তপক্ষ লুক্কায়িত থাকিয়াই তাহাদের সংহার করিতে পারে। এই নিমিত্ত এখন আক্রমণার্থ রাত্রিকালই প্রশস্ত। কিন্তু দিবাযুদ্ধও যে না হয় তাহা নহে। বর্ত্তমান সময়েই দেখা গিয়াছে বিপক্ষকে অবসন্ন করিবার মানসে সেনাপতিরা বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়াও দিবাভাগেই আক্রমণ করিয়াছেন।

এখন সেনারক্ষার প্রধান সাধন কুল্যা।‡ বন্দুকের সন্ধান এখন এমন অব্যর্থ এবং সংহারিণীশক্তি এত অধিক যে, শত্রুর লক্ষ্যীভূত হইলে মৃত্যু অপরিহার্য্য। কাজেই যুদ্ধক্ষেত্রে লোকে যখন আক্রমণবিরত থাকে, তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুল্যা খনন করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করে। কোন পক্ষ ক্ষীণবল হইয়াও যদি কোন স্থান কিয়ৎকালের জন্য স্বাধিকারে রাখিতে চায় তাহা হইলেও কুল্যার আশ্রয় লয়। তাহারা কুল্যার পুরোভাগে লৌহকণ্টকযুক্ত তারের বৃতি নির্ম্মাণ করে এবং উপরিভাগ ঢাকা দেয়। এরূপ স্থান অধিকার করিবার জন্য পদাতিপ্রেরণ আবশ্যক হইলে পূর্ব্ব হইতে কামান দাগিয়া পথ পরিষ্কার করিতে হয়। কুল্যার এতাদৃশী উপযোগিতা আছে বলিয়া এখন প্রত্যেক যোদ্ধার সঙ্গে একখানা ছোট কোদালি থাকে।

পূর্ব্বে বন্দুকের উন্নতির কথা বলা গিয়াছে। কামানেরও এখন যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। এখন কামানের পশ্চাদ্ভাগ হইতে গোলা পূরা যায়; এখন কামানের পাল্লা অন্ততঃ তিন মাইল এবং সন্ধান অব্যর্থ। কামানের গোলা পূর্ব্বে ছিল নিরেট, এখন হইয়াছে ফাঁপা।§ ফাঁপা গোলার ভিতর প্রস্ফোটন থাকে; উহা কোন পদার্থের উপর পড়িবামাত্র মহাশব্দে বিদীর্ণ হয় এবং নিকটে যাহা পায় চূর্ণ-বিচূর্ণ করে। এক প্রকার গোলা আবার এমন সুকৌশলে নির্ম্মিত যে দাগিবার পর

* Explosive. † Glycerine and nitric acid.

‡ Trench. § প্রস্ফোটনপূর্ণ ফাঁপা গোলার ইংরাজি নাম Shell.

শূন্যেই থাকুক্ বা ভূতলেই পড়ুক্, নির্দ্দিষ্ট কয়েক বিপলের মধ্যে ফাটিবেই ফাটিবে।* ইহাদের অভ্যন্তরভাগ ছোট ছোট গুটিকায় পূর্ণ; বড় গোলাটী ফাটিয়া গেলে গুটিকাগুলি মহাবেগে চতুর্দ্দিকে প্রক্ষিপ্ত হয় এবং তাহাদের আঘাতে অনেক লোক মারা যায়। কুল্যা বিধ্বস্ত করিবার জন্য এইরূপ কামানই বেশী কাজে লাগে।

দুর্গ বিধ্বস্ত করিবার নিমিত্ত আবার অন্যরূপ গোলা আবশ্যক। আক্রান্ত দেশের অধিবাসী সংখ্যায় দুর্ব্বল হইলে দুর্গের মধ্যে আশ্রয় লয়; কাজেই আক্রমণ-কারীদিগকে দুর্গগুলি অধিকার করিতে হয়, নচেৎ তাহারা যেমন অগ্রসর হইবে, অমনি দুর্গস্থ শত্রুগণ তাহাদিগকে পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে আক্রমণ করিবে, রসদ-সংগ্রহেও বাধা দিবে। ১৮৭০ অব্দে ফরাসীরা যখন জার্ম্মাণদিগের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হন, তখনই তাঁহারা নিজেদের দুর্ব্বলতা বুঝিয়া সীমান্ত প্রদেশে সুদৃঢ় দুর্গরাজি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বেল্‌জিয়ামেও অনেক দুর্গ ছিল। এই নিমিত্ত অনেকে মনে করিয়া-ছিলেন, বেল্‌জিয়ামের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইবার সময়ে জার্ম্মাণদিগকে তত্রত্য দুর্গগুলিও হস্তগত করিতে হইবে, কাজেই ফ্রান্স্ আক্রমণ করিতে কালক্ষেপ ঘটিবে।
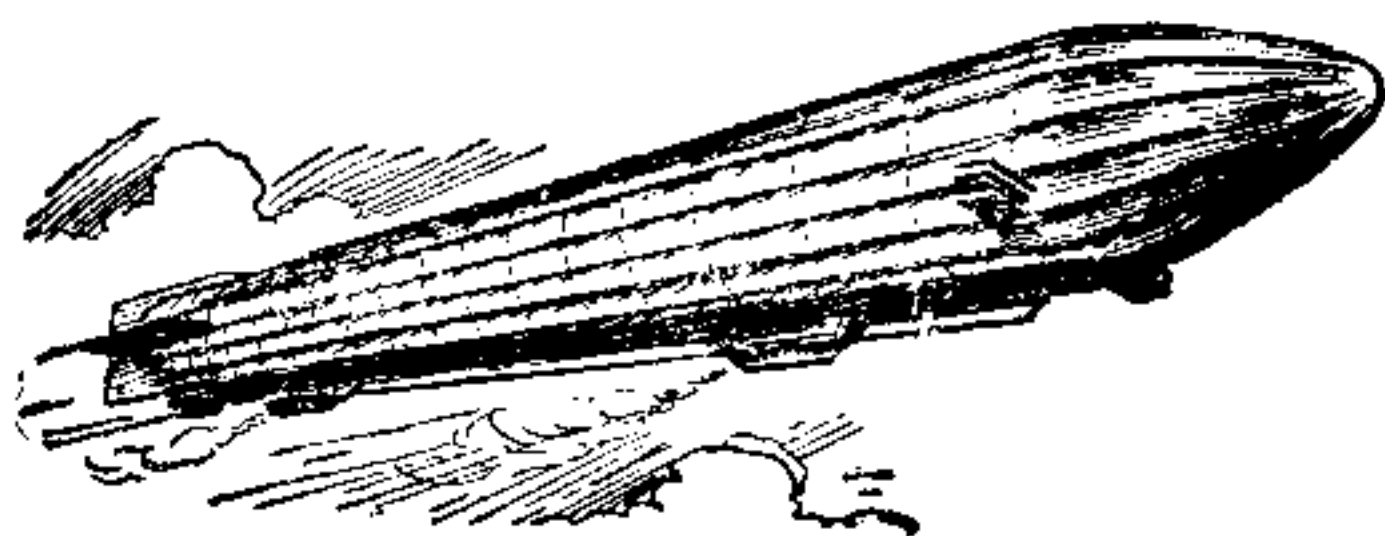
ট্সেপ্‌লিন্।

কিন্তু জার্ম্মাণেরা পূর্ব্ব হইতেই ইহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা হাউইট্‌জার নামক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কামান দ্বারা বেল্‌জিয়ামের দুর্গ ধ্বংস করিলেন। এই সকল কামান হইতে বড় বড় গোলা বহু উর্দ্ধে নিক্ষেপ করা যায়। গোলা যখন দুর্গোপরি পতিত হইয়া মহাবেগে ফাটিয়া যায়, তখন ইটই বল, পাথরই বল, যাহা কিছু নিকটে পায়, সমস্ত চূরমার করিয়া ফেলে। জার্ম্মাণদিগের নিকট বেল্‌জিয়ামের মানচিত্র ছিল। তাঁহারা উহার সাহায্যে লক্ষ্য স্থির করিয়া প্রায় দশ মাইল দূর হইতে হাউইট্‌জার দাগিয়াছিলেন। এরূপ কামানের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে, ফ্রান্সের ও বেলজিয়ামের তখন এত সাধ্য ছিল না। কিন্তু তখন দুর্গে অধিক সেনা ছিল না বলিয়া এই দুই রাজ্যের তত লোকক্ষয় হয় নাই।

সকল দেশেই স্থলসেনা কতকগুলি অঙ্গে বিভক্ত। প্রাচীন ভারতবর্ষে সেনার

* এইরূপ গোলার ইংরাজী নাম Shrapnel Shell.

ছিল চারিটী অঙ্গ। ইদানীন্তন কালে য়ুরোপীয় সেনার ছিল তিনটী অঙ্গ—অশ্ব, পদাতি ও গোলন্দাজ। অধুনা বিমান ইহার চতুর্থ অঙ্গ হইয়াছে। বিমান প্রধানতঃ দুই প্রকার—তলোপস্থাপিত বিমান* এবং ট্সেপ্লিন বা বৃহদ্‌বিমান†। ট্সেপ্লিন কেবল জার্ম্মাণিতেই ব্যবহৃত হয়। তত্রত্য একজন সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী সর্ব্বপ্রথম এই যন্ত্র প্রস্তুত করেন এবং তাঁহারই নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে। ইহার নির্ম্মাণকৌশল এই :—একটা প্রকাণ্ড ধাতু নির্ম্মিত কোষের মধ্যে কতকগুলি বেলুন থাকে এবং উহার অধোদেশে একখানি বা দুইখানি শকট প্রলম্বিত হয়। বেলুনগুলি বিমানখানিকে আকাশে তুলে এবং যন্ত্রচালিত ব্যজনের সাহায্যে বিমানখানি নানাদিকে যাইতে পারে। ট্সেপ্লিনের গতি প্রতিদিন প্রায় হাজার মাইল। ইহার ভারবহন-ক্ষমতাও যথেষ্ট। জার্ম্মাণিরা এই সকল বিশাল বিমান হইতে প্রস্ফোটন বর্ষণ পূর্ব্বক লণ্ডন ও পারিশ ধ্বংস করিবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ট্সেপ্লিনের বিশাল আয়তনই অনেক সময়ে ইহার বিনাশের কারণ। তলোপস্থাপিত বিমান ইহার প্রধান শত্রু। ফলতঃ আকাশমার্গে ট্সেপ্লিন অপেক্ষা তলোপস্থাপিত বিমানগুলিই অধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছে।
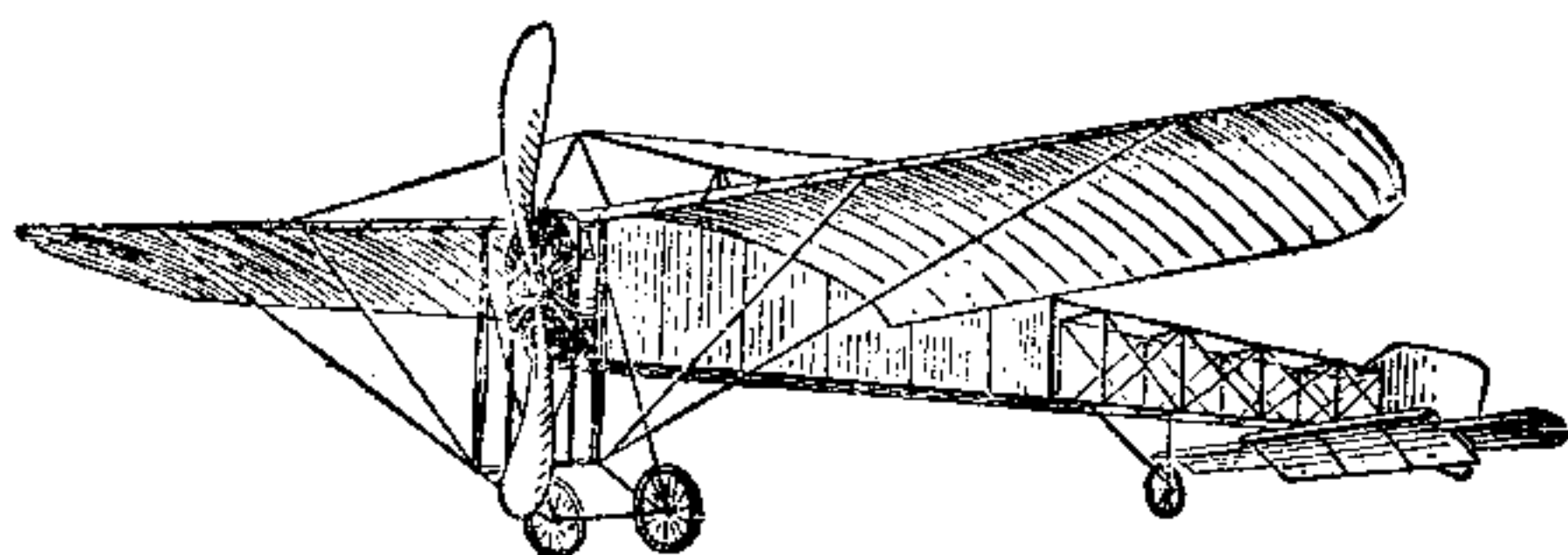
তলোপস্থাপিত বিমান।

বিমানবিহারী যোদ্ধারা উভয়পক্ষেই অসামান্য সাহস ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। তবে ইংরাজেরা এপর্য্যন্ত বিমানবাহিনীর কোন অপপ্রয়োগ করেন নাই। তাঁহারা জার্ম্মাণদিগের কোন গ্রাম নষ্ট করেন নাই, নিরীহ নাগরিকদিগেরও প্রাণসংহার করেন নাই। তাঁহারা শত্রুপক্ষের দুর্গরক্ষিত স্থানের উপর প্রস্ফোটন বর্ষণ করিয়াছেন বটে; কিন্তু ইহা বৈধ; দুর্গস্থলোকে গুলি ছুড়িয়া বিমানবিহারী-দিগকে নষ্ট করিতে পারে। পক্ষান্তরে গ্রামবাসীদিগের পক্ষে এরূপ আততায়ীকে নিরস্ত করিবার কোন উপায় নাই। অথচ জার্ম্মাণেরা ট্সেপ্লিনের সাহায্যে ইংল্যাণ্ডের অনেক গ্রাম নষ্ট করিয়া কলঙ্ক অর্জ্জন করিয়াছেন। ইংরাজ

বিমানবিহারীরা এমনই নিপুণ যে, তাঁহারা শত শত মাইল দূরস্থ জার্ম্মাণ দুর্গ নষ্ট করিয়া প্রায় প্রতিবারই নিরাপদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

আকাশে যখন বিমানে বিমানে যুদ্ধ ঘটে, তখন পুরাণবর্ণিত যুদ্ধকাহিনী মনে পড়ে। ব্যক্তিগত বিক্রম দেখাইবার এমন সুবিধা আর কোথাও নাই।

বর্ত্তমান কালে নৌযুদ্ধেও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইহার তুলনায় নেল্‌সন প্রভৃতি নৌসেনাপতিদিগের কাজ যেন অতি সহজ ছিল বলিয়া মনে হয়। তখন তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল বিপক্ষের বাহিনী কোথায় আছে তাহা জানা, এবং বিপক্ষবাহিনীর প্রতিঘাত স্থানে আপনাদের বাহিনীর সংস্থান করা। সেনাপতির কার্য্য ইহাতেই পরিসমাপ্ত হইত। অতঃপর নাবিকেরা বিপক্ষবাহিনীর নিকটে গিয়া গোলা পূরিতে ও কামান দাগিতে প্রবৃত্ত হইত। যতক্ষণ না একপক্ষ বিধ্বস্ত হইত, ততক্ষণ এই কাণ্ড চলিত।

এখন যন্ত্রের যুগ: এখন রণপোতাধ্যক্ষকে প্রায় প্রতিপদে যন্ত্রের সাহায্যে চলিতে হয়। তাঁহার ঊর্দ্ধদেশে, অধোদেশে, চারিদিকে, সর্ব্বত্রই বিপদ্। সেকালের রণপোত ছিল কাষ্ঠনির্ম্মিত; এখনকার রণপোত লৌহনির্ম্মিত এবং আয়তনে বহুগুণ বৃহত্তর,—যেন একটা বিশাল প্লবমান দুর্গ। রণপোতের কামানগুলিও প্রকাণ্ড —এক একটার মুখের ব্যাস তের হইতে ষোল ইঞ্চি এবং পাল্লা প্রায় দশ মাইল। ইহাদের সাহায্যে যে সকল প্রস্ফোটনপূর্ণ গোলা নিক্ষিপ্ত হয় তাহাদের এক একটার ওজন পাঁচ ছয় মোণ। সমস্ত কামানই এখন যন্ত্রদ্বারা চালিত এবং এই সকল যন্ত্রের কোন কোন অংশ ঘটিকাযন্ত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম, অথচ এমন দৃঢ় যে সহজে নষ্ট হয় না।

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ রণপোতগুলির নাম 'ড্রেডনট' অর্থাৎ অকুতোভয়। ড্রেড্‌-নটের সমস্ত কামানই বড়; একটাও ছোট কামান নাই। ড্রেড্‌নট অপেক্ষা একটু ছোট রণপোতগুলি যুদ্ধ ক্রুজার নামে অভিহিত। ইহারা অতি দ্রুতগামী—ঘণ্টায় প্রায় ত্রিশ মাইল বেগে ছুটিতে পারে।

নৌসেনাবৃত্তিতে নৈপুণ্যলাভ করিতে হইলে দীর্ঘকালব্যাপী শিক্ষালাভ করিতে হয়। পূর্ব্বে নাবিকমাত্রেই নৌসেনায় প্রবেশ করিতে পারিত; কিন্তু এখন তাহা অসম্ভব। এখন লোকে বাল্যাবস্থাতেই নৌসেনায় গৃহীত হয়, কারণ বহুদিন শিক্ষা না পাইলে তাহারা কার্য্যকুশল হইতে পারে না। রণপোত জলমগ্ন হইলে যদি তাহার সঙ্গে তত্রত্য সৈন্যও বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে রাজ্যের বিষম ক্ষতি, কারণ সহজে ইহাদের স্থান পূরণ করা যায় না।

তারহীন তাড়িতবার্ত্তাবহের* প্রচলনেও নৌযুদ্ধে এখন নব নব পন্থা অবলম্বিত

* Wireless telegraphy.

হইতেছে। নৌসেনাপতিরা ইহার সাহায্যে মুহূর্ত্তমধ্যে শত্রুর সন্ধান পাইতেছেন, স্বপক্ষের অনতিদূরস্থ পোতসমূহ একস্থানে আনয়ন করিয়া বিপক্ষকে আক্রমণ করিতে পারিতেছেন এবং যখন যাহা ঘটিতেছে, তখনই তাহা রাজা ও রাজমন্ত্রী-দিগের গোচর করিতেছেন। জার্ম্মাণপক্ষে তারহীন তাড়িতবার্ত্তাবহের সহিত আবার ট্সেপ্লিন যোগ দিয়াছে; ইহারা অতি উর্দ্ধে উঠিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত শত্রুপক্ষের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে।

বিপক্ষের কামান ব্যতীত রণপোতগুলির আরও কোন কোন শত্রু আছে। কয়েক বৎসর হইল টর্পেডো নামক এক প্রকার যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে; ইহার আকার চুরুটের আকারের ন্যায়। টর্পেডোর ভিতরে প্রচুর পরিমাণে প্রস্ফোটন রাখা হয়। ইহার একপ্রান্তে একটা স্ক্রু থাকে; উহার আবর্ত্তনে যন্ত্রটী জলের ভিতর দিয়া ধাবিত হয়। টর্পেডোবাহী পোতের পার্শ্বে যে বড় চোঙ্গ থাকে তাহা হইতে টর্পেডো দাগা হয়। ইহার আঘাতে ড্রেড্নটেরও নিস্তার নাই; বিস্ফোটনের বেগে ড্রেড্নটের তলদেশ বিদীর্ণ হয় এবং এরূপ প্রকাণ্ড পোতও দশ-বিশ মিনিটের মধ্যে ডুবিয়া যায়। এইজন্য রণপোতগুলি টর্পেডোবাহী পোতকে বড় ভয় করে। আয়তনে ক্ষুদ্র এবং অতিদ্রুতগামী বলিয়া তাহাদিগকে গুলি করিয়া নষ্ট করা কঠিন।

টর্পেডোবাহী পোত বিদূরিত করিবার জন্য ডেষ্ট্রয়ার (বিনাশক) নামক এক প্রকার পোত ব্যবহৃত হয়। ইহারা টর্পেডোবাহী পোত অপেক্ষা কিছু বড় এবং ঘণ্টায় প্রায় ৪০ মাইল চলে। প্রত্যেক ডেষ্ট্রয়ারে একটা বা দুইটা বড় কামান থাকে। যখন রণপোতবাহিনী অগ্রসর হইতে থাকে, তখন ডেষ্ট্রয়ারগুলি তাহাদের অগ্রে অগ্রে ছুটিয়া গন্তব্য পথটী নিরাপদ্ রাখে।

কিন্তু ডেষ্ট্রয়ারদ্বারা বিমানের বা সাগরগর্ভচর পোতের+ উপদ্রব নিবারণ করা যায় না। সাগরগর্ভচর পোত কয়েক বৎসরমাত্র দেখা দিয়াছে। এরূপ পোত যে নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে, তাহা পূর্ব্বেও অনেকে অনুমান করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহা কোন কাজে লাগিতে পারে কি না তাহা সন্দেহের বিষয় ছিল। ইহা একপ্রকার নাতিবৃহৎ নৌকা এবং এরূপে গঠিত যে, জলের মধ্যে প্রবেশ করিলেও ইহার ভিতরে জল যাইতে পারে না। জলমধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য নাবিকেরা ইচ্ছা করিলেই ইহার কিয়দংশ জলে পূর্ণ করিয়া লয় এবং শেষে যন্ত্রের সাহায্যে ডুবিয়া যায়। সাগরগর্ভেও ইহা যন্ত্রের সাহায্যে চলে। যন্ত্র চালাইবার জন্য এক-প্রকার কেরোশিন তৈল ব্যবহৃত হয়।

+ Submarine.

সাগরগর্ভচর পোতের উদ্দেশ্য অদৃশ্যভাবে বিপক্ষপোতের নিকট গিয়া টর্পেডো প্রয়োগে উহার বিনাশ করা। তবে ইহার প্রধান অসুবিধা এই যে, উপরে কোথায় কি আছে পোতারোহীরা তাহা দেখিতে পায় না। এই অসুবিধার নিবারণার্থ পরিবীক্ষণ নামে একপ্রকার যন্ত্র আছে।‡ পরিবীক্ষণে যে বহুপৃষ্ঠ কাচফলক থাকে, তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইয়া উপরিস্থ সমস্ত বস্তু পোতারোহীদিগের নয়নগোচর হয়। তথাচ এই সকল পোতকে মধ্যে মধ্যে উপরে দেখা দিতে হয়; পরিবীক্ষণটীত বার বার সাগরপৃষ্ঠের উপর না তুলিলেই চলেনা। রণতরীর অধ্যক্ষেরা যদি পরিবীক্ষণটী দেখিতে পান তাহা হইলে বুঝিতে পারেন উহার নিম্নভাগে সাগরগর্ভচর পোত রহিয়াছে।

রণপোতের আর একটী শত্রু প্রস্ফোটনপূর্ণ পাত্র।§ এগুলি লৌহনির্ম্মিত। লোকে কখনও এই পাত্রগুলি সমুদ্রে ভাসাইয়া দেয়, কখনও বা সাগরের অংশ-বিশেষে নঙ্গর দ্বারা স্থির করিয়া রাখে। কোন জাহাজের সহিত সঙ্ঘর্ষ হইলেই প্রস্ফোটনে অগ্নির উদ্ভব হয় এবং পাত্রগুলি বিদীর্ণ হইয়া যায়। একটীমাত্র পাত্র বিদীর্ণ হইলেই তাহার আঘাতে অতি বৃহৎ রণতরীও বিনষ্ট হইতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোত প্রেরণ করিয়া এই সকল পাত্র সযত্নে তুলিয়া ফেলা আবশ্যক; অন্য কোন উপায়ে ইহাদের উপদ্রব নিবারণ অসম্ভব।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে বুঝা যাইবে বর্ত্তমানকালে রণপোতাধ্যক্ষ-দিগকে কত সাবধানে চলিতে হয়। তাঁহাদের সাবধানতার ও নৈপুণ্যের গুণেই, লোকে প্রথমে যেরূপ আশঙ্কা করিয়াছিল, সাগরগর্ভচর পোত বা প্রস্ফোটনপূর্ণ পাত্রদ্বারা এ পর্য্যন্ত তত অনিষ্ট ঘটিতে পারে নাই।

চিকিৎসা ও শুশ্রূষা।

প্রত্যেক পক্ষেই রোগী ও আহতদিগের জন্য চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারিণী আছেন। ইঁহারা রক্তবর্ণ ক্রুশচিহ্ন ধারণ করেন। জাতিসাধারণের বিধানে, এই চিহ্ন দেখিলেই বুঝা যায়, ইঁহারা সংহারক নহেন, রক্ষক। ইঁহাদের কার্য্য অতি কঠিন। যুদ্ধক্ষেত্রে অবিরত অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে; তাহার মধ্যেই ইঁহারা অগ্রসর হইয়া আহত-দিগকে লইয়া যাইতেছেন। যখন কোথাও কোন সংক্রামক ব্যাধি দেখা দেয়, তখনও ইঁহাদিগকে দিবারাত্র পরিশ্রম করিতে হয়। ১৯১৫ অব্দে সার্বিয়াতে যখন সান্নিপাতিক জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তখন চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারিণীরা যে বিপত্তির সম্মুখীন হইয়াছিলেন, মনুষ্যরূপী শত্রুর সহিত যুদ্ধ তাহার তুলনায় কিছুই নহে।

‡ Periscope. § Mine.

(খ) সেনা ও সেনাপতিগণ।

ইংরাজ সেনা।

ইংল্যাণ্ডে যখন সৈনিকভূম্যধিকার-প্রথা প্রচলিত ছিল, তখন সেখানে স্থায়িভাবে সেনা রাখিবার প্রয়োজন হইত না; যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ভূম্যধিকারীরা স্ব স্ব প্রজা লইয়া রাজার সাহায্য করিতেন। অতঃপর যখন স্থায়ী সৈন্য রাখিবার প্রয়োজন হইল, তখন তর্ক উঠিল, উহার কর্ত্তৃত্ব রাজার হাতে থাকিবে, না পার্লেমেণ্টের হাতে থাকিবে। এই তর্কের জন্যই ষ্টুয়ার্টবংশীয় রাজাদিগের সহিত প্রজার বিরোধ ঘটে এবং তাঁহাদের পতন ও নির্ব্বাসন হয়। এখন স্থায়ী সৈন্য রাখিবার ভার পার্লেমেণ্টের সাধারণ সভ্যসমিতির উপর।

১৯১৪ অব্দ পর্য্যন্ত ইংল্যাণ্ডে যে স্থায়ী সৈন্য ছিল, তাহারা নাতিদীর্ঘকালের জন্য নিযুক্ত হইত। পদাতিদিগকে সাত বৎসর কাজ করিতে হইত; তাহার পর তাহারা ইচ্ছা করিলে সামরিক কার্য্য ত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ান্তর অবলম্বন করিতে পারিত। কিন্তু সামরিক কার্য্য ত্যাগ করিবার পরেও তাহাদিগকে আরও চারি বৎসর রাজ্যের সঞ্চিত সেনাবলের মধ্যে গণ্য করা হইত, অর্থাৎ যদি প্রয়োজন হইত তাহা হইলে রাজপুরুষেরা ঐ সময়ের মধ্যে তাহাদিগকে যুদ্ধে যোগ দিবার জন্য আহ্বান করিতে পারিতেন। এই চারি বৎসর কাটিয়া গেলে কাহাকেও আর কোনরূপ বান্ধাবান্ধির মধ্যে থাকিতে হইত না।

কোন ব্যক্তি যদি প্রথম সাত বৎসর পরে সমর বিভাগেই থাকিতে চাহিত, তাহা হইলে সে আরও এগার বৎসর খাটিয়া বৃত্তিসহ অবসর পাইত। পদাতিরা রাজভাণ্ডার হইতে খাদ্য, পরিচ্ছদ এবং দৈনিক প্রায় বার আনা হিসাবে বেতন পাইত।

ইংল্যাণ্ডের সাধারণ সৈন্য প্রধানতঃ শ্রমজীবিসম্প্রদায়ের লোক। ইহারা বার তের বৎসর বয়স্ পর্য্যন্ত প্রাইমারী বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করিত এবং তাহার পর কোন না কোন ব্যবসায় শিখিত। সামরিক কার্য্য হইতে অবসর পাইবার পরে তাহারা ঐ সকল ব্যবসায় অবলম্বন করিত।

সেনানীগণ ভদ্রবংশীয়। তাঁহারা ইটন্, হারো, উইঞ্চেষ্টার প্রভৃতি বিখ্যাত বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেন এবং সতের আঠার বৎসর বয়সে কোন সামরিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতেন। সামরিকপদ লাভ করিলে ইঁহারা প্রথমে হইতেন লেপ্টেনাণ্ট্; পরে ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়া কাপ্তান্, মেজর্, কর্ণেল্, জেনারল্ প্রভৃতি উচ্চ পদবী প্রাপ্ত হইতেন। চল্লিশ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক না হইলে সেনানীরা অবসর গ্রহণ করিতে পারিতেন না।

সেনা প্রধানতঃ তিন অংশে বিভক্ত—পদাতি, অশ্ব ও গোলন্দাজ। ইঞ্জিনিয়ারগণও সেনার একটী প্রধান অঙ্গ। ইঁহারা দুর্গ, রেলওয়ে ও সেতু নির্ম্মাণ করেন এবং বিপক্ষের সেতু ধ্বংস করেন। ফলতঃ ইঞ্জিনিয়ার ব্যতীত যুদ্ধ চলে না, এবং যোদ্ধাদিগের ন্যায় ইঞ্জিনিয়ারদিগেরও পদে পদে বিপদ্ ঘটিতে পারে।

চিকিৎসার, রসদ সরবরাহের এবং গমনাগমনের সুবিধার্থও বিশিষ্ট কর্ম্মচারীর প্রয়োজন। অসামান্য দূরদর্শিতা না থাকিলে রসদ সরবরাহ করা যায় না। ভাবিয়া দেখ দেখি, এক লক্ষ ইংরাজসৈন্য যখন মোন্স্ হইতে পরাবর্ত্তনের সময় চারিদিনে সত্তর মাইল চলিয়াছিল, তখন যোদ্ধা ও অশ্বগুলির দৈনিক আহারের জন্য কিরূপ আয়োজন আবশ্যক হইয়াছিল।

পদাতিক সৈন্য কতকগুলি রেজিমেণ্টে বিভক্ত। এক এক রেজিমেণ্টে সাধারণতঃ দুইটী ব্যাটালিয়ন্ এবং এক এক ব্যাটালিয়নে প্রায় এক হাজার যোদ্ধা থাকে। সচরাচর এক ব্যাটালিয়ন্ যখন বিদেশে নিযুক্ত থাকে, তখন অপর ব্যাটালিয়ন্টী স্বদেশে রহে। নির্দ্দিষ্টসংখ্যক পদাতি, অশ্ব ও গোলন্দাজ লইয়া যুদ্ধকালে এক একটী ব্রিগেড্ গঠিত হয়। ব্রিগেডে সাধারণতঃ চারি ব্যাটালিয়ন্ পদাতি, তিন রেজিমেণ্ট্ অশ্ব এবং তিন দল গোলন্দাজ থাকে। দুই বা ততোঽধিক ব্রিগেডে এক ডিভিসন্ বা বিভাগ এবং দুই বা ততোঽধিক বিভাগে এক একটী বাহিনী।

বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংরাজদিগের সর্ব্বশুদ্ধ দশহাজার সেনানী ও দুই লক্ষ সাধারণ যোদ্ধা ছিল। ইহাদের মধ্যে প্রায় এক লক্ষ ছিল সঞ্চিত সৈন্যের অন্তর্ভূত এবং অবশিষ্ট ছিল যুদ্ধার্থে সদাপ্রস্তুত। ১৯১৪ অব্দের জুলাই মাসে এই শেষোক্ত দল কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সুসজ্জিত হয় এবং কয়েক দিনের মধ্যে ফ্রান্সে গিয়া যুদ্ধারম্ভ করে।

স্থায়ী সৈন্য ভিন্ন ইংরাজদিগের আরও কতকগুলি যোদ্ধা ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন একবার ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হয়, তখন ইংল্যাণ্ডের অনেক লোক স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করে। তখন ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধ ঘটে নাই; তথাপি রাজপুরুষেরা এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সেনা রাখিবার উপযোগিতা বুঝিতে পারেন। কিছুদিন হইল ইহাদের ব্যবহারের জন্য উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হইয়াছে, এবং ইহাদের শিক্ষাবিধানের জন্যও রীতিমত যত্ন হইতেছে। এই সৈন্য 'টেরিটরিয়েল্' অর্থাৎ প্রাদেশিক নামে অভিহিত।

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরব্ধ হইলেই ইংল্যাণ্ডের সমস্ত স্থায়ী সৈন্য ফ্রান্সে গমন করে। ভারতবর্ষ হইতেও অনেক সৈন্য প্রেরিত হয়। ইহাদের স্থান পূরণার্থ ইংল্যাণ্ড হইতে এদেশে টেরিটরিয়েল্ সৈন্য আনা হইয়াছিল। ক্রমে টেরিটরিয়েলেরাও ফ্রান্সে

ও অন্যান্য যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছে এবং ইংল্যাণ্ডে অনেক নূতন নূতন লোককে সৈনিককার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে। যোদ্ধাদিগের সংখ্যাবৃদ্ধিবশতঃ এখন প্রতি রেজিমেণ্টের ব্যাটালিয়ন্‌-সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন কোন কোন রেজিমেণ্টে ত্রিশটী পর্য্যন্ত ব্যাটালিয়ন্‌ দেখা যায়। সর্ব্বশুদ্ধ এখন প্রায় পঞ্চাশলক্ষ ইংরাজসেনা পৃথিবীর নানাস্থানে যুদ্ধে নিয়োজিত হইয়াছে।

(য়ুরোপের সেনা)

জার্ম্মাণসেনার গঠন অনেক পরিমাণে ইংরাজসেনারই অনুরূপ। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে সৈনিকবৃত্তি পূর্ব্বে লোকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত; জার্ম্মাণিতে সকলকে বাধ্য হইয়া প্রথমে দুই বৎসর সৈনিককাজ করিতে হইত এবং পরে ২২ বৎসর সঞ্চিত সৈন্যভুক্ত থাকিতে হইত। অপিচ প্রথম দুই বৎসরেও সাধারণ সৈন্যেরা কোন বেতন পাইত না। জার্ম্মাণদিগের সেনানীগণ প্রধানতঃ সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারীদিগের বংশজাত। বর্ত্তমান যুদ্ধারম্ভের সময় জার্ম্মাণদিগের প্রায় ৬০ লক্ষ সুশিক্ষিত যোদ্ধা ছিল। সেনারক্ষার বার্ষিক ব্যয় জার্ম্মাণিতে ছিল ৯০ কোটি এবং ইংল্যাণ্ডে ছিল ৪২ কোটি টাকা।

ফ্রান্সেও সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকেই সৈনিকশ্রেণীভুক্ত করিবার প্রথা ছিল। এখানে সামরিক শিক্ষালাভের কাল হইয়াছিল তিন বৎসর। বর্ত্তমান যুদ্ধারম্ভে ফ্রান্সের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৪০ লক্ষ, অষ্ট্রিয়ার ৪০ লক্ষ এবং রুশিয়ার ৫০ লক্ষ। কিন্তু এখন কোন্‌ জাতির কত লোক যুদ্ধ করিতেছে তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। সঞ্চিত সৈন্যভুক্ত অনেকে স্ত্রীলোকের হস্তে স্ব স্ব ব্যবসায় সমর্পণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছে; সৈনিকশ্রেণীভুক্ত করিবার জন্য এখন বয়সের পরিমাণও পূর্ব্বাপেক্ষা কম করা হইয়াছে। এখন যাহাদের বয়স্‌ ষোলবৎসর মাত্র তাহাদিগকেও সৈন্যরূপে নিযুক্ত করা হইতেছে।

সেনাপতিগণ।

যুদ্ধ আরব্ধ হইবামাত্র ইংরাজেরা লর্ড্‌ কিচ্‌নারকে সমরসচিব নিযুক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে যুদ্ধসংক্রান্ত সর্ব্ববিধ ক্ষমতা সমর্পণ করেন। লর্ড্‌ কিচ্‌নার একজন অসাধারণ শক্তিমান্‌ পুরুষ ছিলেন। তিনি পৃথিবীর নানাস্থানে সামরিককার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া যুদ্ধসংক্রান্ত সর্ব্ববিধ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যেমন দূরদর্শী, তেমনি লোকচরিত্রাভিজ্ঞ ছিলেন এবং কোথায় কি আবশ্যক তাহা তন্ন তন্ন করিয়া জানিতেন। কিরূপে সামরিক শিক্ষা দিতে হয়, কিরূপে যুদ্ধায়োজন করিতে
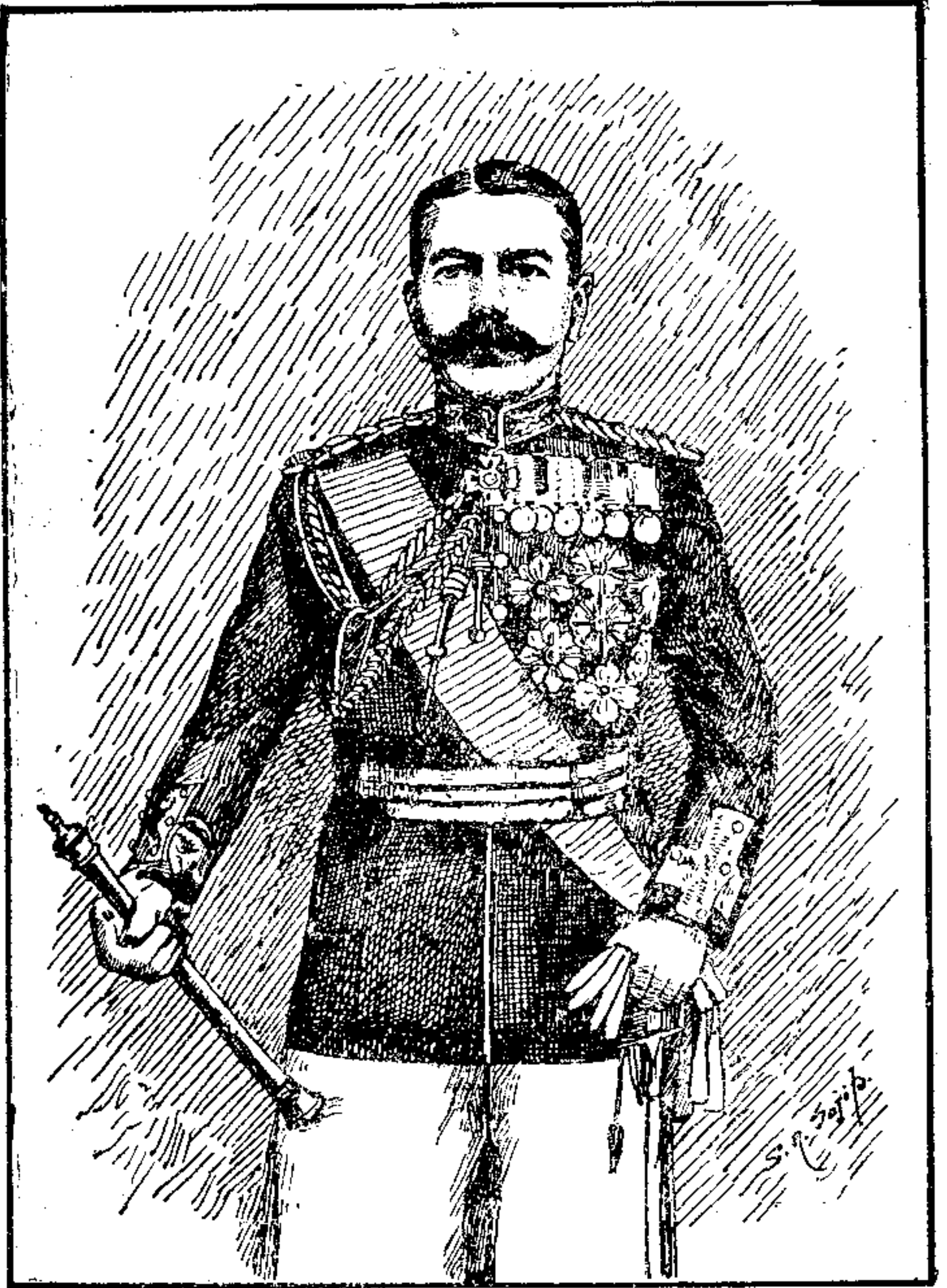
লর্ড্ কিচ্নার।

হয়, এ সমস্ত তিনি যেমন বুঝিতেন, অন্য কেহ সেরূপ বুঝিতেন না। এই নিমিত্ত তাঁহার কার্য্যকুশলতা সম্বন্ধে সকলেরই অটলা আস্থা ছিল।

লর্ড্ কিচ্নার প্রথম হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এই যুদ্ধ দীর্ঘকাল চলিবে; অতএব আপাততঃ অন্ততঃ তিন বৎসরের জন্য আয়োজন আবশ্যক। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া এই বৃহৎ ব্যাপারে হাত দিলেন এবং অচিরে দশলক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত করিয়া তুলিলেন। ইহাতে তিনি যে ক্লেশভোগ করিয়াছিলেন, সে জন্য ইংরাজজাতি তাঁহার নিকট চিরঋণী। তিনি যে নিয়ত ইংল্যাণ্ডে থাকিয়াই যুদ্ধের ব্যবস্থা করিতেন তাহা নহে; সময়ে সময়ে ফ্রান্স্ প্রভৃতি দেশে রণক্ষেত্রে গিয়াও স্বচক্ষে সমস্ত দেখিয়া যাইতেন। তাঁহার এমনই সুব্যবস্থা ছিল যে এই দীর্ঘকালস্থায়ী যুদ্ধে একদিনের জন্যও ফ্রান্সের বা অপর কোন মিত্ররাজ্যের সহিত ইংল্যাণ্ডের কোনরূপ মতভেদ ঘটে নাই।

লর্ড্ কিচ্নারের অকালমৃত্যুতে আজ আমরা সকলেই শোকসন্তপ্ত। তিনি যখন একখানি ক্রুজারে আরোহণ করিয়া রুশিয়ায় যাইতেছিলেন, তখন অর্ক্নি দ্বীপের অনতিদূরে প্রস্ফোটনপূর্ণ পাত্রের সঙ্ঘর্ষে পোতখানি সমস্ত আরোহিসহ জলমগ্ন হয় (৫ই জুন, ১৯১৬)। ইহাতে ইংরাজজাতির যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। তবে সান্ত্বনার বিষয় এই যে কিচ্নার নিঃশেষরূপে তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই প্রতিভাবলে ব্রিটেনের নূতন সেনার সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেই সেনা আজ ব্রিটেনের গৌরব রক্ষা করিতেছে। তিনি যে ভিত্তিস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, নব্য সমরসচিব তাহারই উপর ব্রিটেনের গৌরবস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতেছেন। জীবদ্দশায় যে তিনি নিজের কৃতকার্য্যের ফল ভোগ করিয়া যাইতে পারিলেন না ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। মৃত্যুর সময় লর্ড্ কিচ্নারের বয়স্ হইয়াছিল ৬৫ বৎসর।

যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরাজপক্ষের প্রধান সেনাপতি ছিলেন প্রথমে সার্ জন্ ফ্রেঞ্চ্। ইনি বোয়ার যুদ্ধে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, মোন্স্ হইতে পরাবর্ত্তনের সময় এবং ইপ্রের যুদ্ধক্ষেত্রে তাহা সর্ব্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। এক বৎসর অবিরাম পরিশ্রম করিয়া সার্ জন্ ফ্রেঞ্চ্ ইংল্যাণ্ডে প্রতিগমন করেন এবং বর্ত্তমান প্রধান সেনাপতি সার্ ডগ্লাস্ হেগ্ তাঁহার পদে নিযুক্ত হন।

ফরাসীপক্ষের প্রধান সেনাপতি ছিলেন প্রথমে জফ্রে। তাঁহার বয়স্ এখন ৬৫ বৎসর। তিনি প্রতিভাবলে অতি সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতিলাভ করিয়া এই উচ্চপদে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে সৈনিক ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করিতেন; এইজন্য কুল্যাযুদ্ধে তাঁহার অসামান্য নৈপুণ্য। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বি-পক্ষদ্বয়ের অবস্থান পরীক্ষা করিয়া কোথায় কিরূপে সেনা সন্নিবেশিত করিতে হয়,

তাহা বুঝিতেও তিনি অদ্বিতীয় এবং কাহার হাতে কি কাজ দিলে উহা সুচারুরূপে সম্পাদিত হইবে ইহাও তিনি বিলক্ষণ জানেন। তাঁহার সুব্যবস্থায় এই সুদীর্ঘ কাল জার্ম্মাণদিগের প্রায় সমস্ত আক্রমণই ব্যর্থ হইয়াছে।

জফ্রে সম্প্রতি কার্য্যান্তরের ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং অন্য এক ব্যক্তি এখন ফরাসীদিগের প্রধান সৈনাপত্য গ্রহণ করিয়াছেন।

জার্ম্মাণ সেনার প্রধান অধিনায়ক স্বয়ং কাইসার। কিন্তু ইহা নামে মাত্র। তিনি নিজে যে কখনও সেনা পরিচালন করিয়াছেন এমন বোধ হয় না। জার্ম্মাণদিগের দুইজন সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—একজনের নাম হিণ্ডেন্‌বার্গ্‌ এবং অপর জনের নাম ম্যাকেন্‌সেন্‌। ইঁহারা উভয়েই প্রাচ্য সীমান্তে সৈনাপত্য করিয়াছেন। কিন্তু প্রতীচ্য যুদ্ধক্ষেত্রে কোন জার্ম্মাণ সেনানী এপর্য্যন্ত প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। জার্ম্মাণির যুবরাজ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া কোন কোন যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যশ লাভ করিতে পারেন নাই। এখন হিণ্ডেন্‌বার্গ্‌ই পশ্চিমপ্রান্তে জার্ম্মাণ সেনার অধিনায়ক হইয়াছেন।

যুধ্যমান শক্তিসমূহের নৌবল।

যুদ্ধারম্ভে ইংল্যাণ্ডের নৌসেনা ছিল দেড় লক্ষ; ফরাসীদিগের যাট হাজার এবং জার্ম্মাণদিগের আশি হাজার। ইংরাজপক্ষের প্রধান নৌসেনাধ্যক্ষ্য প্রথমে ছিলেন সার্‌ জন্‌ জেলিকো। ইনি প্রায় দুই বৎসর অতি দক্ষতার সহিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া কার্য্যান্তরের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সার্‌ ডেবিড্‌ বিয়েটি এখন পোত-বাহিনীর প্রধান সেনানী হইয়াছেন।

যুদ্ধারম্ভে প্রধান প্রধান পক্ষের নৌবল কিরূপ ছিল তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

	ইংল্যাণ্ড	ফ্রান্স্‌	জার্ম্মাণি
ড্রেড্‌নট (নূতন রণপোত)	২৪	৪	১৬
যুদ্ধ ক্রুজার	১০	—	৫
প্রাচীন রণপোত	৭৪	৩৮	২৯
ক্রুজার	৮৩	১৩	৪৩
ডেষ্ট্রয়ার	২২৫	৮৪	১৩০
টর্পেডোবাহী পোত	১০৬	১৫০	৮০

কিন্তু এই আড়াই বৎসরে পূর্ব্বের কোন কোন পোত বিনষ্ট হইয়াছে এবং অনেক নূতন পোত নির্ম্মিত হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়।

জলযুদ্ধ।

মানুষ আপনাকে যতই দুরদর্শী বলিয়া গর্ব্ব করুক না কেন, তাহার বুদ্ধি ও ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। বর্ত্তমান যুদ্ধে উভয় পক্ষেই কত সময়ে কত আশা করিয়াছিলেন এবং তাহা সফল করিবার জন্য কত আয়োজন করিয়াছিলেন—ভাবিয়াছিলেন সিদ্ধি তাঁহাদের করতলগত। কিন্তু ভবিতব্যের দুর্লক্ষ্য প্রভাবে কত আশা ভগ্ন হইয়াছে, কত আয়োজন ব্যর্থ হইয়াছে।

জার্ম্মাণ রণতরীর প্রধান আড্ডা কিয়েল ও উইলেম্‌স্‌হেবন্। এই দুইটী বন্দর এমন সুরক্ষিত যে বিপক্ষের রণতরীর পক্ষে দুরধিগম্য। উইলেম্‌স্‌হেবনের পুরোভাগে দুর্গদৃঢ়ীকৃত হেলিগোল্যাণ্ড দ্বীপ। যে উত্তরসাগরের তীরে ইহা অবস্থিত, উপকূল-সন্নিধানে তাহা অগভীর, কাজেই তত্রত্য অবস্থানভিজ্ঞ পোতের পক্ষে বিপজ্জনক। ইহা ছাড়া বহুদূর পর্য্যন্ত সমুদ্রের মধ্যে এত প্রস্ফোটনপূর্ণ পাত্র বিকীর্ণ রহিয়াছে যে কাহার সাধ্য এই সকল বাধা অতিক্রম করিয়া উইলেম্‌স্‌হেবনের নিকট যাইতে পারে?

উল্লিখিত আড্ডা দুইটী হইতে এক দিকে ইংল্যাণ্ডের, অন্য দিকে রুশিয়ার বিরুদ্ধে রণতরী পাঠাইবার বেশ সুবিধা। ইহারা কাইজার উইলেম্ খাল দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত; উক্ত খাল দিয়া জার্ম্মাণ রণতরীগুলি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বাল্টিক্ সাগর হইতে উত্তর সাগরে কিংবা উত্তর সাগর হইতে বাল্টিক্ সাগরে প্রবেশ করিতে পারে। কাজেই তাহারা কখন কোথায় আছে, ইংরাজ রণতরীর পক্ষে তাহা জানা সহজ নহে। আয়তনে, যুদ্ধ-নৈপুণ্যে ও কামানের উৎকর্ষে জার্ম্মাণ রণতরী ইংরাজ রণতরীর সমকক্ষ; কিন্তু সংখ্যায় ক্ষীণতর। এই নিমিত্তই তাহারা বন্দরের বাহির হইতে সাহস পায় না। জার্ম্মাণ পোতবাহিনীর উদ্দেশ্য এই যে—

(১) প্রস্ফোটনপূর্ণ পাত্র এবং টর্পেডোর সাহায্যে একে একে ইংরাজদিগের রণপোতগুলি বিনষ্ট করিতে হইবে। এতদর্থে জার্ম্মাণেরা কেবল স্বদেশের উপকূল-সন্নিধানে নহে, আয়র্ল্যাণ্ডের পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরেও প্রস্ফোটনপূর্ণ পাত্র রাখিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহাদের সাগরগর্ভচর পোতগুলি দিবারাত্র বিপক্ষের পোতধ্বংসের চেষ্টা করিতেছে। সাগরগর্ভচর পোতদ্বারা এ পর্য্যন্ত ইংরাজ রণতরীর তত ক্ষতি হয় নাই; কেবল একবার ইহাদের একখানা ইংরাজদিগের তিন খানা ক্রুজার ডুবাইয়া দিয়াছিল। ইহাদের উপদ্রবে ইংরাজদিগের অনেক বাণিজ্য-পোতও

বিনষ্ট হইতেছে বটে, কিন্তু নূতন নূতন পোত নির্ম্মাণ করিয়া ইংরাজেরা সে অভাব পূরণ করিতেছেন।

(২) ইংল্যাণ্ডের উপকূলভাগস্থ কোন না কোন স্থান অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত করিতে হইবে। জার্ম্মাণেরা বহুবার এই চেষ্টা করিয়াছেন; তাঁহারা নৈশ অন্ধকারে অতিদ্রুতগামী পোত লইয়া ইংল্যাণ্ডের উপকূলস্থ কোন কোন স্থানে গোলা বর্ষণ করিয়াছেন এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই জার্ম্মাণিতে ফিরিয়া গিয়াছেন।

(৩) মহাসমুদ্রে ক্রুজার রাখিয়া ইংরাজদিগের বাণিজ্যলোপ করিতে হইবে। সভ্যজাতিদিগের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে স্থলভাগে জনসাধারণের সম্পত্তিনাশ নীতিবিগর্হিত। কিন্তু জলপথে, রাজার হউক, প্রজার হউক, সকলেরই সম্পত্তি নষ্ট বা হস্তগত করিবার রীতি আছে। কোন পোত বিপক্ষের পতাকা উড়াইয়া যাইতেছে দেখিলেই উহা ধরা যাইতে পারে। অতএব এই রীতির বলে জার্ম্মাণেরা ইংরাজ-দিগের বাণিজ্যে ব্যাঘাত ঘটাইবার চেষ্টা করিলে তাহা দোষাবহ বলা যায় না। এরূপ ব্যাঘাত ঘটাইবার জন্য যত রণতরী থাকা আবশ্যক, ইংরাজদিগের সৌভাগ্যক্রমে যুদ্ধারম্ভকালে জার্ম্মাণদিগের তত ছিল না। তাঁহাদের এম্‌ডেন্ নামক একখানা ক্রুজার সিংটাও হইতে পলায়ন করিয়া ভারতমহাসাগরে ইংরাজদিগের প্রায় কুড়ি খানা বাণিজ্য-পোত ডুবাইয়া দিয়াছিল বটে; কিন্তু এই উপদ্রব দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই। এম্‌ডেনের নাবিকেরা একদা কোকস্‌দ্বীপস্থ তারহীন তাড়িতবার্ত্তাবহের কার্য্যালয়টী আক্রমণ করিলে তথাকার কর্ম্মচারীরা চারিদিকে আপনাদের বিপত্তির সংবাদ পাঠাইলেন এবং সংবাদ পাইয়া অষ্ট্রেলিয়ার সিড্‌নি নামক একখানা বৃহৎ ক্রুজার সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল। এম্‌ডেন্ পলায়ন করিবার অবসর পাইল না; সিড্‌নি তাহাকে আক্রমণ পূর্ব্বক চূর্ণ বিচূর্ণ করিল।

ইহার পর জার্ম্মাণদিগের আর একখানা রণতরী কোন উদাসীনরাজ্যের পতাকা উড়াইয়া আট্‌লান্টিক মহাসাগরে বাহির হইয়াছিল এবং ইংরাজদিগের অনেকগুলি বাণিজ্যপোত নষ্ট করিয়াছিল। উত্তরসাগরে ইংরাজদিগের যে পোত-বাহিনী আছে, উদাসীনরাজ্যের পোত মনে করিয়া তাহা ইহাকে ধরিবার চেষ্টা করে নাই। কিন্তু শেষে কয়লার অভাবে এই ক্রুজার খানি য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের একটী বন্দরে প্রবেশ করে এবং এখন পর্য্যন্ত সেখানেই আবদ্ধ রহিয়াছে।

ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্যনাশ অপেক্ষাও জার্ম্মাণদিগের আর একটী গুরুতর উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা অনেক দিন হইতেই ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করিবার ইচ্ছা করিয়া-ছিলেন, কিন্তু কি উপায়ে যে সে ইচ্ছা পূরণ করিবেন ভাবিয়াছিলেন তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। ইংরাজের রণতরী যতদিন সমুদ্রে একাধিপত্য ভোগ করিবে, ততদিন

বর্তমানকালের রণতরী।
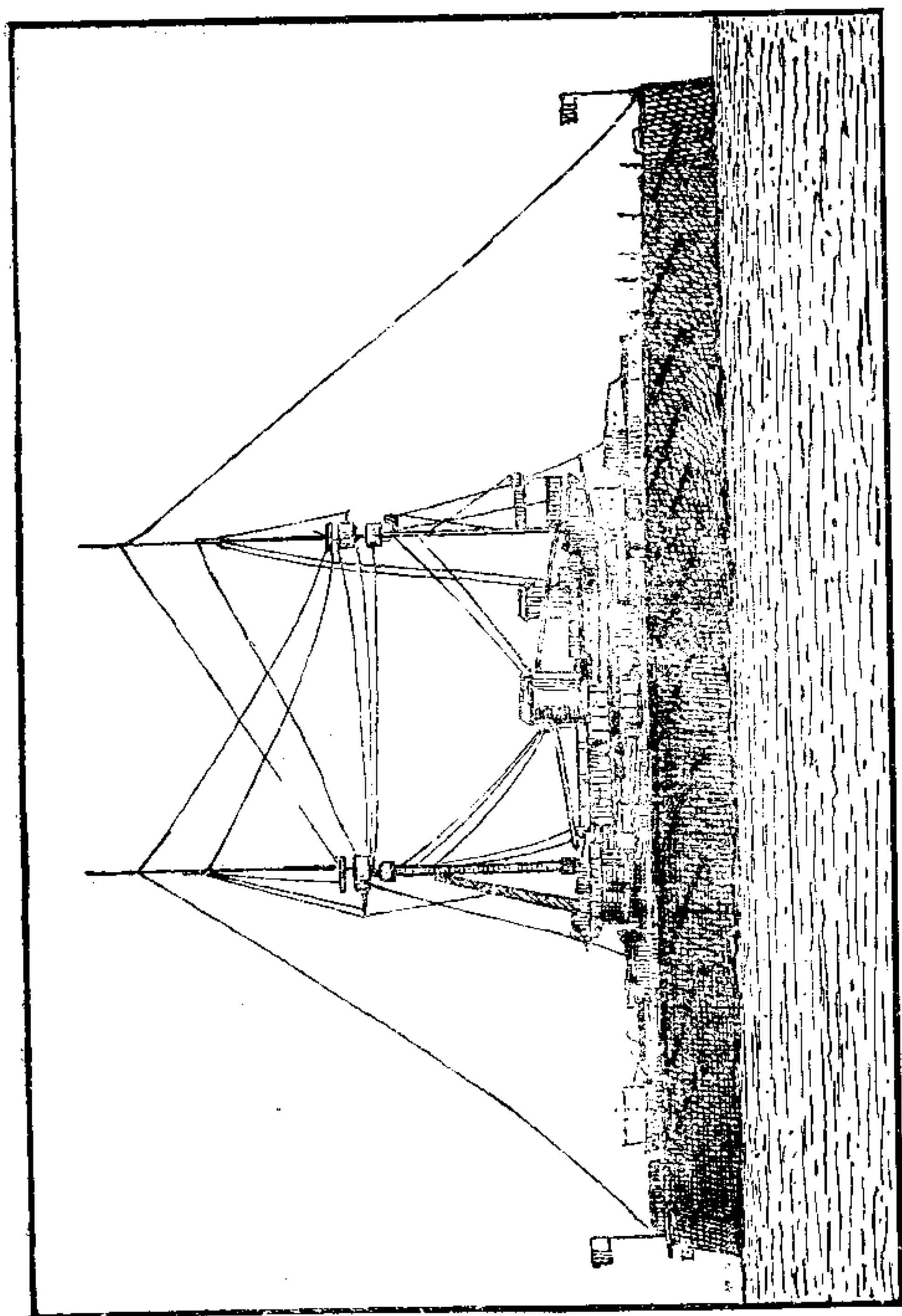
ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করা অসম্ভব। উত্তরসাগরে ইংরাজের দুর্জ্জয় পোতবাহিনী বিদ্যমান থাকিলে জার্ম্মাণ-পোতবাহিনী কখনও কিয়েল খালের বাহির হইতে সাহস পায় না। তবে, জার্ম্মাণেরা যদি এমন কোন কৌশল করিতে পারেন যে ইংরাজ পোতবাহিনী দুই অংশে বিভক্ত হইয়া সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশে পরস্পরের দূরে দূরে অবস্থান করিবে এবং যে অংশ তাঁহাদের নিজের পোতবাহিনী হইতে ক্ষীণতর তাহা আক্রমণ করিবার সুবিধা পাইবেন, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। ১৯১৫ অব্দের মে মাসে একবার তাঁহাদের এই দুরাশা ফলবতী হইবে বলিয়া বোধ হইয়াছিল। একদা কি অভিপ্রায়ে বলা যায় না, সমস্ত জার্ম্মাণ রণতরী ডেন্মার্কের উপকূলভাগ পর্য্যন্ত অগ্রসর হয় এবং সেখানে ইংরাজদিগের কয়েকখানা ক্রুজার দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করে। সংখ্যায় অল্প হইলেও ইংরাজ ক্রুজারগুলি পলায়ন করিল না; তাহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। জার্ম্মাণ রণতরীগুলি বৃহদায়তন এবং সংখ্যাতেও অধিক ছিল বলিয়া এই ভীষণ যুদ্ধে ইংরাজদিগের প্রথমে বড় ক্ষতি হইল; কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁহাদের সাহায্যার্থ অন্যান্য ইংরাজ রণতরী আসিয়া উপস্থিত হইল বলিয়া শেষে জার্ম্মাণেরাই পরাভূত হইলেন। এই নৌযুদ্ধ জাট্‌ল্যাণ্ডের যুদ্ধ নামে বিদিত। ইহাতে ইংরাজদিগের চারিখানা বৃহৎ রণপোত এবং কয়েকখানি ক্ষুদ্র রণপোত বিনষ্ট হয়; জার্ম্মাণদিগেরও সম্ভবতঃ পাঁচখানা বৃহৎ রণপোত এবং অনেকগুলি ক্ষুদ্র রণপোত মারা যায়; কিন্তু জার্ম্মাণেরা স্বপক্ষের কি ক্ষতি হইয়াছে, অদ্যাপি তাহা প্রকাশ করেন নাই। বর্ত্তমান মহাসমরে যে কয়েকটী নৌযুদ্ধ হইয়াছে তন্মধ্যে জাট্‌ল্যাণ্ডের যুদ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ; ইহাতে ইংরাজের সর্ব্ববাদিসম্মত সামুদ্রিক প্রাধান্য অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে।

এখন দেখা যাউক ইংরাজপোতবাহিনীর উদ্দেশ্য কি কি? প্রথমতঃ উত্তর-সাগর দিয়া জার্ম্মাণ রণতরীর ও জার্ম্মাণ বাণিজ্যপোতের যাতায়াত বন্ধ করিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ জার্ম্মাণপোতবাহিনীর আক্রমণ হইতে ইংল্যাণ্ডকে রক্ষা করিতে হইবে। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে শেষোক্ত উদ্দেশ্যটী প্রায় সর্ব্বাংশেই সিদ্ধ হইয়াছে, কারণ এ পর্য্যন্ত ইংল্যাণ্ডের উপকূলসন্নিধানে গোপনে গোপনে যে দুই চারিখানা জার্ম্মাণ-রণপোত দেখা দিয়াছে, তাহারা এমন কিছু করিতে পারে নাই যাহা জার্ম্মাণেরা হর্ষের কারণ বলিয়া ভাবিতে পারেন। একবার শীতকালে নৈশ অন্ধকার ও কুজ্ঝটিকার সাহায্যে তিন চারিখানি অতিদ্রুতগামী জার্ম্মাণ রণতরী উত্তরসাগর পার হইয়া হার্টল্-পুল্, স্কেয়ারবারো ও হুইট্‌বি নামক তিনটী নগরের উপর কিয়ৎক্ষণের জন্য গোলাবৃষ্টি করে। ইহাদের মধ্যে হার্টল্‌পুল নগরটীমাত্র দুর্গদ্বারা রক্ষিত। জার্ম্মাণ-দিগের আক্রমণে তিনটী নগরেরই কিছু কিছু ক্ষতি হয় এবং অনেকগুলি নাগরিক মারা যায়।

ইহার পর আরও একবার কয়েকখানি জার্ম্মাণ রণপোত ইংল্যাণ্ডের উপকূল-সন্নিধানে দেখা দেয়; কিন্তু ইংরাজরণপোতগুলি ইহাদিগকে দেখিতে পায় এবং তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে জার্ম্মাণদিগের ব্লুকার নামক একখানি ক্রুজার বিনষ্ট হয়; আরও দুইখানি অর্দ্ধভগ্ন অবস্থায় হেলিগোল্যাণ্ডে ফিরিয়া যায়।

ফ্রান্সের ও অন্যান্য দেশের যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ লইয়া অবিরত যে সকল জাহাজ যাইতেছে, তাহাদের রক্ষাবিধান ইংরাজ পোতবাহিনীর তৃতীয় উদ্দেশ্য। এই কার্য্যটী অতি সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতেছে। প্রায় তিন বৎসরকাল লক্ষ লক্ষ ইংরাজসৈন্য সমুদ্র পার হইয়া নানাদেশে যাইতেছে, অনেক সময়ে তাহাদের জাহাজ-গুলি জার্ম্মাণ পোতবাহিনীর নিকট দিয়াই গমনাগমন করিতেছে, অথচ এপর্য্যন্ত প্রায় কাহারও কোন বিপদ্ ঘটে নাই।

প্রবল পোতবাহিনী থাকিলে যে কি লাভ তাহা ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়। ইহারই গুণে ইংল্যাণ্ড আজ বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে সুরক্ষিত; ইহারই বলে ইংরাজ সৈন্য আজ ফ্রান্স্, ফ্লাণ্ডার্স্ প্রভৃতি দূর দেশে গিয়া স্বজাতির গৌরব রক্ষা করিতেছে; ইহারই প্রভাবে জার্ম্মাণেরা ক্রমশঃ ক্ষীণবল হইতেছেন।

ইংরাজ নৌসেনার একান্ত ইচ্ছা যে একবার সমগ্র জার্ম্মাণপোতবাহিনীর সহিত উন্মুক্ত সাগরে যুদ্ধ করিয়া আপনাদিগের বীর্য্য দেখায়। কিন্তু জাট্ল্যাণ্ডের যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কুত্রাপি তাহারা এই অভিলাষপূরণের সুবিধা পায় নাই। ছোট খাট আরও যে দুই একটী নৌযুদ্ধ না হইয়াছে তাহা নহে; কিন্তু সেরূপ ব্যাপারে সমরনৈপুণ্যের প্রকৃত পরীক্ষা হয় না। যুদ্ধারম্ভের অল্পদিন পরেই জার্ম্মাণদিগের এক প্রবল পোতবাহিনী প্রশান্তমহাসাগরের দক্ষিণাংশে ব্যালপ্যারাইজো নগরের অবি-দূরে ইংরাজদিগের চারিখানি রণতরী পরাভূত করে। কিন্তু শেষে ফক্ল্যাণ্ড দ্বীপের নিকট ইংরাজদিগের অপর এক পোতবাহিনী উক্ত জার্ম্মাণ পোতবাহিনীকে আক্রমণপূর্ব্বক একখানি পোত ভিন্ন অন্য সমস্ত ডুবাইয়া দেয়।

ক্ষুদ্র, বৃহৎ সমস্ত নৌযুদ্ধেই দেখা গিয়াছে জার্ম্মাণির নৌসেনা বিলক্ষণ সাহসী; কিন্তু কামান দাগিতে ইংরাজ নৌসেনাই অধিকতর নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছে। জার্ম্মাণেরা এপর্য্যন্ত ইংরাজদিগের কয়েক-খানি রণপোত নষ্ট করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা হয় প্রস্ফোটনপূর্ণ পাত্রের সাহায্যে, নয় টর্পেডো চালাইয়া।

পোতবাহিনীর আর একটী কার্য্য শত্রুপক্ষের আগমনির্গম রোধ করা। উভয় পক্ষেই পরস্পরের সম্বন্ধে এই উপায়-প্রয়োগের চেষ্টা করে। কোন বন্দর বা দেশ উল্লিখিত উদ্দেশ্যে রণতরীদ্বারা অবরুদ্ধ হইলে উদাসীনরাজ্যের পোতও সেখানে যাইতে পারে না। যুদ্ধারম্ভে ইংরাজেরা জার্ম্মাণ বন্দরগুলির সম্বন্ধে এরূপ কোন ব্যবস্থা করেন নাই; তবে ঐ সকল স্থানে যুদ্ধোপকরণের রপ্তানি নিষেধ করিয়া-

ছিলেন। যুদ্ধে ব্যবহৃত হইতে পারে এরূপ কতকগুলি দ্রব্যের একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাঁহারা ঐ সমস্ত নিষিদ্ধদ্রব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যদি উদাসীন-রাজ্যের কোন পোত জার্ম্মাণিতে ইহার কোন দ্রব্য রপ্তানির চেষ্টা করিত, তাহা হইলে ইংরাজেরা উহা আটক করিতেন। খাদ্যসামগ্রী এবং তূলা প্রভৃতি কয়েকটী দ্রব্য প্রথমে নিষিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। কাজেই জার্ম্মাণেরা এগুলি আমদানি করিতে পারিতেন।

কিন্তু জার্ম্মাণির আচরণে ইংরাজদিগকে ক্রমে নিষিদ্ধদ্রব্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইল। জার্ম্মাণেরা যখন তাঁহাদের দেশস্থ সমস্ত খাদ্য-সামগ্রী সৈনিককর্ম্মচারীদিগের তত্ত্বাবধানে রাখিলেন, তখন ইংরাজেরা বলিলেন, খাদ্যদ্রব্যও তবে যুদ্ধোপকরণের মধ্যে গণ্য হইল। অতঃপর তাঁহারা জার্ম্মাণিতে সর্ব্ববিধ দ্রব্যের রপ্তানিই নিষেধ করিলেন। জার্ম্মাণেরা বলিলেন, আমরাও ইংল্যাণ্ডে কোন দ্রব্য রপ্তানি হইতে দিব না। কিন্তু তাঁহাদের রণপোত অল্প; যাহা আছে তাহাও কিয়েল খালের বাহিরে যায় না; কাজেই কেহ তাঁহাদের নিষেধাজ্ঞা না মানিলে জার্ম্মাণেরা কি করিতে পারেন? তাঁহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া সাগরগর্ভচর পোত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এই সকল পোতের দৌরাত্ম্যে অনেক রণনীতি আজ পদদলিত হইতেছে। বাণিজ্যপোত ডুবাইতে হইলে আরোহীদিগকে যথাসময়ে সতর্ক করা কর্ত্তব্য; তাহাদের প্রাণরক্ষারও ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু জার্ম্মাণেরা কিছুমাত্র না জানাইয়া টর্পেডোপ্রয়োগে বাণিজ্যপোত ধ্বংস করিতেছেন, আরোহীদিগের প্রাণরক্ষার জন্যও কোন চেষ্টা করিতেছেন না।

ইংরাজদিগের রাজকীয় পোতবাহিনী ভিন্ন অন্যান্য অসংখ্য পোতও উত্তরসাগরে সামরিককার্য্যে রত রহিয়াছে। ইহারা সৈন্য ও খাদ্যাদি লইয়া যাইতেছে, প্রস্ফোটনপূর্ণ পাত্রগুলি তুলিয়া নষ্ট করিতেছে এবং আরও অনেক প্রকারে পোতবাহিনীর সহায়তা করিতেছে। ইহাদের নাবিকেরা সামরিক শিক্ষালাভ করে নাই; অনেকে জালজীবী; অথচ ইহারা অসামান্য সাহস, নৈপুণ্য ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিতেছে। এপর্য্যন্ত জার্ম্মাণেরা ইংরাজপক্ষের শত শত বাণিজ্যপোত নষ্ট করিয়াছেন; সহস্র সহস্র নাবিক সাগরগর্ভে নিমগ্ন হইয়াছে; কিন্তু ইহাতেও ইহারা ভয় পায় নাই; জীবিতেরা প্রফুল্লচিত্তে মৃতদিগের স্থান লইতেছে। যে সকল বাণিজ্যপোত আমদানি রপ্তানির জন্য সাগর পার হইতেছে তাহাদেরও ধন্য সাহস! এক ১৯১৫ অব্দেই জার্ম্মাণেরা ইংরাজদিগের প্রায় ছয় শত পণ্যপূর্ণ পোত ধ্বংস করিয়াছেন; এই সকল পোতের শত শত নাবিকও বিনষ্ট হইয়াছে; যাহারা রক্ষা পাইয়াছে তাহারাও অশ্রুতপূর্ব্ব কষ্টভোগ করিয়াছে। তথাপি বণিকেরা পোত পরিচালনার্থ কখনও নাবিকের অভাব ভোগ করেন নাই।

জার্ম্মাণদিগের মধ্যেও যে সাহস, বীর্য্য ও উদ্যমশীলতার অভাব আছে তাহা বলা যায় না। তাঁহারা ক্রমাগত বৃহৎ হইতে বৃহত্তর সাগরগর্ভচর পোত নির্ম্মাণ করিতেছেন। এই সকল পোতের পরিচালন নিতান্ত কঠিন ও বিপজ্জনক; কিন্তু অধ্যবসায়ের বলে তাঁহারা ইহাতে অসামান্য নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন। ইংরাজ-পোতবাহিনী জার্ম্মাণদিগের অনেকগুলি সাগরগর্ভচর পোত নষ্ট করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতেও ইহাদের উপদ্রব কমে নাই। ইহারা প্রতিদিন ইংরাজের পোত ধ্বংসে নিরত রহিয়াছে; উদাসীনরাজ্যের বাণিজ্যপোতও ইংল্যাণ্ডের নিকটবর্ত্তী হইলে নিস্তার পাইতেছে না। ইহারা সাগরগর্ভে অদৃশ্য হইয়া ইংরাজপোতবাহিনীর তলদেশ দিয়া যাতায়াত করিতেছে, কখনও কখনও দুস্তর আটলাণ্টিক মহাসাগরও পার হইতেছে। ইহারা বর্ত্তমান যুদ্ধারম্ভের অল্পদিন পরেই ভূমধ্যসাগরেও দেখা দিয়াছে। জার্ম্মাণেরা ইহাদিগকে স্থলপথে বহন করিয়া অষ্ট্রিয়ার উপকূলস্থ পোলা নামক বন্দরে এবং তুরুষ্কের রাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপ্‌লে লইয়া গিয়াছিলেন। ভূমধ্যসাগরে যে সাগরগর্ভচর পোতের প্রয়োজন হইবে জার্ম্মাণেরা তাহা অনেক-দিন হইতেই বুঝিয়াছিলেন। কফু দ্বীপে জার্ম্মাণ সম্রাটের একটী প্রমোদাবাস ছিল; তাঁহারা এখানে প্রচুর তৈল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন; ঈজিয়ান্ উপসাগরস্থ শৈলাকীর্ণ দ্বীপসমূহেও তাঁহারা অনেক গহনস্থান নির্দ্দিষ্ট রাখিয়াছিলেন। এ সমস্তই সাগরগর্ভচর পোতের ব্যবহারার্থ।

ভূমধ্যসাগরে ইংরাজ ও ফরাসী পোতবাহিনীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ডার্ডানেল্‌শের পথটী উন্মুক্ত করা। এই প্রণালীটী অতি সঙ্কীর্ণ। জার্ম্মাণেরা ইহার উভয় পার্শ্বে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া এবং জলের মধ্যে অসংখ্য প্রস্ফোটনপূর্ণ পাত্র স্থাপন করিয়া ইহাকে সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে ইংরাজপক্ষ এই পথে প্রবেশ করিয়া কন্‌ষ্টাণ্টিনোপ্‌ল্ আক্রমণ করিলে তুর্কেরা নিরুদ্যম হইয়া পড়িবেন। অধিকন্তু ডার্ডানেল্‌স্ রুদ্ধ থাকিলে রুশিয়ার বাণিজ্যও বন্ধ হইবে। ইংরাজেরাও ইহাই বুঝিয়া বলপ্রয়োগে ডার্ডানেল্‌স্ উন্মুক্ত করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাঁহারা যথাসময়ে সমস্ত আয়োজন করিতে পারেন নাই; অপিচ এই দুঃসাধ্যকার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য কেবল পোতবাহিনীর উপরই নির্ভর করিয়াছিলেন। কিন্তু তুর্কেরা জার্ম্মাণদিগের পরামর্শে গ্যালিপলির পর্ব্বতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কামান লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন; ইংরাজ রণপোত হইতে সেগুলি দেখা যাইত না; নষ্ট করিবারও উপায় ছিল না। প্রস্ফোটনপূর্ণ পাত্রের সজ্ঘর্ষেও ইংরাজদিগের কয়েকখানি বড় বড় পোত বিনষ্ট হইল। অবশেষে স্থলভাগে যুদ্ধ করিবার জন্য ইংরাজ ও ফরাসীরা গ্যালিপলিতে সেনা পাঠাইলেন; কিন্তু এই উপদ্বীপটী একে পর্ব্বতাকীর্ণ, তাহার উপর আবার কামান ও দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত ছিল বলিয়া তাঁহারা

কোন সুবিধা করিতে পারিলেন না। কয়েক মাসের মধ্যে তাঁহাদের প্রায় একলক্ষ সৈন্য হতাহত হইল এবং ১৯১৫ অব্দের শরৎকালে তাঁহারা এখান হইতে সেনা তুলিয়া সালোনিকাতে লইয়া গেলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

স্থলযুদ্ধ।

(ক) পশ্চিম প্রান্তে।

সেনাপতিগণ কি অভিপ্রায়ে কোথায় সেনাসমাবেশ করেন তাহা অপরের জানিবার সুবিধা নাই; শেষে ফল দেখিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য অনুমান করিয়া লইতে হয়। অতএব বর্ত্তমান অধ্যায়ে যাহা বলা যাইতেছে, তাহা প্রধানতঃ অনুমানমূলক বলিয়া ধরিতে হইবে। এইরূপ অনুমান যে সকল সময়ে অভ্রান্ত তাহা মনে করা যায় না।

জার্ম্মাণেরা বোধ হয় প্রথমে ফ্রান্সের সর্ব্বনাশসাধনেই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, রুশিয়ার পক্ষে সমস্ত সেনাবল সুসজ্জিত করিতে অনেক সময় লাগিবে; বিশেষতঃ জার্ম্মাণির পূর্ব্বপ্রান্ত যখন সুরক্ষিত, তখন রুশেরা হঠাৎ সেখানে কোন অনিষ্ট করিতে পারিবেন না; অতএব ফ্রান্স্ জয় করিবার জন্যই জার্ম্মাণির অধিকাংশ সৈন্য নিয়োজিত হইতে পারে।

সুইট্জারল্যাণ্ডের নিকটস্থ রাইননদীর তীরবর্ত্তী একটী স্থান হইতে ফ্রান্স্ ও জার্ম্মাণির সাধারণ সীমার আরম্ভ। সেখান হইতে ইহা উত্তর পশ্চিমাভিমুখী হইয়া বোঝ্ নামক পার্ব্বত্য অঞ্চলের ভিতর দিয়া গিয়াছে। এখানে প্রকৃতিই অনেক পরিমাণে ফ্রান্সের রক্ষা করিতেছেন, কারণ পর্ব্বত থাকায় সহসা কোন আততায়ী আসিয়া এ অংশ আক্রমণ করিতে পারে না। বোঝের বাহিরে সাধারণ সীমাটী আবার সমতল প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে; এই প্রদেশের প্রধান নদী মোজেল রাইনের একটী উপনদী। তাহার পর আবার পার্ব্বত্য ও বনাকীর্ণ ভূমি; এই অঞ্চলের নাম আর্ডেন। অতঃপর ফ্রান্সের ঈশানকোণে বেলজিয়ামের সীমান্তে ফ্রান্স্ ও জার্ম্মাণির সাধারণ সীমা শেষ হইয়াছে।

এই সুদীর্ঘ সাধারণসীমার নানা অংশে ফ্রান্সের অনেকগুলি দুর্গ আছে:— সর্ব্বদক্ষিণে বেল্ফোর্; মধ্যভাগে বার্ডান্; বেল্জিয়াম্-সীমান্তে মোবাঝ্। জার্ম্মাণসেনার অধিকাংশ বেল্জিয়ামের ভিতর দিয়া মোবাঝের অভিমুখে এবং

কিয়দংশ লাক্সেম্বর্গের ভিতর দিয়া বার্ডানের অভিমুখে যাত্রা করে। উত্তরে একস্ লা-সাপেল্ এবং দক্ষিণে মেট্স্ নগর হইতে তাঁহারা সেনা পরিচালনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। একস্ ও মোবাঝের মধ্যভাগে উদাসীনরাজ্য বেল্জিয়ামের কিয়দংশ অবস্থিত। জার্ম্মাণেরা ভাবিলেন কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহারা এই অংশ অতিক্রম করিয়া মোবাঝে উপস্থিত হইতে পারিবেন।
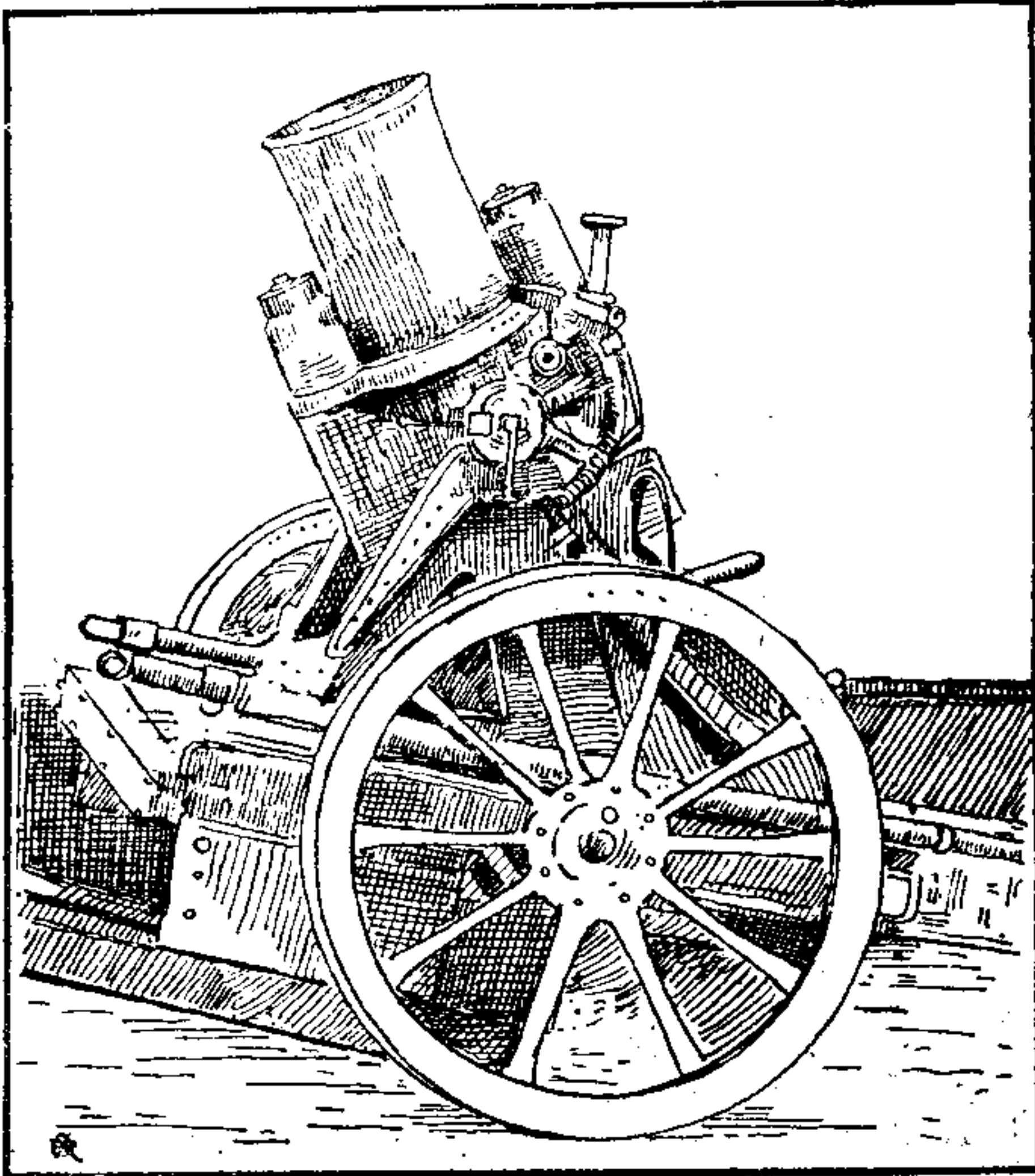
হাউইট্জার্।

জার্ম্মাণেরা সেনা-পরিচালনার্থ এমন সুব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন, পূর্ব্ব হইতে এমন আয়োজন করিয়াছিলেন এবং এত শীঘ্র শীঘ্র অগ্রসর হইলেন যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহারা বেলজিয়ামের সীমান্তে গিয়া পৌঁছিলেন। কিন্তু এই

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বেলজিয়ামের বাহিনী তাঁহাদিগকে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হইল। জার্ম্মাণেরা দেখিলেন এ অবস্থায় লিয়েঝ্ নগর অধিকার না করিয়া অগ্রসর হওয়া অকর্ত্তব্য, কারণ তত্রত্য দুর্গগুলি বেল্জিয়ান্দিগের হাতে থাকিলে তাঁহারা জার্ম্মাণদিগকে পশ্চাদ্ভাগ হইতে আক্রমণ করিতে পারেন। কিন্তু তখন তাঁহাদের সঙ্গে সুদৃঢ়-দুর্গধ্বংসোপযোগী কামান ছিল না। তখন কালক্ষেপ করাও বিপজ্জনক। এই নিমিত্ত তাঁহারা পদাতিক সৈন্য দ্বারাই লিয়েঝ্ আক্রমণ করিলেন। ইহাতে তাঁহাদের বহু লোকক্ষয় হইল বটে ; কিন্তু তাঁহারা দুর্গগুলি অধিকার করিলেন।

লিয়েঝের পর নেমুর। এই দুর্গ অধিকারার্থ জার্ম্মাণেরা হাউইট্জার্ নামক কামান আনয়ন করিলেন ; কাজেই কয়েকদিন বিলম্ব হইল। কামান আনীত হইলে তাঁহারা তদ্দ্বারা বড় বড় গোলা নিক্ষেপ করিয়া নেমুর বিধ্বস্ত করিলেন, এবং অতঃপর বেল্জিয়ামের রাজধানী ব্রাসেল্স্ও হস্তগত করিলেন। ব্রাসেল্সের অধিবাসীরা বার কোটি টাকা দিল বলিয়া জার্ম্মাণেরা নগরটী ধ্বংস করিলেন না ; কিন্তু বেল্জিয়ামের মধ্যখণ্ডস্থ অন্য সমস্ত নগর ও গ্রামই তাঁহারা অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করিলেন। বেল্জিয়ামের ক্ষুদ্র সেনা জার্ম্মাণদিগের গতিরোধ করিতে পারিল না ; কিন্তু পরাজয়ও স্বীকার করিল না। তাহারা যুদ্ধ করিতে করিতে উত্তরাভিমুখে এণ্টোয়ার্প নগরের দিকে হঠিয়া চলিল।

এদিকে ফরাসীরাও সেনা সমবেত করিতেছিলেন এবং ইংরাজসেনা বুলোঁ নগরে অবতরণ করিয়াছিল। বেল্জিয়ামে অক্লেশে জয়লাভ করিলেও জার্ম্মাণেরা এখন অধিকতর বাধা পাইতে লাগিলেন ; তথাপি তাঁহারা অগ্রসর হইতে ক্ষান্ত হইলেন না এবং মোবাঝ্ হইতে বার্ডান্ পর্য্যন্ত সমগ্র ইংরাজ ও ফরাসীসেনা তাঁহাদের আক্রমণনিবারণে অক্ষম হইয়া পশ্চাতে হঠিতে আরম্ভ করিল।

তখন ইংরাজদিগের প্রধান সেনানী ছিলেন সার্ জন্ ফ্রেঞ্চ্। তাঁহার অধীন ইংরাজসেনার পরিমাণ বোধ হয় এক লক্ষের অধিক ছিল না। ইংরাজসেনাই তাঁহাদিগকে অধিক বাধা দিতেছেন দেখিয়া জার্ম্মাণেরা ইহার সম্পূর্ণ বিলোপসাধনার্থ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

ইংরাজসেনা তখন বহুদূর হঠিয়া গিয়া বেলজিয়ামের অন্তঃপাতী মোন্স্ নামক স্থানে পৌছিয়াছিল (২২শে আগষ্ট, ১৯১৪)। ইহার পর দিনই সেনাপতি ফ্রেঞ্চ্ সেনাপতি জোফ্রের নিকট হইতে সংবাদ পাইলেন যে উত্তর দিক্ হইতে প্রায় দুইলক্ষ জার্ম্মাণ সৈন্য তাঁহাকে বামপার্শ্বে আক্রমণ করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছে এবং তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বস্থ ফরাসী সৈন্য পরাভূত হইয়া পরাবর্ত্তন করিতেছে। কাজেই ফ্রেঞ্চ দেখিলেন তাঁহাকেও হঠিতে হইবে, নচেৎ পরিত্রাণ নাই। তিনি ২৪শে আগষ্ট সূর্য্যোদয়ের পর হঠিতে আরম্ভ করিলেন এবং মোবাঝের দুর্গের নিকট উপস্থিত

হইলেন। জার্ম্মাণেরা তাঁহাকে এখানে আবদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন এবং তজ্জন্য ২৫শে আগষ্ট উভয়পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হইল। ইংরাজেরা ছত্রভঙ্গ হইলেন না; তাঁহারা সুশৃঙ্খলভাবে পশ্চিমাভিমুখে হঠিতে হঠিতে ঐ দিন সন্ধ্যার সময় কঁব্রে নামক স্থানে উপনীত হইলেন। কিন্তু এখানেও তাঁহারা বিশ্রাম পাইলেন না। তাঁহারা ২৬শে সমস্ত দিবারাত্র হঠিয়া গেলেন এবং ২৭ ও ২৮ তারিখে ফরাসীদিগের নিকট হইতে কিছু সাহায্য পাইলেন। তখন তাঁহারা কঁপেয়েন নামক স্থানে গিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। মোন্‌স্ হইতে কঁপেয়েনের দূরত্ব প্রায় ৭০ মাইল। প্রবল শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে করিতে সুশৃঙ্খলভাবে এতদূর হঠিয়া যাওয়া অতি কঠিন ব্যাপার। ইহাতে ইংরাজদিগের বহু সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধোপকরণাদির কিছুমাত্র শত্রুহস্তে পতিত হয় নাই।

জার্ম্মাণপক্ষেও যে লোকক্ষয় কম হইয়াছিল তাহা নহে। তাঁহারা ইংরাজদিগের ব্যূহভেদ করিবার জন্য কতবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কত সাহস ও উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অপিচ সপ্তাহকাল অবিরত যুদ্ধ করিতে করিতে এত দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া শেষে তাঁহারাও নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

কঁপেয়েনে পৌঁছিয়া ইংরাজেরা নিরাপদ্ হইলেন; ফরাসীরা আমিয়্যাঁ হইতে একদল সৈন্য আনিয়া তাঁহাদের বামভাগে রাখিলেন এবং সকলে মিলিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিতে চলিতে ক্রমান্বয়ে এন্ ও মার্ণ্ নদী পার হইয়া গেলেন।

এদিকে জার্ম্মাণেরা রীমজ্ নগর অধিকার করিলেন। পাছে পারিশও জার্ম্মাণহস্তে পতিত হয় এই আশঙ্কায় ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সমস্ত কাগজপত্র, এবং ফরাসী ব্যাঙ্ক তাঁহাদের সমস্ত স্বর্ণ রৌপ্য সুদূরবর্ত্তী বর্ডো নগরে প্রেরণ করিলেন; স্থির হইল যে প্রয়োজন হইলে ঐ নগরই অস্থায়িভাবে ফ্রান্সের রাজধানীরূপে গণ্য হইবে। এই সময়ে জার্ম্মাণেরা পারিশের প্রায় দশমাইল মাত্র দূরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। অতএব তাঁহারা অবিলম্বেই যে অগ্নিবৃষ্টি করিয়া পারিশ ছারখার করিবেন এ আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক ছিল না।

সৌভাগ্যক্রমে জার্ম্মাণেরাও তখন নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা প্রায় একমাস কাল অবিশ্রান্তভাবে যুদ্ধ করিয়াছেন; তাঁহারা এত দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়াছিলেন যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রসদ ও যুদ্ধোপকরণ সঙ্গে আনিতে পারেন নাই; কাজেই পারিশ অবরোধ করিতে পারেন এমন শক্তি আর তখন তাঁহাদের ছিল না। সম্ভবতঃ এই কারণে আর অগ্রসর হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাদের দক্ষিণপার্শ্ব বামদিকে পরাবর্ত্তন পূর্ব্বক পারিশ হইতে দূরে সরিয়া গেল।

জার্ম্মাণদিগের পরাবর্ত্তন ৩রা সেপ্টেম্বর আরম্ভ হইল। অমনি পারিশের নিকটে
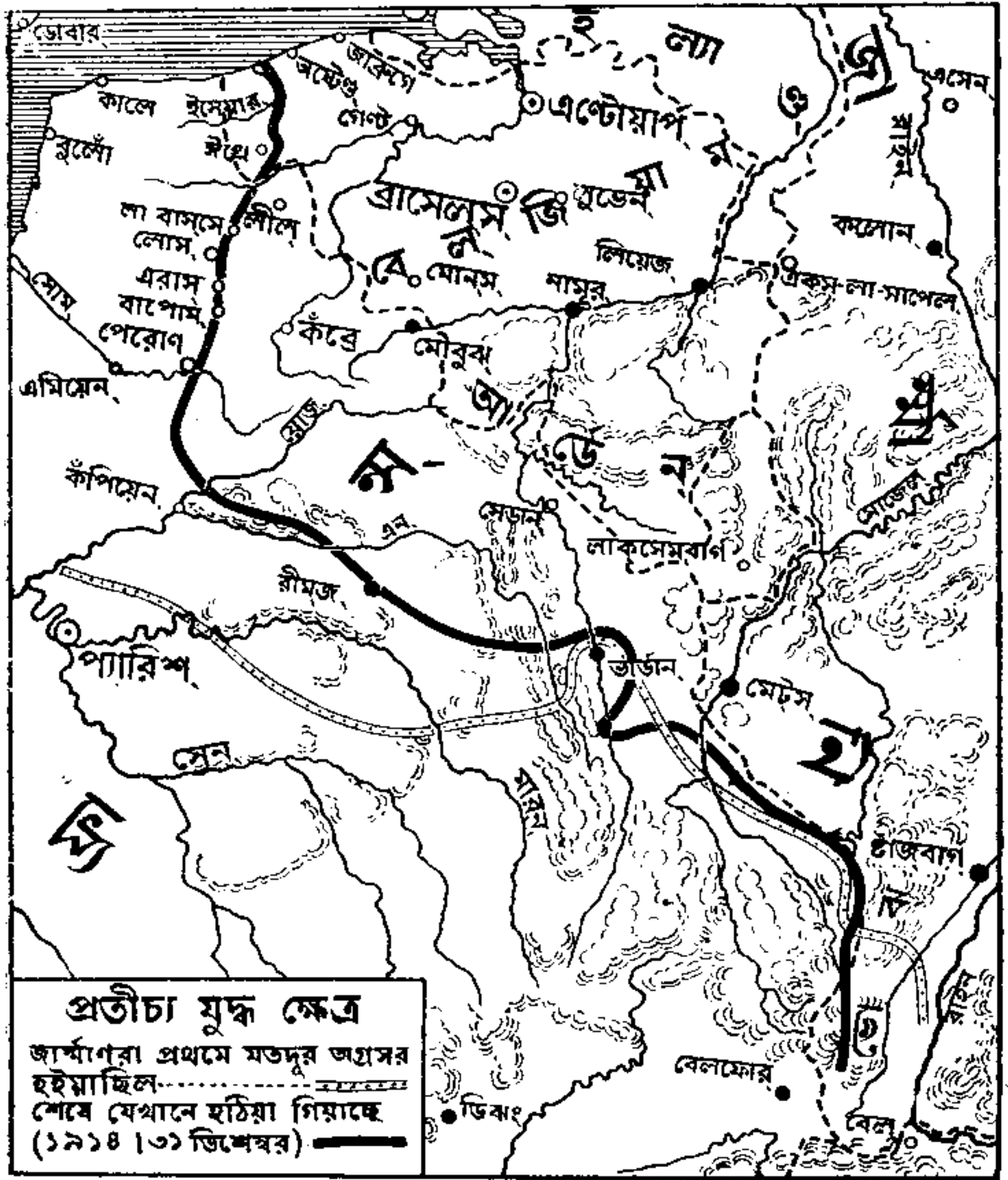
ডোবার
কালে
বুলোঁ
অষ্টেণ্ড
গেণ্ট
ঈপ্রে
এণ্টোয়ার্প
এসেন
ব্রাসেলস
লা বাসে
লীলে
লোস
এরাস
বাপোম
পেরোণ
এমিয়েন
মোনস
নামুর
লিয়েজ
এক্স-লা-সাপেল
কাঁব্রে
মৌবুঝ
কাঁপিয়েন
সেডান
লাক্‌সেমবার্গ
রীমজ
প্যারিশ
ভার্ডান
মেটস
সেন
বেলফোর
ডিঝং
প্রতীচ্য যুদ্ধ ক্ষেত্র
জার্মাণেরা প্রথমে যতদূর অগ্রসর হইয়াছিল
শেষে যেখানে হঠিয়া গিয়াছে (১৯১৪ | ৩১ ডিসেম্বর)
মাইলের স্কেল
১০ ০ ৫০

যে ফরাসীসেনা ছিল তাহা অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে পশ্চাদ্ভাগে আক্রমণ করিল। জার্ম্মাণেরা তখন মার্ণ নদীর তীরে ছিলেন; কাজেই এই যুদ্ধ 'মার্ণের যুদ্ধ' নামে অভিহিত। এখানে জার্ম্মাণেরা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইলেন এবং অতঃপর উত্তরাভিমুখে হটিতে লাগিলেন। ফলতঃ যে জার্ম্মাণ আক্রমণস্রোত এতদিন প্রবলবেগে অগ্রসর হইতেছিল, মার্ণের যুদ্ধে তাহা প্রতিহত হইল; তাঁহারা এ যাত্রা পারিশের আশা ত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষার জন্যই ব্যগ্র হইলেন।

জার্ম্মাণেরাও অতি সুকৌশলে পরাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ৭ই সেপ্টেম্বর হইতে কয়েকদিন পর্য্যন্ত ক্রমাগত তাঁহাদের সহিত ফরাসীসেনার ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল; কিন্তু তাঁহাদের ব্যূহভঙ্গ হইল না। তাঁহারা শেষে এন্ নদী অতিক্রমপূর্ব্বক উহার উত্তর পারে একটী সুরক্ষিত স্থানে চলিয়া গেলেন।

জার্ম্মাণজাতির অসাধারণ দূরদর্শিতার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। পারিশ আক্রমণ করিতে গিয়া যদি পরাবর্ত্তন করিতে হয় তবে এনের উত্তরস্থ এই স্থানে অবস্থিতি করিলেই যে সবিশেষ সুবিধা হইবে ইহা তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য ইহাকে সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন তাঁহারা ইহার পুরোভাগে কুল্যা খনন করিয়া স্থানটীকে দুর্জ্জয় করিয়া তুলিলেন; কাহারও সাধ্য রহিল না যে সম্মুখভাগ হইতে আক্রমণপূর্ব্বক ইহা অধিকার করিতে পারে। ইহার কিছুদিন পরে জার্ম্মাণেরা বেল্‌জিয়ামের অন্তঃপাতী সুপ্রসিদ্ধ এণ্টোয়ার্প্ নগরটীও হস্তগত করিলেন।

অতঃপর উত্তরে সমুদ্র এবং দক্ষিণে বোঝ্ পর্য্যন্ত শত শত মাইল ব্যাপিয়া অসংখ্য কুল্যা খনন করা হইল; এদিকে শীতকাল দেখা দিল; তখন উভয়পক্ষই কুল্যাযুদ্ধে নিরত হইল। ইতিহাসে যে সকল প্রসিদ্ধ দুর্গাবরোধের বর্ণনা দেখা যায়, কুল্যাযুদ্ধও কতকটা তাহারই অনুরূপ; প্রভেদ এই যে ইহাতে যোদ্ধারা অধিকাংশ সময় কুল্যার মধ্যে অবস্থিতি করে। যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় পক্ষেই সহস্র সহস্র কুল্যা ও গভীর গুহা খনন করিয়াছেন; প্রত্যেক কুল্যার সহিত অনেকগুলি গুহার সংযোগ আছে। সৈনিকেরা এই সকল গুহায় বাস করে ও নিদ্রা যায়, খাদ্যাদি রাখে ও যুদ্ধসংক্রান্ত মন্ত্রণা করে। কুল্যা ও গুহাগুলি বিদ্যুতের সাহায্যে আলোকিত; দূরশ্রবণ যন্ত্রের সাহায্যে এক কুল্যার সহিত কুল্যান্তরের কথাবার্ত্তাও চলিতে পারে। কোন কোন কুল্যা এমন সুকৌশলে নির্ম্মিত যে তাহার মধ্যে বাস করিতে কোন কষ্ট হয় না; কিন্তু অধিকাংশ কুল্যা অতি জঘন্য—কর্দ্দমে, জলে বা হিমে পূর্ণ। কিন্তু কষ্টভোগ করিলেও সৈনিকেরা কুল্যাত্যাগ করিতে পারে না। উভয়পক্ষের কুল্যাগুলি কোন কোন স্থানে পরস্পরের এত নিকটে অবস্থিত যে এক পক্ষে কোন কথা বলিলে অন্য পক্ষে তাহা শুনিতে পায়। অপিচ বর্ত্তমানকালের আগ্নেয়াস্ত্রগুলির

এমন অব্যর্থ সন্ধান যে কেহ কুল্যার বাহিরে গিয়া বিপক্ষের দৃষ্টিগোচর হইলে তাহার আর নিস্তার নাই।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিবেন, এরূপ অবস্থায় যুদ্ধ চলে কিরূপে? নিম্নে তাহা বলা যাইতেছে :—

প্রথমতঃ, কুল্যার মধ্যে পরিবীক্ষণ নামে একপ্রকার যন্ত্র আছে। তাহার সাহায্যে কুল্যাবাসিগণ ভূপৃষ্ঠে কি হইতেছে দেখিতে পায়। কুল্যার পুরোবর্ত্তী বপ্রগুলির মধ্যে শত শত রন্ধ্রপথে রাইফল বন্দুক ও যান্ত্রিক বন্দুক থাকে; পরিবীক্ষণের সাহায্যে শত্রুপক্ষকে লক্ষ্য করিয়া তাহা দ্বারা গুলি করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ, প্রস্ফোটনপূর্ণ বোমার ব্যবহারও খুব চলিতেছে; লোকে কুল্যার ভিতর হইতে এই সমস্ত নিক্ষেপ করিয়া বিপক্ষের কুল্যাবিধ্বংসে নিরত রহিয়াছে।

তৃতীয়তঃ, একপক্ষের লোকে অপর পক্ষের কুল্যার নিম্নভাগ পর্য্যন্ত কুল্যান্তর খনন করিতেছে এবং তাহাতে বারুদ পুরিয়া উপরিস্থ কুল্যা উড়াইয়া দিতেছে। ইহাতে পুরোবর্ত্তী যে স্থান উন্মুক্ত হইতেছে, তাহারা গিয়া উহা অধিকার করিতেছে।

চতুর্থতঃ, প্রত্যেক পক্ষের পশ্চাদ্ভাগে দূরে দূরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কামান রহিয়াছে। সেই সকল কামান হইতে অব্যর্থ সন্ধানে বিপক্ষের কুল্যার উপর প্রস্ফোটনপূর্ণ গোলা নিক্ষিপ্ত হইতেছে। গোলা গুলি বিদীর্ণ হইয়া কুল্যা ভাঙ্গিতেছে, তত্রত্য যোদ্ধাদিগেরও প্রাণনাশ করিতেছে।

পঞ্চমতঃ, যান্ত্রিক বন্দুকের সম্মুখে অগ্রসর হওয়া একরূপ অসম্ভব দেখিয়া ইংরাজেরা 'ট্যাঙ্ক্' নামক এক প্রকার প্রকাণ্ড শকট প্রস্তুত করিয়াছেন। এই শকটগুলির বহির্ভাগ স্থূল লৌহফলকে মণ্ডিত। ইহাদের অভ্যন্তরে যে বড় বড় যন্ত্র আছে, তাহাদের সাহায্যে ইহারা সমান অসমান সর্ব্বপ্রকার ভূমির উপর দিয়া চলিতে পারে। এইগুলি লইয়া ইংরাজেরা শত্রুপক্ষের কুল্যার নিকট যাইতেছেন; যান্ত্রিক বন্দুক দ্বারা অবিরত অগ্নিবৃষ্টি করিতেছেন এবং যখন শকটস্থ যোদ্ধারা কুল্যাবাসী জার্ম্মাণদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, তখন ইংরাজ পদাতিকেরা তাহাদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতেছে।

নৈশযুদ্ধ এখন নিত্যঘটনা হইয়াছে। কিন্তু এসকল খণ্ডযুদ্ধমাত্র। শত্রুকে হঠাইয়া দিবার জন্য উভয়পক্ষে বহু সৈন্য লইয়াও বড় বড় যুদ্ধ করিতেছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রধান :—

(১) জার্ম্মাণকর্ত্তৃক ঈপ্‌র্ অধিকার করিবার চেষ্টা। মার্‌ণের যুদ্ধের পর ইংরাজ-সেনা এন্ নদীতীর হইতে ফ্লাণ্ডার্সে চলিয়া যায় এবং ঈপ্‌র্‌নামক স্থানে অবস্থিতি করে। ইংরাজসেনার বামপার্শ্বে বেল্‌জিয়ামের সেনা ছিল। জার্ম্মাণেরা এই ব্যূহ ভেদ

করিয়া কালে নগরে যাইবার অভিপ্রায়ে ঈপ্‌র্‌ আক্রমণ করেন এবং প্রায় একপক্ষকাল তুমুল যুদ্ধ চলে; উভয়পক্ষেই বহুলোক হতাহত হয়; কিন্তু জার্ম্মাণেরা ইংরাজদিগের ব্যূহ ভেদ করিতে পারেন নাই।

(২) ১৯১৫ অব্দে ইংরাজকর্তৃক নিয়ুবসাপেল ও লোস্‌ অধিকার করিবার চেষ্টা। এই যুদ্ধও বহুদিন চলিয়াছিল। কুল্যার পুরোভাগে কণ্টকযুক্ত লৌহতারের বৃতি এবং পশ্চাদ্‌ভাগে বড় বড় কামান থাকিলে তাহা যে কেবল লোকবলে অধিকার করা অসাধ্য, এ যুদ্ধেও তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

(৩) সঁপং অঞ্চলে ফরাসীকর্তৃক জার্ম্মাণদিগের কুল্যা অধিকার করিবার চেষ্টা। ১৯১৫ অব্দে যে সকল বড় যুদ্ধ হয় তন্মধ্যে এইটীতেই আক্রমণকারীরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফললাভ করেন। জার্ম্মাণদিগের অনেকে বন্দী হয়; জার্ম্মাণসেনা কিয়দ্দূর হঠিয়াও যায়; কিন্তু জার্ম্মাণব্যূহ ভগ্ন হয় নাই।

(৪) জার্ম্মাণকর্তৃক বার্ডান্‌ অধিকার করিবার চেষ্টা। ১৯১৫-১৬ অব্দের শীতকালেই জার্ম্মাণেরা এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং ১৯১৬ অব্দের বসন্তকালে ভূপৃষ্ঠস্থ তুষার দ্রবীভূত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা ইহা আরম্ভ করেন। চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে অনেকগুলি সুদৃঢ় দুর্গ আছে বলিয়া বার্ডান্‌ অতি সুরক্ষিত নগর। কিন্তু যে অঞ্চলে ইহা অবস্থিত তাহা পর্ব্বতাকীর্ণ ও বনাবৃত বলিয়া আক্রমণকারীদিগের পক্ষেও সুবিধাজনক। জার্ম্মাণেরা এই স্থানটী অধিকার করিবার জন্য অশ্রুতপূর্ব্ব আয়োজন করিয়াছিলেন। তাঁহারা শত শত প্রকাণ্ড কামান আনিয়া তাহা হইতে ফরাসীদুর্গগুলির উপর অবিরত প্রস্ফোটনপূর্ণ গোলা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, এবং যখনই ভাবিয়াছিলেন, দুর্গস্থ সেনা বিনষ্ট হইয়াছে, তখনই সহস্র সহস্র পদাতি লইয়া দুর্গাধিকারার্থ ধাবিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; ফরাসীরা আগ্নেয়াস্ত্রের প্রয়োগে তাঁহাদের তুল্যকক্ষ ছিলেন; জার্ম্মাণেরা যখন কামান দাগিতেন, তখন তাঁহারা গুহার মধ্যে লুকাইয়া রহিতেন। জার্ম্মাণ পদাতিরা যখন অগ্রসর হইত তখন তাঁহারা যান্ত্রিক বন্দুকের সাহায্যে তাহাদিগের সংহার করিতেন। এই নিমিত্ত বার্ডানে যত জার্ম্মাণসৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল, অন্য কোথাও তত হয় নাই।

জার্ম্মাণেরা ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া বার্ডানের তিন মাইল ব্যবধানে গিয়া পৌঁছিয়াছিলেন; কিন্তু তখন সোম্‌ নদীর ধারে ইংরাজেরা অপর একদল জার্ম্মাণসৈন্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন; ইহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য বার্ডান্‌ হইতে সেনা তুলিয়া লইবার প্রয়োজন হইল; ফরাসীদিগের অদ্ভুত আত্মরক্ষাক্ষমতা দেখিয়াও জার্ম্মাণেরা ভগ্নোৎসাহ হইলেন। কাজেই তাঁহারা বার্ডানের আশা ত্যাগ করিলেন। ইহার কয়েক সপ্তাহ পরে

অর্থাৎ ১৯১৬ অব্দের শরৎকালে ফরাসীরা জার্ম্মাণদিগকে বার্ডানের নিকট হইতে দূর করিয়া দিলেন।

আরাস্ নগরের দক্ষিণে সোম্ নদীর ধারে অতি অল্প দিন হইল ভীষণ যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণেরা এই অঞ্চলে ভূগর্ভে কুল্যা খনন করিয়া যে সকল সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে কেহ কখনও সেরূপ দেখে নাই। তাহাদের প্রকোষ্ঠগুলি এত বড় যে এক একটীতে সহস্র সহস্র লোক থাকিতে পারে। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে বৈদ্যুতিক উত্তোলন-যন্ত্র ছিল; তাহার সাহায্যে যোদ্ধারা ইচ্ছা করিলেই উঠিতে নামিতে পারিত। ইংরাজ ও ফরাসীসেনা যখন এই দুর্গগুলি আক্রমণ করিল, তখন জার্ম্মাণেরা প্রাণপণে তাহাদিগকে বাধা দিতে লাগিলেন; কিন্তু আক্রমণকারীরা সপ্তাহের পর সপ্তাহ মুষলধারে প্রস্ফোটনপূর্ণ গোলা নিক্ষেপ করিয়া দুর্গগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিলেন; তাঁহাদের পদাতিগণ পুনঃ পুনঃ অগ্রসর হইয়া শত্রুপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলিল, নিজেদের যে সহস্র সহস্র লোক মারা গেল তাহাতেও নিরুদ্যম হইল না। কাজেই জার্ম্মাণেরা পরাস্ত হইলেন।

ইহার পর হিণ্ডেন্‌বার্গ্ এ অঞ্চলে জার্ম্মাণসেনার অধিনায়ক হইয়াছেন। তাঁহার পরামর্শে জার্ম্মাণেরা এখন অনেকদূর হঠিয়া গিয়াছেন; এ দিকে ইংরাজ ও ফরাসী সেনা ভীমপরাক্রমে তাঁহাদিগকে আক্রমণ আরম্ভ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে। এই ভীষণ যুদ্ধের এখনও শেষ হয় নাই; কিন্তু জার্ম্মাণেরা যেরূপ পরাজিত হইতেছেন তাহাতে মনে হয় তাঁহাদের আর সে তেজ নাই এবং অচিরে এ অঞ্চলে তাঁহাদের সম্পূর্ণ বল ভঙ্গ হইবে।

১৯১৫ অব্দের শেষ পর্য্যন্ত ইংরাজপক্ষের প্রধান অসুবিধা ছিল গোলাগুলি প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণের অভাব। এ সম্বন্ধে রাজপুরুষেরা প্রথমে কিছু অদূর-দর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহারা বিপুল সেনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু সেনার যাহা অত্যাবশ্যক তাহা সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন নাই। পক্ষান্তরে জার্ম্মাণ-পক্ষে এ সমস্ত দ্রব্যের কিছুমাত্র অভাব ছিল না। জার্ম্মাণেরা জানিতেন আগ্নেয়া-স্ত্রের উৎকর্ষের উপরই জয় নির্ভর করিবে। তাঁহারা যে সকল বড় বড় কামান প্রস্তুত করিয়াছেন এবং যেরূপ সহজে সেগুলি একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইতেছেন, তাহা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছেন। এসেন্ নগরে ক্রুপের যে কারখানা আছে, কেবল সেখানেই প্রায় আড়াই লক্ষ শিল্পী নিযুক্ত রহিয়াছে। আগ্নেয়াস্ত্রনির্ম্মাণে ইহারা সকলেই সিদ্ধহস্ত। সৌভাগ্যের বিষয় শ্রীযুক্ত লয়েড্ জর্জের চেষ্টায় ইংরাজেরাও শেষে এদিকে মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং ইংল্যাণ্ডের কারখানাগুলি হইতে এখন প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত হইতেছে।

(খ) পূর্ব্বপ্রান্তে।

য়ুরোপীয় সমরাঙ্গণের পূর্ব্বপ্রান্তে কি হইতেছে তাহা বুঝিবার জন্য একবার মানচিত্রে বিষ্টুলা নদীর দিকে দৃষ্টিপাত কর। ইহার তীরবর্ত্তী টরন্, ওয়ার্স ও ক্রাকো এই নগরত্রয় যথাক্রমে জার্ম্মাণি, রুশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার অধিকারভুক্ত। যে অঞ্চল দিয়া বিষ্টুলা গিয়াছে তাহা সমতল; কাজেই তাহার প্রায় সর্ব্বত্র সেনা-পরিচালনের বেশ সুবিধা। কেবল প্রুশিয়ার ঈশানকোণে কতকগুলি হ্রদ ও বিল থাকায় যাতায়াতের কিছু ব্যাঘাত হয়। কিন্তু এখানেও জার্ম্মাণেরা এত রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিয়াছেন যে সহজেই একস্থান হইতে স্থানান্তরে সেনা ও যুদ্ধোপকরণ প্রেরণ করা যায়। এইজন্য তাঁহারা ইহার যেখানে ইচ্ছা অনায়াসে সমধিক শক্তি বিনিবেশিত করিতে পারেন।

পোল্যাণ্ডে রেলওয়ে অল্প; যাহা ছিল তাহাও বোধ হয় বর্ত্তমান যুদ্ধে বিধ্বস্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে রুশিয়ার লাভ ভিন্ন অলাভ নাই; কারণ রেলওয়ের অভাবে জার্ম্মাণদিগের পক্ষে বড় বড় কামান ও অন্যান্য যন্ত্র বহন করা কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। পক্ষান্তরে রুশদিগের যখন যন্ত্র ও বড় কামান একরূপ নাই বলিলেই হয়, তখন রেলওয়ের অভাবেই বা বেশি কি ক্ষতি?

পূর্ব্বপ্রান্তের যুদ্ধক্ষেত্র মোটামুটি তিন অংশে বিভাগ করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান প্রকরণে আমরা তাহাদের প্রত্যেক অংশের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি আলোচনা করিব।

পূর্ব্বপ্রান্তে প্রুশিয়ার পূর্ব্বখণ্ডেই প্রথম যুদ্ধারম্ভ হয়। অনেকে ভাবিয়াছিলেন রুশেরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন নাই; তাঁহারা শীঘ্র প্রুশিয়া আক্রমণ করিতে পারিবেন না। কিন্তু জার্ম্মাণেরা যখন ফ্রান্স্ আক্রমণ করিলেন, তখন রুশেরা তাঁহাদিগকে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বপ্রান্তে আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে আশাতীত ক্ষিপ্রকারিতার সহিত প্রুশিয়ার পূর্ব্বখণ্ডে সেনা পাঠাইলেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা জার্ম্মাণজাতির প্রকৃত বল বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই এই দুঃসাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রথম কয়েকদিন বিজয়ী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষে ট্যানেন্‌বার্গ্ নামক স্থানে জার্ম্মাণ সেনাপতি হিণ্ডেন্‌বার্গ্ তাঁহাদিগকে এমনভাবে পরাস্ত করিলেন যে, তাঁহাদের বহু সহস্র লোক নিহত হইল এবং বহু সহস্র শত্রুহস্তে পড়িয়া জার্ম্মাণিতে অবরুদ্ধ রহিল।

ইহার পর জার্ম্মাণেরা পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলেন এবং অতি দ্রুতবেগে ওয়ার্সনগরের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। তখন গ্রাণ্ড্ ডিউক্ নিকোলাস্ এই অঞ্চলে রুশসেনার অধিনেতা ছিলেন। তাঁহার সুকৌশলে হিণ্ডেন্‌বার্গ্ এ যাত্রা কিছু

প্রাচ্য যুদ্ধক্ষেত্র
রিগা উপ-সাগর
রিগা
ডুইনা নদী
ডুইনস্ক
বাল্টিক সাগর
কবনো
কনিগসবার্গ
ডান্‌ট্‌জিগ
বিলনা
জার্ম্মানি
টানেনবার্গ
মিনস্ক
গ্রড্‌নো
টরুণ
রুশিয়া
ওয়ার্সঃ
লোড্‌জ
পিনস্ক
ব্রেষ্ট-লিটোবস্ক
প্রিপেট্‌ নদী
পোল্যাণ্ড
কোবেলে
লুব্‌লিন
ক্রাকো
গ্যালিসিয়া
প্জেমিসল
লেম্বার্গ
টার্ণোপল
কার্পেথিয়ান পর্ব্বত
হাঙ্গারি
নীষ্টার নদী
চার্নোবিট্‌স

করিতে পারিলেন না। ইহার পর ১৯১৪ অব্দের শীতকালে জার্ম্মাণেরা আবার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলেন এবং আবার ব্যর্থমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শেষে ১৯১৫ অব্দের গ্রীষ্মকালে যখন তাঁহারা তৃতীয় বার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলেন, তখন তাঁহারা কৃতকার্য্য হইলেন। কিন্তু এই ঘটনা বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে দেখা যাউক অষ্ট্রিয়ার অধিকারভুক্ত গ্যালিসিয়া প্রদেশে কি কাণ্ড হইতেছিল।

১৯১৪ অব্দে রুশেরা যখন প্রুশিয়া আক্রমণ করেন, সেই সময় গ্যালিসিয়াও আক্রমণ করিয়াছিলেন। এখানেও তাঁহারা প্রথমে বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। লেম্‌বার্গ্‌ নামক একটী বৃহৎ নগর তাঁহাদের পদানত হইল, এবং অনেকে মনে করিলেন, অচিরে ক্রাকোরও সেই দশা ঘটিবে। তাঁহারা প্জেমিস্‌ল্‌ নামক স্থানের সুদৃঢ় দুর্গ জয় করিলেন, প্রায় এক লক্ষ অষ্ট্রিয়ান্‌ সৈন্য বন্দী করিলেন এবং কার্পেথিয়ান্‌ পর্ব্বতমালার শিখরদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। ইহাতে মনে হইল ১৯১৫ অব্দের বসন্তাগমে তাঁহারা হাঙ্গারি রাজ্যেও অবতীর্ণ হইবেন। কিন্তু বিধাতা অন্যরূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৯১৫ অব্দের বসন্ত দেখা দিল বটে, কিন্তু রুশেরা তখন স্বরাজ্যরক্ষার জন্যই বিব্রত।

অষ্ট্রিয়ার সেনা সুপরিচালকের অভাবে এত দিন বীর্য্যবিকাশের সুবিধা পায় নাই। কিন্তু যখন জার্ম্মাণেরা গিয়া ইহাদের উন্নতিবিধানে হাত দিলেন তখন এই সেনাই অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইতে লাগিল। ইহারা অল্পদিনের মধ্যে রুশদিগকে গ্যালিসিয়া হইতে তাড়াইয়া দিল; এদিকে উত্তর দক্ষিণ উভয় দিক্‌ হইতে দুই-দল জার্ম্মাণ সেনা ওয়ার্স'র অভিমুখে যাত্রা করিয়া ঐ স্থানটী অধিকার করিয়া লইল। অতঃপর পূর্ব্বপ্রান্তস্থ সমস্ত জার্ম্মাণ সৈন্য যুগপৎ অগ্রসর হইতে লাগিল, দুর্গের পর দুর্গ অধিকার করিতে করিতে চলিল, বোধ হইল যেন শীতের পূর্ব্বেই রিগানগর জার্ম্মাণদিগের হস্তগত হইবে।

পুনঃ পুনঃ পরাভবে রুশেরা ক্ষীণবল হইয়া পড়িলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সেনা ছত্রভঙ্গ হইল না। জার্ম্মাণেরা অনেকবার তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। শেষে রুশেরা যখন ডুইনা নদীর তীরে গিয়া পৌঁছিলেন, তখন জার্ম্মাণদিগকে রীতিমত বাধা দিতে আরম্ভ করিলেন। এখানেও জার্ম্মাণেরা যথাসাধ্য বলপ্রয়োগপূর্ব্বক তাঁহাদের ব্যূহভেদ করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না, কারণ এতদিন অবিরত ভীষণযুদ্ধে নিরত ছিলেন বলিয়া জার্ম্মাণদিগেরও উদ্যমশীলতা মন্দীভূত হইয়াছিল।

প্রাচ্য রণক্ষেত্রের দক্ষিণপ্রান্তেও ঠিক এই দশা ঘটিল। জার্ম্মাণেরা ওয়ার্স'

হইতে পূর্ব্বাভিমুখে প্রায় ১০০ মাইল অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু সেখানে প্রিপেট্ নদীর পার্শ্বস্থ বিলগুলি তাঁহাদের গতিরোধ করিল। এদিকে শীতকাল আসিল, কাজেই যুদ্ধ করা একরূপ অসম্ভব হইল।

উভয়পক্ষেই শীতকালটা (১৯১৫-১৬) উন্মুক্ত প্রান্তরে অবস্থিতি করিল। রুশেরা একবার দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে বুঝিতে পারিলেন গ্রীষ্মকালে ভূমি শুষ্ক না হইলে সেনা পরিচালনের সুবিধা পাওয়া যাইবে না। অনন্তর তাঁহারা সেনার উৎকর্ষবিধানে যত্নবান্ হইলেন। তাঁহারা বুঝিলেন পর্য্যাপ্ত যুদ্ধোপকরণের অভাবই তাঁহাদের পরাজয়ের প্রধান কারণ।
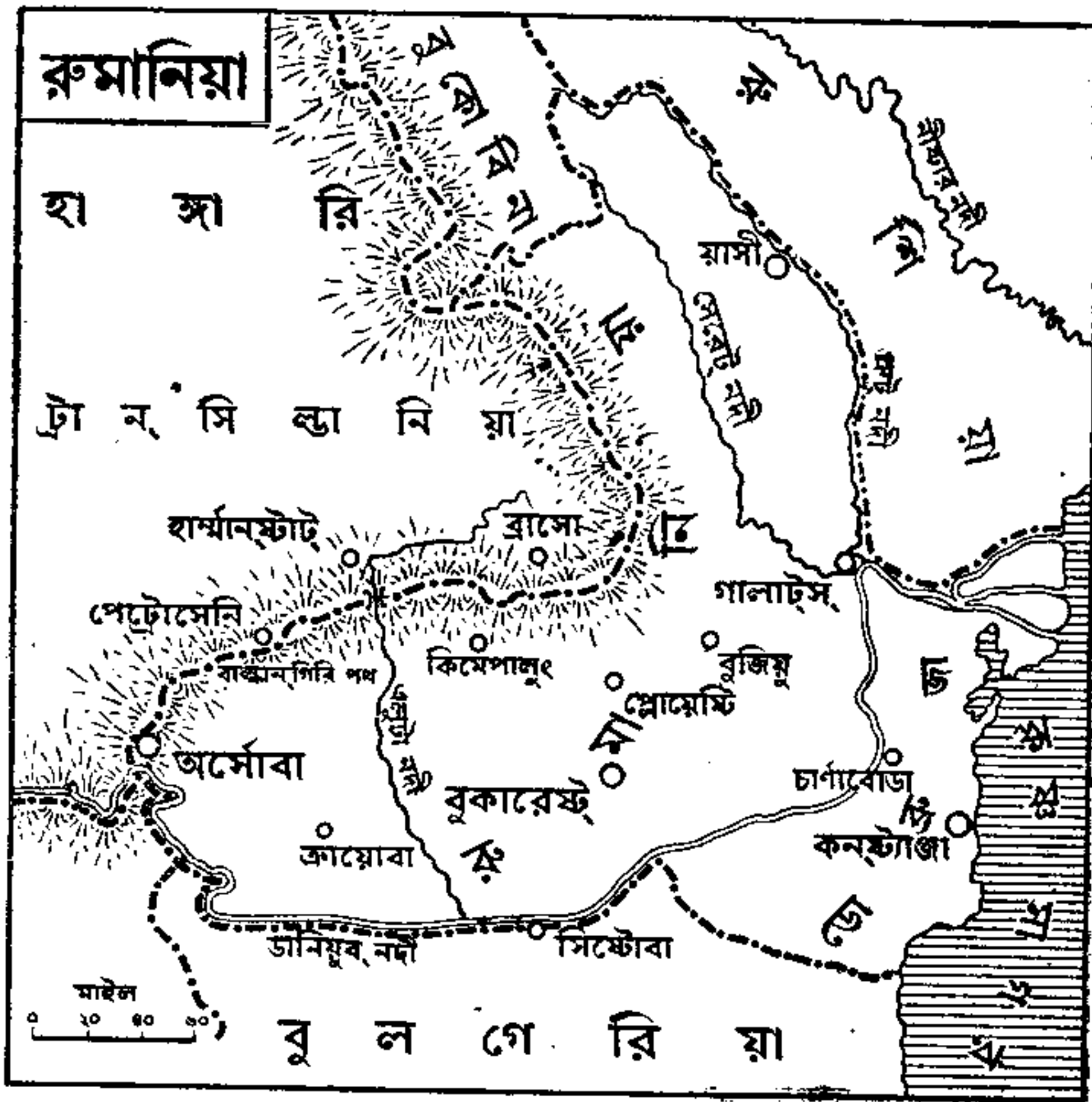
রুশেরা প্রধানতঃ কৃষিজীবী; কাজেই তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত করিতে পারেন না; বিদেশ হইতেও এ সমস্ত সংগ্রহ করা সহজ নহে, কারণ ডার্ডেনেল্‌শ্ তুর্কদিগের হাতে বলিয়া তাঁহারা ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করিতে পারেন

না; আর্কেঞ্জেলের বন্দরটী শীতকালে বরফে অবরুদ্ধ হয়; প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্ত্তী ব্লাডিবষ্টকেরও সেই দশা, বিশেষতঃ ইহা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বহুদূরে। এই সমস্ত কারণে কেবল জাপান ভিন্ন রুশিয়ার অন্য কোন বন্ধু উপকরণ-সম্বন্ধে তাহার সাহায্য করিতে পারে না।

জার্ম্মাণেরা ভাবিয়াছিলেন, পূর্ব্বোক্ত পরাভবের পর রুশেরা শীঘ্র মস্তক উত্তোলন করিতে পারিবেন না। কাজেই তাঁহারা নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ভুল বুঝিয়াছিলেন। ১৯১৬ অব্দের গ্রীষ্মকালে রুশেরা বুকোভিনা আক্রমণ করিলেন, চার্ণোবিট্‌স্ অধিকার করিলেন এবং লেম্‌বার্গ্ অধিকারার্থ অগ্রসর হইলেন। আশা হইল তাঁহারা পুনর্ব্বার কার্পেথিয়ান পর্ব্বতের শিখরদেশ অধিকার করিবেন। কিন্তু এবারও জার্ম্মাণেরা অষ্ট্রিয়ার সাহায্যার্থে সেনা পাঠাইলেন; রুশদিগের অগ্রগতি বন্ধ হইল; তাঁহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেন বটে, কিন্তু হাঙ্গারিতে প্রবেশ করিতে পারিলেন না।

এদিকে রুমানিয়ার সর্ব্বনাশ হইল। যখন রুশেরা গ্যালিসিয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন যদি রুমানিয়ার লোকে তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিতেন তাহা হইলে বিচক্ষণতার কার্য্য হইত। কিন্তু তখন তাঁহারা উদাসীন ছিলেন; পরে রুশেরা যখন হটিয়া গেলেন, সেই সময়ে তাঁহারা অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। জার্ম্মাণেরা বিদ্যুদ্‌বেগে ধাবিত হইয়া রুমানিয়াকে বাধা দিলেন; রুশেরা রুমানিয়ার সাহায্যার্থ গিয়াছিলেন, কিন্তু জার্ম্মাণ সেনাপতি ম্যাকেন্‌সেন একদল বুল্‌গার্ সেনা লইয়া ডোব্রুজার ভিতর দিয়া উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রুশেরা হটিয়া গেলেন এবং জার্ম্মাণেরা কনষ্টাঞ্জা ও চার্ণাবোডা নগর জয় করিলেন। অতঃপর ম্যাকেন্‌সেন্ ডানিয়ুবনদী অতিক্রম পূর্ব্বক রুমানিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে প্রবেশ করিলেন; রাজধানী বুকারেষ্ট্ নগরও তাঁহার হস্তগত হইল। ফলতঃ রুমানিয়া জয় করিবার সময় জার্ম্মাণেরা যে অসাধারণ শক্তি ও ক্ষিপ্রকারিতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অতি বিস্ময়কর। এখন যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে রুমানিয়ার সেনা উত্তরে হটিয়া গিয়া রুশদিগের সঙ্গে যোগ দিতে পারিলেই যথেষ্ট। তাহা হইলে কিয়ৎকাল পরে হয়ত তাহারা পুনর্ব্বার রুমানিয়া অধিকার করিতে পারে। রুমানিয়ার পরাভবে ইংরাজপক্ষের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। জার্ম্মাণেরা এখান হইতে সঞ্চিত শস্য লইয়া গিয়াছেন; তজ্জন্য রুমানিয়াবাসীরাও অনেকে অনাহারে মারা যাইতেছে।

এদিকে রুশজাতির সন্দেহ জন্মিল যে, শাসনকর্ত্তাদিগের ত্রুটিবশতঃই পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের পরাজয় ঘটিতেছে এবং দেশের ভয়ানক দুর্দ্দশা হইয়াছে। রাজমহিষী যে জার্ম্মাণদিগের হিতাকাঙ্ক্ষিণী তাহা কাহারও অবিদিত ছিল না; রাজা নিজেও

সম্ভবতঃ মহিষীর পরামর্শে, মুখে না হউক কার্য্যে, যুদ্ধসম্বন্ধে শৈথিল্য দেখাইয়াছেন এ সন্দেহেরও যথেষ্ট কারণ ছিল। এই নিমিত্ত জনসাধারণে রাজকীয় শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল; রাজাকে পদচ্যুত করিয়া দেশে সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিল, বহু শতাব্দীর যথেচ্ছাচার একদিনে উঠাইয়া দিল। এখন রুশেরা স্বদেশে সুব্যবস্থা স্থাপনের জন্যই ব্যস্ত; কাজেই ইংরাজপক্ষকে আশানুরূপ সাহায্য করিতে পারিতেছেন না; কিন্তু তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন অচিরে জার্ম্মাণির দর্প চূর্ণ করিবার জন্য আবার প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন এবং কখনও স্বতন্ত্রভাবে শত্রুপক্ষের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবেন না।

(গ) বল্‌কান্ উপদ্বীপে।

অষ্ট্রিয়ার মতে বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রধান কারণ সার্বিয়ার অসাধু আচরণ; সার্বিয়ার দণ্ডবিধানই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই নিমিত্ত যুদ্ধারম্ভেই সার্বিয়ার দমনার্থ অষ্ট্রিয়া হইতে সেনা প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু সার্বিয়ার লোকে এরূপ বীরত্বসহকারে যুদ্ধ করিয়াছিল যে, অষ্ট্রিয়ার সেনা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিল। ইহার পর অষ্ট্রিয়া হইতে আবার সেনা গেল; কিন্তু সে সেনাও পরাভূত হইল। শেষে জার্ম্মাণেরা অষ্ট্রিয়ার সাহায্য করিতে লাগিলেন; এবং বুল্‌গেরিয়াও সার্বিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল। সার্বিয়ার লোকের ন্যায় বুল্‌গারেরাও শ্লাব্‌জাতীয়; অথচ তাঁহারা সার্বিয়ার বিপক্ষ হইলেন!

যখন জার্ম্মাণেরা উত্তর হইতে সার্বিয়া আক্রমণ করিলেন, তখন বুল্‌গারেরা তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিবার মানসে দক্ষিণ হইতে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে সালোনিকাতে ইংরাজ ও ফরাসী সৈন্য অবস্থিত ছিল; কিন্তু যুদ্ধোপকরণের অভাববশতঃ ইহারা সার্বিয়ার কোন সাহায্য করিতে পারিল না। ফলতঃ সার্বিয়ার সম্বন্ধে ইংরাজ ও ফরাসীরা কিছু অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহারা হয়ত স্থির করিয়াছিলেন যে, বুল্‌গারেরা কোন পক্ষেই যোগ দিবেন না, কিংবা পূর্ব্বকৃত সন্ধির নিয়মানুসারে গ্রীকেরা সার্বিয়ার সহায় হইবেন। কিন্তু বুল্‌গারেরা সার্বিয়ার বিপক্ষ হইলেন, গ্রীকেরাও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। কাজেই সার্বিয়ার সর্ব্বনাশ হইল। সার্বিয়ার সেনা যতদিন পারিল যুদ্ধ করিল; শেষে আল্‌বানিয়ার পার্ব্বত্য অঞ্চলের ভিতর দিয়া এড্রিয়াটিক্ উপসাগরের উপকূলভাগে হঠিয়া গেল। ইংরাজপক্ষের জাহাজে তাহারা শেষে কর্ফু দ্বীপে নীত হইল। (১৯১৫ অব্দ; শরৎকাল)।

বুল্‌গারেরা সার্বিয়ার চিরশত্রু। তাঁহারা তত্রত্য অধিবাসীদিগকে অতি নিষ্ঠুরভাবে কষ্ট দিতে লাগিলেন।

গ্রীক্‌দিগের আচরণও যে অতি ঘৃণার্হ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বল্‌কান্‌যুদ্ধের অবসানে গ্রীসের সহিত সার্বিয়ার যখন সন্ধি হয়, তখন গ্রীকেরা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, বুল্‌গারেরা সার্বিয়া আক্রমণ করিলে তাঁহারা সার্বিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিবেন। ইংরাজ ও ফরাসীরা যখন তাঁহাদিগকে এই অঙ্গীকার পালন করিতে বলিলেন, তখন কিন্তু তাঁহারা অম্লানবদনে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ইহার প্রধান কারণ এই যে, বর্ত্তমান গ্রীক্‌রাজ জার্ম্মাণির মিত্র।* তাঁহার চক্রান্তে গ্রীসের আরও অনেক লোকে জার্ম্মাণির পক্ষপাতী হইয়াছে কারণ তাহারা বুঝিয়াছে যে এ যুদ্ধে জার্ম্মাণির জয় অবশ্যম্ভাবী। বুল্‌গারেরা গ্রীস্‌ ও সার্বিয়া উভয় রাজ্যেরই সাধারণ শত্রু। তাঁহাদিগকে দমন করিবার এমন সুন্দর সুযোগ পাইয়াও কেবল জার্ম্মাণির ভয়েই গ্রীকেরা অঙ্গীকারভঙ্গ করিলেন, তাঁহাদের কাপুরুষতা দেখিয়া পৃথিবীসুদ্ধ লোক ধিক্কার দিতে লাগিল। সুখের বিষয় এই গ্রীক্‌দিগের মধ্যেও অনেকে ইহার জন্য লজ্জিত হইয়াছেন, এবং তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইংরাজ ও ফরাসীদিগের সহিত যোগ দিয়াছেন।

গ্রীস্‌ যে পরিণামে কোন্‌ পক্ষভুক্ত হইবে তাহা এখনও ভাল বুঝা যায় নাই। † এই জন্যই সালোনিকায় অবস্থিত ইংরাজ ও ফরাসী সৈন্য এখনও কিছু করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা সার্বিয়ার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলে গ্রীকেরা যে তাঁহাদিগকে পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে আক্রমণ করিবেন না তাহা কে বলিতে পারে? তথাপি ইংরাজ ও ফরাসীরা সার্বিয়ার হতাবশিষ্ট সৈন্যদিগকে কর্ফুদ্বীপ হইতে তুলিয়া আনিয়াছেন এবং এই মুষ্টিমেয় সৈন্যই অল্পদিন হইল বুল্‌গারদিগকে পরাস্ত করিয়া মোনাষ্টির নগর পুনরধিকার করিয়াছে।

(ঙ) তুরুষ্কে।

এখন জানা গিয়াছে তুর্কেরা প্রথম হইতেই জার্ম্মাণদিগের সহিত যোগ দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; তবে সম্ভবতঃ আয়োজনের অভাববশতঃ প্রথম কয়েক মাস ইহার কোন লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই। তুর্কদিগের প্রধান উদ্দেশ্য মিশর পুনরুদ্ধার করা। জার্ম্মাণেরা তাঁহাদিগকে আশা দিয়াছিলেন, শীঘ্রই তাঁহারা এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সেনা যোগাইবেন। কিন্তু ইংরাজেরা যখন মেসোপটেমিয়া এবং গ্যালিপলিতে সেনা পাঠাইলেন, তখন তাঁহাদিগকে বাধা দিবার জন্য তুর্কদিগকে উৎকৃষ্ট সৈন্য নিয়োজিত করিতে হইল; জার্ম্মাণিও

---

* ইনি সম্প্রতি রাজপদত্যাগ করিয়াছেন। (জুন, ১৯১৭)।

† গ্রীসের নবভূপতি ইংরাজ পক্ষভুক্ত হইয়াছেন।

কৃষ্ণ সাগর
টিফ্লিশ
ট্রেবিজণ্ড
বৈবুরি
কর্স
এর্জিগ্যান
এর্জরুম
কোপ্রকোই
এরিভান হ্রদ
মেলাজঘেরি
জলফা
আরাস নদী
খারপুট
মূষ
ভান হ্রদ
ডায়ারি বেকার
বিট্‌লিস
বস্তান
সেরি
কাস্পিয়ান
সাগর
তাব্রিজ
এঞ্জেলি
রেসি
নিসিবিন
উরুমিয়া হ্রদ
মোসিল
কাজবিন
তেহরাণ
কাসর-ই-সিরিণ
হামাদান
কার্মাণসা
সুলতানাবাদ
বাগদাদ
টেসিফন
কুট-এল্-আমারা
শেখ-সাদ
দিজফুল
আহয়াজ
মোহামেরা
বস্রা
কোওয়েট
পারস্য
উপসাগর
ইউফ্রেটিস নদী
মেসোপটেমিয়া
রেল
সীমান্ত
নদী
স্কেল মাইল
০ ৫০ ১০০ ১৫০

তাঁহাদিগকে শুদ্ধ সেনানী, অর্থ ও যুদ্ধোপকরণ দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন, সেনা দ্বারা সাহায্য করিতে পারিলেন না। কাজেই মিশর আক্রমণ করিবার উপযুক্ত শক্তি-সঞ্চয় হইল না। তুর্কেরা সুয়েজ খাল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ইংরাজেরা ভারতবর্ষ হইতে এই অঞ্চলে সেনা লইয়া গিয়া তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিলেন। এখন ইংরাজেরা ঐ খালটীকে এমন সুন্দররূপে রক্ষিত করিয়াছেন যে সেখানে আর কোন আশঙ্কার কারণ নাই।

মেসোপটেমিয়া জয় করিবার জন্যও ভারতবর্ষ হইতে সৈন্য গিয়াছিল (নবেম্বর, ১৯১৪)। প্রথমে ইহারা বেশ কৃতকার্য্য হইয়াছিল। ইহারা বাস্রা অধিকার পূর্ব্বক জয়লাভ করিতে করিতে বাগ্দাদের নিকট গিয়া পৌঁছিয়াছিল; কিন্তু তখন রোগে ও যুদ্ধে ইহাদের সংখ্যা ক্ষীণ হইয়াছিল, পক্ষান্তরে তুর্কদিগের ক্রমশঃ দল-পুষ্টি হইতেছিল। কাজেই ১৯১৫ অব্দের নবেম্বর মাসে টেসিফনে যে যুদ্ধ হইল তাহার পর ইংরাজেরা পরাবর্ত্তন আরম্ভ করিলেন এবং টাইগ্রীসের তটবর্ত্তী কুট্‌এল্ আম্‌রা নামক স্থানে শিবিরসন্নিবেশ করিলেন। অনন্তর তুর্কেরা এই স্থান অবরোধ করিলেন; ইংরাজেরা অসাধারণ বীরত্ব-সহকারে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সাহায্যার্থ দক্ষিণ হইতে যে সৈন্য প্রেরিত হইল, তুর্কেরা তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে দিলেন না। এদিকে ইংরাজশিবিরে খাদ্যাভাব ঘটিল; কাজেই অবরুদ্ধ ইংরাজেরা ছয়মাস কাল অশ্রুতপূর্ব্ব কষ্ট সহ্য করিয়া অবশেষে আত্মসমর্পণ করিলেন (১৯১৬; এপ্রিল)। এই সময়ে তাঁহাদের সংখ্যা কমিয়া মাত্র নয় হাজারে দাঁড়াইয়াছিল।

এশিয়াখণ্ডের তুরুস্কে গ্রীষ্মের প্রাখর্য্য অসহ্য; কাজেই ইংরাজেরা শীঘ্র ইহার প্রতিশোধ লইতে পারিলেন না। কিন্তু তুর্কেরাও দক্ষিণাভিমুখে আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। ইংরাজেরা তাঁহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য আবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই ভাবে ১৯১৬ অব্দ কাটিয়া গেল। অতঃপর বর্ত্তমান বর্ষে ইংরাজসেনা এই পরাভবকলঙ্ক অপনোদন করিয়াছেন; তাঁহারা কুট্ অধিকার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, খলিফাদিগের প্রাচীন রাজধানী সুপ্রসিদ্ধ বাগ্দাদ্ নগর পর্য্যন্ত হস্তগত করিয়াছেন। জার্ম্মাণেরা বার্লিন হইতে বাগ্দাদ্ পর্য্যন্ত রেলপথে সেনা পরিচালন করিবেন বলিয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলেন; তাহা এখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

এশিয়া মাইনরে তুর্কদিগের সহিত রুশদিগের যুদ্ধ চলিতেছিল; ইহাতে কখনও তুর্কেরা, কখনও রুশেরা বিজয়ী হইতেছিলেন। অতঃপর ১৯১৫ অব্দে গ্রাণ্ড্ ডিউক্ নিকোলাশ্ গিয়া রুশ সেনার নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি সমস্ত শরৎ ও শীতকাল যুদ্ধায়োজনে অতিবাহিত করিলেন এবং পর বৎসর ফেব্রুয়ারি মাসে আর্জ্‌রুম্ নগর অধিকার করিলেন। এই স্থানটী পার্ব্বত্য প্রদেশে, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে বহু উচ্চে

অবস্থিত; অত্রত্য দুর্গ দুর্জ্জয় বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু দৃঢ়তাই ইহার পতনের কারণ হইয়াছিল; কারণ দুর্গের চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূভাগ তখন পর্য্যন্ত তুষারে আবৃত ছিল; কাজেই এরূপ অবস্থায় কেহ উহা আক্রমণ করিতে সাহস করিবে না ভাবিয়া তুর্কেরা নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু রুশেরা সঙ্গোপনে তুষারের ভিতর দিয়া দুর্গের সমীপে উপস্থিত হইলেন; তুর্কেরা হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া রীতিমত বাধা দিতে পারিলেন না। অতঃপর রুশেরা কৃষ্ণসাগরের তীরস্থ ট্রেবিজাণ্ড্ নামক প্রসিদ্ধ নগরটীও অধিকার করিলেন।

আর্জ্রুম্ ও ট্রেবিজণ্ড্ আর্মিনিয়া প্রদেশে অবস্থিত। আর্মিনিয়ার অধিবাসীরা খ্রীষ্টান; তাহারা শত শত বৎসর তুর্কদিগের অত্যাচারে নিপীড়িত হইতেছে। বর্ত্তমান যুদ্ধেও তুর্কেরা তাহাদিগের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছেন এবং যাহাকে পারিয়াছেন নিহত করিয়াছেন। দীর্ঘকাল এরূপ চলিলে আর্ম্মানী জাতি যে নির্ম্মূল হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে রুশেরা এখন তাহাদের উদ্ধারসাধনের উপায় করিয়াছেন।

আর্ম্মাণীদিগের উৎপীড়ন ভাবিলে মনে হয় তুর্কজাতি অতি নিষ্ঠুর। কিন্তু সম্প্রতি ইংরাজবন্দীদিগের সহিত তাঁহারা যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের সৌজন্যেরও বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

(ঙ) ইটালিতে।

ইটালির লোকে যখন অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, তখন তাঁহারা উত্তর-পূর্ব্ব ও উত্তর উভয়দিকেই সেনা পাঠাইলেন। কিন্তু এই দুই অঞ্চল উন্নত পর্ব্বতাকীর্ণ; অষ্ট্রিয়ানেরা জার্ম্মাণদিগের পরামর্শে প্রতি গিরিপথে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং বড় বড় কামান রাখিয়াছিলেন; কাজেই ইটালিয়ানেরা কোনদিকেই এ পর্য্যন্ত আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ উত্তরাঞ্চলে অষ্ট্রিয়ানেরা এরূপ বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন যে ১৯১৬ অব্দে তাঁহারা সেখান হইতে ইটালির সেনা দূর করিয়া দিয়াছিলেন এবং নিজেরাই ইটালি আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অতঃপর ইটালিয়ানেরা আবার বলসঞ্চয় করিয়াছেন, অষ্ট্রিয়ান্‌দিগকে পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে হঠাইয়া দিয়াছেন এবং উত্তরপূর্ব্ব প্রান্তে গরিট্জ নামক একটী নগর অধিকার করিয়াছেন। তাঁহারা এখনও ট্রিয়েষ্ট জয় করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষে সফলকাম হইবেন এরূপ আশা করা যায়। তাঁহারা এড্রিয়াটিক্ উপসাগরের পূর্ব্বতীরবর্ত্তী বালোনা নামক একটী বন্দরও অধিকার করিয়াছেন এবং সেখান হইতে অগ্রসর হইয়া সার্বিয়ান্‌দিগের সহায়তা করিতেছেন।

(চ) পর্টুগালে।

পর্টুগাল একটী ক্ষুদ্ররাজ্য ; বর্ত্তমান যুদ্ধে ইহার কোন স্বার্থ নাই, পক্ষ-বিশেষের জয় পরাজয়ের সঙ্গে ইহার মর্য্যাদাহানিরও সম্ভাবনা দেখা যায় না ; কিন্তু পর্টুগীজজাতি বহুকাল হইতে ইংরাজদিগের মিত্র ; এইজন্য তাঁহারা উদাসীন থাকিতে পারেন নাই।

যখন যুদ্ধারম্ভ হয় তখন কতকগুলি জার্ম্মাণ পোত লিস্‌বনে আশ্রয় লইয়াছিল। পর্টুগীজ গবর্ণমেণ্ট জার্ম্মাণদিগকে জানাইলেন, আমরা দীর্ঘকাল আপনাদের পোতরক্ষার ভার লইতে পারিব না ; অতএব সেগুলি লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করুন। কিন্তু সেগুলি লইবার চেষ্টা করিলে পথে ইংরাজ বা ফরাসীদিগের হাতে ধরা পড়িবেন বলিয়া জার্ম্মাণেরা পর্টুগালের কথায় বিরক্ত হইলেন এবং পর্টুগীজ-দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন (মার্চ্চ, ১৯১৫)।

পর্টুগীজজাতির সেনাবল অকিঞ্চিৎকর ; কিন্তু আফ্রিকা খণ্ডে ইহাদের কয়েকটী সমৃদ্ধিশালী উপনিবেশ আছে। জার্ম্মাণেরা ভাবিয়াছিলেন, যুদ্ধে যদি জয়ী হইতে পারেন, তাহা হইলে পর্টুগালকে শত্রুপক্ষ করিতে পারিলেই উক্ত উপনিবেশগুলি আত্মসাৎ করিবার সুবিধা হইবে।

পর্টুগীজদিগের সহিত য়ুরোপখণ্ডে এ পর্য্যন্ত জার্ম্মাণির কোন যুদ্ধ হয় নাই ; তবে আফ্রিকার পূর্ব্বখণ্ডে জার্ম্মাণ রাজ্য জয় করিবার সময় ইঁহারা ইংরাজদিগের যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন।

(ছ) আফ্রিকায়।

যুদ্ধারম্ভের সময় আফ্রিকা মহাদেশে জার্ম্মাণদিগের নিম্নলিখিত রাজ্যগুলি ছিল :—

(১) ক্যামেরুণ পর্ব্বত-পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ ;
(২) দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা ;
(৩) জার্ম্মাণ-পূর্ব্ব-অফ্রিকা।

ইহাদের মধ্যে প্রথমটী ইংরাজ ও ফরাসী সেনাকর্ত্তৃক এবং দ্বিতীয়টী অন্তরীপ উপনিবেশের সেনাকর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। পূর্ব্ব আফ্রিকায় ইংরাজেরা প্রথম কিছু বাধা পাইয়াছিলেন ; তাঁহারা টঙ্গ্ নামক একটী বন্দর আক্রমণ করিতে গিয়া অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন ; কিন্তু ১৯১৬ অব্দের বসন্তকালে অন্তরীপ উপ-নিবেশ হইতে একদল সেনা আসিয়া ব্রিটিশ সেনার সহিত যোগ দেয় এবং জার্ম্মাণ-দিগের পরাভব আরম্ভ হয়। জার্ম্মাণেরা চতুর্দ্দিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়া এখন এই অঞ্চলের মধ্যভাগে হঠিয়া গিয়াছেন।

(জ) দূর প্রাচ্যে।

জার্ম্মাণেরা সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে কিয়াওচৌ বন্দরে সেনা ও রণপোত রাখিয়া চীনদেশেও আধিপত্য করিবেন। এই স্থানটী সাণ্টাং প্রদেশে অবস্থিত। জার্ম্মাণেরা সাণ্টাং প্রদেশ এক শত বৎসরের জন্য জমা লইয়াছিলেন বটে; কিন্তু এখানে দুর্গাদি নির্ম্মাণের জন্য তাহারা যেরূপ মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হইয়াছিল যে তাঁহারা কখনও এ স্থান পরিত্যাগ করিবেন না। বর্ত্তমান যুদ্ধারম্ভে জার্ম্মাণেরা যদি ঐ স্থানটী চীনদিগকে প্রত্যর্পণ করিতেন তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে দূরদর্শিতার কার্য্য হইত; কারণ তাহা হইলে চীনেরাও সন্তুষ্ট হইতেন এবং জাপেরা ইহা অধিকার করিতে পারিতেন না। জার্ম্মাণ ও জাপ-দিগের মধ্যে অনেকদিন হইতেই মনোমালিন্য চলিতেছিল। কাজেই য়ুরোপে যখন অনর্থ ঘটিল, তখন জাপেরা কালবিলম্ব না করিয়া জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং সাণ্টাং প্রদেশটী অধিকার করিবার জন্য সেনা ও রণপোত পাঠাইলেন। যে বীরের জাতি কতিপয় বর্ষ পূর্ব্বে পোর্ট্ আর্থার্ জয় করিয়াছিল, তাহার পক্ষে সাণ্টাং জয় করা তুচ্ছ কথা। নিকটে যে ইংরাজসেনা ছিল তাহারাও জাপদিগের সাহায্য করিল এবং অল্পদিনের মধ্যেই জার্ম্মাণদিগের প্রাচ্যসাম্রাজ্য-স্থাপনের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

(ঝ) প্রশান্ত মহাসাগরে।

প্রশান্ত মহাসাগরে জার্ম্মাণদিগের যে রাজ্য ছিল তন্মধ্যে সামোয়া দ্বীপ প্রধান। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটী দ্বীপে তাঁহারা তারহীন তাড়িতবার্ত্তাবহের কার্য্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। অষ্ট্রেলিয়াবাসীরা এই সমস্ত স্থান জয় করিয়া লইয়াছেন।

নবম অধ্যায়।

যুদ্ধনীতি।

(ক) জার্ম্মাণিতে।

সভ্যতার তারতম্যানুসারে রণনীতির পার্থক্য ঘটে। মানুষ যখন অসভ্য, তখন যুদ্ধের উদ্দেশ্য ধ্বংস। তাহারা বিপক্ষের গৃহ ও শস্যক্ষেত্র অগ্নিসাৎ করে, সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া লয়, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যাহাকে পায়, মারিয়া ফেলে। কিন্তু সভ্যজাতিদিগের মধ্যে সর্ব্বদেশেই যুদ্ধের সময়েও কতকগুলি উদার বিধি প্রতিপালিত হইয়া থাকে। এই ঔদার্য্যের মূলে কারুণ্য ত আছেই, স্বার্থও যে একেবারে নাই তাহা বলা যায় না। অত্যধিক নিষ্ঠুরতায় পরাজিত জাতির প্রতিহিংসাবৃত্তি দ্বিগুণীকৃত হয়; ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে তাহারাও যদি আবার বলসঞ্চয়পূর্ব্বক বিজয়ী হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বকৃত অত্যাচার স্মরণ করিয়া শতগুণে প্রতিশোধ লয়। এরূপ ঘাতপ্রতিঘাত নিয়ত চলিলে, জেতা বিজিত উভয়েরই নির্ম্মূল হইবার সম্ভাবনা।

উদার ক্ষাত্রধর্ম্মের প্রতিষ্ঠায় হিন্দুরাই বোধ হয় প্রথম পথপ্রদর্শক। মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থসমূহেও দেখা যায়, বিষাক্ত অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল এবং রোগী, বালক, নারী, পলায়নপর শত্রু প্রভৃতির উপর অস্ত্র-প্রয়োগ অনার্য্যজনোচিত বলিয়া গণ্য হইত। এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে 'নাইট' উপাধিধারী যে সকল য়ুরোপীয় যোদ্ধার কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যেও এরূপ ঔদার্য্য দেখা যাইত। য়ুরোপ তখনও সুসভ্য হয় নাই; কিন্তু নাইট্‌দিগের মহিমায় সেই অর্দ্ধসভ্যযুগেও যুদ্ধের পাশবভাব অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছিল। শেষে জার্ম্মাণির লোকে যখন ধর্ম্মোপলক্ষ্যে দুই দলে বিভক্ত হইয়া পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তখন তাহারা পবিত্র ক্ষাত্রধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছিল। ত্রিংশদ্‌বর্ষব্যাপী যুদ্ধে উভয় পক্ষে যে নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করে, পৃথিবীর আর কোন যুদ্ধেই বোধ হয় সেরূপ দেখা যায় নাই।

ইদানীন্তন কালে য়ুরোপীয়দিগের হৃদয়ে বিবেক যখন পুনর্ব্বার প্রবুদ্ধ হইল, তখন কেহ কেহ রণনীতির সংস্কারসাধনে মনোনিবেশ করিলেন। এ সম্বন্ধে প্রথম গ্রন্থপ্রণেতা একজন ওলন্দাজ পণ্ডিত। তিনি "যুদ্ধের ও শান্তির সময় জনসাধারণের অধিকার" নাম দিয়া যে পুস্তক রচনা করেন, তাহাই বর্ত্তমান জাতিসাধারণ-প্রতিপাল্য বিধির অঙ্কুর বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। অতঃপর এই

সকল বিধির অনেক সম্প্রসারণ হইয়াছে ; তৎসম্বন্ধে অনেকে অনেক পুস্তকও রচনা করিয়াছেন। কিন্তু বিধি কেবল পুস্তকে লিপিবদ্ধ থাকিলে চলে না ; সকলেই সেগুলি পালন করিবেন বলিয়া জাতি-সাধারণের অঙ্গীকার আবশ্যক।

এইরূপ অঙ্গীকারলাভের জন্য ১৯০৭ অব্দে সমস্ত সভ্যজাতির প্রতিনিধিগণ হল্যাণ্ডের রাজধানী হেগ্ নগরে এক মহাসভা করেন। যুদ্ধের সময় সকলকেই কি কি নিয়ম পালন করিয়া চলিতে হইবে তাহা এই সভায় নির্দ্ধারিত হয় এবং জার্ম্মাণি প্রভৃতি সমস্ত প্রধান প্রধান রাজ্যের প্রতিনিধিই অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান যুদ্ধে সেই জার্ম্মাণিই উক্ত অঙ্গীকারপত্রের প্রায় সকল নিয়মই ভঙ্গ করিয়াছেন।

জার্ম্মাণি হেগের অঙ্গীকারপত্র লঙ্ঘন করিতেছেন, যখন এই কথা প্রথম উঠে, তখন তাহার যাথার্থ্য নির্ণয় করিবার জন্য ইংরাজ ও ফরাসীরা কতকগুলি কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইঁহাদের সকলেই গণ্যমাণ্য, বিচক্ষণ ও ধর্ম্মভীরু লোক, কাজেই ইঁহারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা অবিশ্বাস করা যায় না। ইঁহারা দেখাইয়াছেন যে—

(১) জার্ম্মাণেরা বহুবার শ্বেতপতাকা ও রক্তক্রূশের অপব্যবহার করিয়াছেন। শ্বেতপতাকা আত্মসমর্পণের চিহ্ন ; কিন্তু জার্ম্মাণেরা উহা দেখাইয়া বিপক্ষের যোদ্ধাদিগকে আপনাদের লক্ষ্যের মধ্যে লইয়া গিয়াছেন এবং শেষে তাহাদের প্রাণসংহার করিয়াছেন। তাঁহারা শকট প্রভৃতিও রক্তক্রূশে চিহ্নিত করিয়া তাহার সাহায্যে যুদ্ধোপকরণ প্রেরণ করিয়াছেন।

২। তাঁহারা নগর আক্রমণ করিবার সময় চিকিৎসালয়ের উপর গোলা নিক্ষেপ করিয়াছেন, চিকিৎসার্থ যে সকল পোত নিয়োজিত হইয়াছে, তাহাদেরও অনেকগুলি ডুবাইয়া দিয়াছেন।

(৩) তাঁহারা বন্দীদিগের প্রতি অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহারা আহত যোদ্ধাদিগের পরিধেয় বস্ত্র কাড়িয়া লইয়াছেন, তাহাদিগকে যথাসময়ে ঔষধ ও পথ্য দেন নাই ; একবার বন্দীদিগের শিবিরে যখন সংক্রামকভাবে সান্নিপাতিক জ্বর প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, তখন প্রতীকারের ব্যবস্থা করেন নাই। কাজেই তত্রত্য সমস্ত বন্দীই অনাহারে ও বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়াছিল।

যুদ্ধক্ষেত্রেও জার্ম্মাণেরা অনেক নৃশংস উপায় প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহারা বিষাক্ত বাষ্প ছাড়িয়া ও তরল অগ্নিপ্রবাহ চালাইয়া শত্রুসংহার করিয়াছেন, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার কূপসমূহে বিষ নিক্ষেপ করিয়াছেন। সর্ব্বসাধারণগম্য সমুদ্র-পথেও তাঁহারা প্রস্ফোটনপূর্ণ পাত্র বিকীর্ণ করিয়াছেন ; সে গুলির সঙ্গে সজ্যর্ষণ হইবামাত্র উদাসীনরাজ্যসমূহেরও বাণিজ্যপোত বিনষ্ট হইতেছে ; তাঁহারা গোপনে গোপনে

রণতরী প্রেরণ করিয়া উপকূলবর্ত্তী অরক্ষিত নগরগুলির উপর গোলাবৃষ্টি করিতে-ছেন; তাঁহাদের ট্‌সেপ্‌লিন নামধেয় বিশাল বিমানসমূহ নৈশ অন্ধকারে অগ্নিবৃষ্টি করিয়া শত শত নিরীহ নরনারী ও শিশুর সংহারে নিরত রহিয়াছে। তাঁহারা সংহারেই ব্যস্ত; তাঁহাদের নিকট নারীর নিস্তার নাই, শিশু ও স্থবিরের নিস্তার নাই। তাঁহারা লুসিটানিয়া, আল্‌বানিয়া প্রভৃতি যাত্রীর জাহাজ পর্য্যন্ত অকস্মাৎ ডুবাইয়া দিয়াছেন, নিরীহ আরোহীদিগের প্রাণরক্ষার্থ কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই। ফলতঃ জার্ম্মাণেরা পুরাতন অসভ্যজনোচিত নিষ্ঠুর রণনীতিরই সর্ব্বথা অনুসরণ করিতেছেন; তাঁহাদের আসুরিক ব্যবহারে পৃথিবীশুদ্ধ লোক স্তম্ভিত হইয়াছে।

যুদ্ধের সময় সকল দেশের লোকই প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়—এক শ্রেণী যোদ্ধা, অন্য শ্রেণী যুদ্ধেতর কার্য্যে নিরত, যেমন বণিক্, শিক্ষক, চিকিৎসক ইত্যাদি। শেষোক্ত শ্রেণীর লোকে যদি বিজেতাদিগের বিরুদ্ধাচরণ না করে, তাহা হইলে তাহাদের প্রাণনাশ সভ্যসমাজের রীতিবিরুদ্ধ। কোন নগরের সমস্ত অধিবাসী একসঙ্গে মিলিয়া বাধা না দিলে নগর দাহ করাও যুক্তিসঙ্গত নহে। কিন্তু জার্ম্মাণেরা বেল্‌জিয়ামে গিয়া এই দুইটী নিয়ম পদে পদে লঙ্ঘন করিয়াছেন। হয়ত কোথাও একটীমাত্র লোক জার্ম্মাণদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িয়াছে। অমনি তাঁহারা পাশব-প্রতিহিংসাপরবশ হইয়া সেই স্থানটীকে অগ্নিসাৎ করিয়াছেন এবং সমস্ত অধিবাসীকে মারিয়া ফেলিয়াছেন। বেল্‌জিয়ামের অন্তঃপাতী লুবেন্ নগরের বিশ্ববিদ্যালয় বহুপ্রাচীন ও অতিপ্রসিদ্ধ। কিন্তু এতাদৃশ পবিত্র স্থানও জার্ম্মাণদিগের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পায় নাই।

জার্ম্মাণেরা আপনাদিগকে প্রতিভাবান্ ও কার্য্যনিপুণ বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন। পরাজিত জনপদগুলির সর্ব্বনাশসাধনে তাঁহারা এই প্রতিভা ও নৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। বিষয়ান্তরে যাহাই হউক, এ সম্বন্ধে অন্য কোন জাতিই তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে পারে না। তাঁহারা ফ্রান্স্ ও বেল্‌জিয়ামের বন জঙ্গল পর্য্যন্ত কাটিয়া ফেলিয়াছেন, লিল্ ও লোড্‌জের কারখানাগুলি হইতে সমস্ত যন্ত্র তুলিয়া লইয়া গিয়াছেন, সার্বিয়াদেশের পুস্তকাগার পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিয়াছেন। বন্দী ও হতাবশিষ্ট ব্যক্তিগণ এখন জার্ম্মাণির দাসত্বে নিয়োজিত। যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে হতভাগ্যদিগকে হয় জার্ম্মাণজাতির ক্ষেত্রকর্ষণাদি কার্য্য করিতে হইবে, নয় অনাহারে মরিতে হইবে।

জার্ম্মাণেরা পূর্ব্ব হইতেই যে সকল অনার্য্য উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, এই প্রসঙ্গে তাহাও বলা আবশ্যক। যুদ্ধের জন্য স্বাধীনজাতিমাত্রকেই প্রস্তুত থাকিতে হয়; দূতই হউন, বা অন্য কেহই হউন, রাজ্যান্তরে অবস্থিতি করিবার সময় তত্রত্য সেনাবল, শাসনপ্রণালী, দুর্গাদির অবস্থান

ইত্যাদি জানিতে চেষ্টা করেন, যদি এই রাজ্যের সহিত তাঁহাদের রাজ্যের বিবাদ ঘটে তবে কিরূপ আয়োজন আবশ্যক হইবে তাহা স্থির করিয়া লন। এরূপ চেষ্টায় কোন দোষ দেখা যায় না। কিন্তু জার্ম্মাণেরা কেবল ইহা করিয়াই নিরস্ত হন নাই; তাঁহাদের বৃত্তিভোগী গুপ্তচরেরা শিক্ষক, যাজক প্রভৃতির ভাক্তবেশে কিংবা বাণিজ্যের ব্যপদেশে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র অবস্থান করিত, উৎকোচের সাহায্যে দুর্গাদির মানচিত্র সংগ্রহ করিত এবং রাজার প্রতি প্রজার বিরাগ জন্মাইত। জার্ম্মাণজাতির চরিত্র যে এরূপ অধঃপাতে গিয়াছে তাহা পূর্ব্বে কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই, কাজেই সতর্কও হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধে এই সমস্ত রহস্যের উদ্ঘাটন হইয়াছে। অতঃপর কেহ জার্ম্মাণদিগকে ত স্বরাজ্যে স্থান দিতেই চাহিবে না, অপরের সঙ্গেও পূর্ব্বের মত সরল ব্যবহার করিবে কি না সন্দেহ।

(খ) ইংল্যাণ্ডে।

এখন দেখা যাউক ইংরাজসেনাই বা কিরূপে ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন করিতেছে। ইংরাজ সৈন্যের সাহসের কথা বলা অনাবশ্যক, কারণ প্রতিদিনই ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে; অপিচ অন্যান্য জাতিও যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিতেছে। কিন্তু ইংরাজসৈন্যের অদম্য উৎসাহ, সদা প্রফুল্লভাব, অদ্ভুত স্বার্থত্যাগ এবং শত্রুর সম্বন্ধেও উদার ব্যবহার বিশিষ্টরূপে প্রশংসার্হ।

সামুদ্রিক যুদ্ধে দেখা গিয়াছে বিপক্ষের কোন রণপোত বিধ্বস্ত হইলে ইংরাজ নাবিকেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণী লইয়া হতাবশিষ্ট জার্ম্মাণদিগের প্রাণরক্ষা করিয়াছে; তখন অন্যান্য জার্ম্মাণপোত হইতে তাহাদের চতুর্দ্দিকে অগ্নিবৃষ্টি হইয়াছে, তথাপি তাহারা আর্ত্তত্রাণ করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। ইহারই ফলে আজ জার্ম্মাণ নৌ-সেনার প্রায় তিন হাজার লোক বন্দিভাবে ইংল্যাণ্ডে অবস্থিতি করিতেছে।

সাময়িক উত্তেজনাবশতঃ যোদ্ধারা যে নিষ্ঠুরাচরণে আনন্দভোগ করে, কেবল তাহা নহে, তাহাদের আরও নানারূপ প্রলোভন জন্মিতে পারে। ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই, যুদ্ধারম্ভে যখন ফ্রান্সে সেনা প্রেরিত হয়, তখন লর্ড্ কিচ্নার্ এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন ঃ—

"তোমরা মহারাজের আদেশে আমাদের ফরাসীবন্ধুদিগের সাহায্যার্থ যাত্রা করিতেছ। তোমরা যে কাজের ভার লইলে তাহাতে সাহস, উদ্যমশীলতা ও ধৈর্য্য আবশ্যক। ইহা যেন মনে থাকে যে আজ হইতে তোমাদের ব্যক্তিগত চরিত্রের, তোমাদের প্রত্যেকের আচরণের উপর ব্রিটিশসেনার গৌরব নির্ভর করিতেছে। সুশৃঙ্খলভাবে সৈনিক-কর্ত্তব্যপালন করিলেই যে তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইল ইহা মনে করিও না। এই ভীষণ যুদ্ধে তোমরা যাহাদের সহায়

হইবে তাহারা যেন তোমাদিগকে অকৃত্রিম বন্ধু বলিয়া মনে করিতে পারে। তোমাদের অনেকে ফ্রান্সে, অনেকে বেল্‌জিয়ামে থাকিবে। এই উভয় দেশই ইংল্যাণ্ডের মিত্র। তোমরা যদি ইংরাজনামের গৌরব রক্ষা করিতে পার তাহা হইলেই প্রকৃত মিত্রতার কার্য্য হইবে। বাক্যে ও আচরণে কদাপি অশিষ্টতার ভাব দেখাইও না, কাহারও সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করিও না, নিজের সুবিধার জন্য পরের অসুবিধা ঘটাইও না, ভ্রমেও লোকের সম্পত্তিনাশে হাত দিও না। নিয়ত স্মরণ রাখিও যে পরস্বলুণ্ঠন প্রকৃত যোদ্ধার পক্ষে বড়ই কলঙ্কের কারণ।

ফ্রান্সের ও বেলজিয়ামের লোকে যে তোমাদিগকে সাদরে দোসর বলিয়া গ্রহণ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা তোমাদিগকে বিশ্বাস করিবেন; সাবধান, যেন তোমাদের কোন কার্য্যে সেই বিশ্বাস বিচলিত না হয়। আরোগ্যই কর্ত্তব্যসাধনের মূল ইহা মনে করিয়া পানাহারে সতত মিতাচার থাকিও।”

ইংরাজেরা শত্রুর গুণগ্রহণে পরাঙ্মুখ নহেন। রবার্ট্ ব্রুশ্ তাহাদিগকে স্কট্‌ল্যাণ্ড হইতে, জোয়ান্ অব্ আর্ক্ তাঁহাদিগকে ফ্রান্স্ হইতে, জর্জ্ ওয়াসিংটন্ তাহাদিগকে য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ হইতে বিদূরিত করিয়াছিলেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন ইংরাজ লেখক এই উচ্চাশয় শত্রুত্রয়ের বিরুদ্ধে কোন কথা লিপিবদ্ধ করেন নাই। সে দিনও বোয়ার সেনাপতি বোথা ইংরাজজাতির কতই না ক্ষতি করিয়াছিলেন; কিন্তু বোয়ার যুদ্ধের অবসান হইলে এই বোথা যখন লণ্ডনে যান, তখন ইংরাজেরা সসম্মানে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। এম্‌ডেন্ নামক জার্ম্মাণ রণতরীর অধ্যক্ষ মূলর বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রথম বর্ষে ইংরাজদিগের কতিপয় বাণিজ্যপোত নষ্ট করিবার সময় আরোহীদিগের প্রাণরক্ষার্থ যে যত্ন করিয়াছিলেন, তাহাতে মুগ্ধ হইয়া সমগ্র ইংরাজজাতি একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। ফলতঃ ইংরাজেরা গুণের আদর করিতে জানেন, শত্রুই হউন, মিত্রই হউন, যিনি প্রকৃত বীর, তিনি চিরদিনই ইংরাজদিগের শ্রদ্ধাকর্ষণ করিয়াছেন।

এখানে একটীমাত্র ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই প্রকরণ শেষ করা যাইতেছে। একদা ইংরাজ ও জার্ম্মাণ কুল্যাপঙ্‌ক্তির মধ্যভাগে একজন আহত জার্ম্মাণ পড়িয়াছিল। কয়েকটী ইংরাজ যোদ্ধা না বুঝিতে পারিয়া অকস্মাৎ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করে। জনৈক ইংরাজ সেনানায়ক ইহা দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে আর গুলি করিতে নিষেধ করিলেন এবং আহত লোকটীর উদ্ধারার্থ নিজেই কুল্যা হইতে বহির্গত হইলেন। এদিকে জার্ম্মাণেরা তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া গুলি চালাইতে লাগিল; কিন্তু তিনি নিরস্ত না হইয়া আহত লোকটীকে স্কন্ধে তুলিলেন এবং জার্ম্মাণ কুল্যার দিকে লইয়া চলিলেন। তখন জার্ম্মাণেরা

ক্রুশটী* তাঁহার বুকে আটিয়া দিলেন এবং যখন তিনি ফিরিলেন, তখন তত্রত্য জার্ম্মাণসেনা তাঁহার জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। ইংরাজ সেনানায়কটী আহত হইয়াছিলেন, কুল্যায় প্রতিগমনের পরদিনই তিনি স্বর্গপ্রাপ্ত হইলেন। এই ঘটনায় রণক্ষেত্রের উক্ত অংশে ইংরাজ ও জার্ম্মাণ সৈনিকেরা পরস্পরের গুণে এত মুগ্ধ হইয়াছিল যে, কিয়ৎকালের জন্য তাহাদের মধ্যে কোনরূপ বৈরভাব দেখা যায় নাই।

যুদ্ধ অতি ভীষণ ব্যাপার; কিন্তু ইহাতেও সময়ে সময়ে মানবহৃদয়ের উচ্চবৃত্তিসমূহের বিকাশ হয়। ভগবানের কৃপায় ইংরাজসেনা যেন চিরদিনই এইরূপ মহত্ত্ব প্রদর্শন করিয়া ইংরাজনামের গৌরব রক্ষা করে, শত্রুর গুণগ্রহণেও পরাঙ্মুখ না হয়।

দশম অধ্যায়।

ইংরাজজাতির যুদ্ধায়োজন।

জার্ম্মাণির দুরাকাঙ্ক্ষাবশতঃ য়ুরোপে যে একটা মহাবিপ্লব ঘটিবে ইহা অনেকেই বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা যে এত শীঘ্র দেখা দিবে তাহা কেহ মনে করেন নাই। অতি অল্পদিন পূর্ব্বে বল্‌কানে যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে; ইংরাজ, জার্ম্মাণ প্রভৃতি জাতি একবাক্যে যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তদনুসারে সেখানে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে; কাজেই, ইংরাজের সহিত জার্ম্মাণদিগের বিবাদ হইতে পারে, ১৯১৪ অব্দের জুলাই মাস পর্য্যন্ত এমন কোন কারণ বিদ্যমান ছিল না। বিশেষতঃ ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রিগণ তখন উদারনীতিক; তাঁহাদের অনেকেই শান্তিপ্রিয়, কেহ কেহ জার্ম্মাণজাতির পক্ষপাতী। এ অবস্থায় হঠাৎ যে এই বিষম অনর্থের উৎপত্তি হইবে তাহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। এখন দেখা যাউক এই আকস্মিক বিপদের প্রতীকারার্থ ইংরাজেরা কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন।

প্রথম উপায় ব্যাঙ্ক্‌গুলির রক্ষা। অনেক সভ্যদেশেই লোকে উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যাঙ্কে আমানত রাখে। ইহাতে সুবিধা এই যে কিছু কিছু সুদ পাওয়া যায়, অথচ অর্থরক্ষার জন্য কোন উদ্‌বেগ ভোগ করিতে হয় না। আমানত দুই প্রকার —স্থায়ী ও অস্থায়ী। স্থায়ী আমানতে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য অর্থ রাখা হয়, অস্থায়ী আমানতে উহা যখন ইচ্ছা ফেরত লওয়া যায়। ব্যাঙ্কের পরিচালকেরা আপনাদের মূলধন ও আমানতের টাকার অধিকাংশ নানাবিধ ব্যবসায়ে খাটাইয়া থাকেন, এবং

* লৌহক্রুশ জার্ম্মাণ সৈনিকদিগের অতি গৌরবের সামগ্রী, কারণ ইহা রাজদত্ত পুরস্কার

আমানতকারীদিগের প্রয়োজনানুসারে ফেরত দিবার নিমিত্ত কিছু নগদ টাকা হাতে রাখেন। ছোট বড় কোন ব্যাঙ্কেরই এমন সাধ্য নাই যে সমস্ত আমানতের টাকা একসঙ্গে ফেরত দিতে পারে। পূর্ব্বে অনেকবার দেখা গিয়াছে হঠাৎ কোন ভীষণ যুদ্ধের সূচনা হইলে লোকে ভাবে তাহাদের টাকা বোধ হয় মারা যাইবে। এই আতঙ্কে তাহারা ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লইবার জন্য ব্যগ্র হয়। কিন্তু সকলেই এক সঙ্গে টাকা ফেরত চাহিলে ব্যাঙ্ক্ দেউলিয়া হয়, দেশের কারবার বন্ধ হইয়া যায়। যাহাতে এরূপ বিভ্রাট না ঘটে সেই উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র রাজপুরুষেরা স্থির করিলেন, কেহই সমস্ত আমানতি টাকা একসঙ্গে ফেরত পাইবে না; সাংসারিক ব্যয়নির্ব্বাহার্থ যাহা নিতান্ত আবশ্যক, কেবল তাহাই তুলিতে পারিবে। এই ব্যবস্থা দুই মাস চলিয়াছিল। দুই মাস পরে লোকে বুঝিল, ইংল্যাণ্ডের ধনবল এত অধিক যে যুদ্ধের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ অর্থের অনটন হইবে না। তাহারা দেখিল দেশের শিল্প ও বাণিজ্য পূর্ব্বের মতই চলিতেছে; ব্যাঙ্ক্ হইতেও প্রয়োজন মত অর্থ পাওয়া যাইতেছে। কাজেই তাহারা আশ্বস্ত হইল; ব্যাঙ্ক্-গুলিরও সাহুকারী অব্যাহত রহিল।

দ্বিতীয়তঃ, খাদ্যসংগ্রহ। ইংরাজদিগকে অধিকাংশ খাদ্য বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। যুদ্ধের সময় আমদানি রপ্তানির অসুবিধা ঘটে; এইজন্য রাজপুরুষেরা যুদ্ধারম্ভ হইবামাত্র যাহাতে খাদ্যাভাব না জন্মে তাহার ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহারা যবদ্বীপজাত সমস্ত চিনি কিনিয়া লইলেন; কিছুদিন হইল, নরওয়ের জালজীবীরা যত মাছ ধরে তাহাও কিনিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ, পোতবণিক্‌দিগের সাহায্য ও উৎসাহবর্দ্ধন। জাহাজে মাল পাঠাইবার সময় লোকে তাহা বিমা করে; কোন কারণে জাহাজ নষ্ট হইলে বিমা-কোম্পানির নিকট হইতে তাহার মূল্য পাওয়া যায়। বর্ত্তমান যুদ্ধে জাহাজ নষ্ট হইবার একটী নূতন কারণ উপস্থিত হইল, কারণ জার্ম্মাণেরা সুবিধা পাইলেই সাগরগর্ভচর পোতের সাহায্যে বিপক্ষের জাহাজ ডুবাইতে লাগিলেন। কাজেই বিমার হারও অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইহার অর্দ্ধপরিমাণ নিজে বহন করিতেছেন। ইহাতে বণিক্ ও বিমা কোম্পানি সকলেরই সুবিধা হইয়াছে।

এত শীঘ্র ও এত সুকৌশলে এই সকল ব্যবস্থা হইল যে লোকের মনে রাজপুরুষদিগের যোগ্যতা-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ রহিল না। শান্তির সময় পার্লেমেণ্ট সভায় মন্ত্রিপক্ষের একটী প্রতিপক্ষ থাকে এবং অভ্যন্তরীণ শাসনসম্বন্ধে উভয় পক্ষে অনেক তর্কবিতর্ক ও বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। কিন্তু এখন উভয় পক্ষেই স্থির করিলেন, যতদিন যুদ্ধ চলিবে ততদিন অভ্যন্তরীণ ব্যাপারসম্বন্ধে কোন নূতন প্রস্তাব উপ-

এই তিন বৎসরে মন্ত্রিসভার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মন্ত্রীদিগের সংখ্যা অধিক হইলে মন্ত্রণায় মতভেদ জন্মে এবং ক্ষিপ্রকারিতার ব্যাঘাত ঘটে। এই জন্ত ক্রমে মন্ত্রীর সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন সমর-সমিতিতে কেবল পাঁচ জন সদস্ত। ইঁহাদের হস্তেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্ববিধ শাসনক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী পূর্ব্বে ছিলেন শ্রীযুক্ত এস্কিথ্, এখন হইয়াছেন শ্রীযুক্ত লয়েড্ জর্জ্। লয়েড্ জর্জ্ একজন অসামান্ত দূরদর্শী ও কৃতকর্ম্মাপুরুষ। যুদ্ধারম্ভে ইংরাজপক্ষে গোলাগুলি প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণের অভাব হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার সুব্যবস্থায় এখন ইংরাজেরা এত উপকরণ প্রস্তুত করিতেছেন যে, তদ্দ্বারা তাঁহাদের নিজেদের ও মিত্রশক্তিদের সমস্ত অভাব পূরণ হইতেছে। লয়েড্ জর্জের প্রতিজ্ঞা যে প্রকারেই হউক জার্ম্মাণদিগের সামরিকশক্তি এরূপে বিনষ্ট করিতে হইবে যে পরিণামে যুরোপে আর অশান্তি না ঘটিতে পারে এবং ছোট বড় সকল জাতিই স্বাধীনভাবে স্ব স্ব উন্নতিবিধানে সমর্থ হয়। বিলাসীদিগের অমিতাচারবশতঃ যাহাতে খাদ্যদ্রব্যের অপচয় না ঘটে তিনি সে দিকেও দৃষ্টি রাখিয়াছেন।

দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে সকল দেশেই খাদ্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হয়, কাজেই সাধারণ লোকের কিছু কষ্ট হয়। কিন্তু প্রথমে যেমন আশঙ্কা করা গিয়াছিল, বর্ত্তমান যুদ্ধে ইংল্যাণ্ডে তত অসুবিধা হয় নাই। প্রথম কয়েক মাস বাণিজ্যের কিছু সঙ্কোচ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পরে ইহার বিলক্ষণ প্রসর হইয়াছে। যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত করিবার জন্ত এত লোক নিযুক্ত হইয়াছে যে, কেহই এখন নিষ্কর্ম্মা নাই। শ্রমজীবীদিগের বেতনও বৃদ্ধি হইয়াছে এবং যাহারা যুদ্ধে গিয়াছে তাহাদের স্ত্রী-পুত্রাদির জন্ত পর্য্যাপ্ত বৃত্তি প্রদত্ত হইতেছে। তবে দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধিবশতঃ শিক্ষক, কেরাণী প্রভৃতি যে সকল মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের 'বান্ধা আয়', তাঁহাদিগকে কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে।

যুদ্ধে যে লোকক্ষয় হইতেছে তাহা ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। আজ ব্রিটেনের প্রায় প্রত্যেক পরিবার শোকসন্তপ্ত। কেবল সম্ভ্রান্তবংশীয়দিগের মধ্যেই, যাঁহারা উত্তরকালে স্ব স্ব কুলসম্পত্তির অধিকারী হইতেন এবংবিধ অন্ততঃ পঞ্চাশ জন নিহত হইয়াছেন। সাধারণ লোকের ত কথাই নাই; তাহাদের সহস্র সহস্র বীর স্বদেশের রক্ষার্থ ফ্রান্স, ফ্লাণ্ডার্স্, মিশর, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি দূরদেশের রণক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জ্জন দিয়াছে। ফলতঃ, ব্রিটেনের ইতর ভদ্র সকল শ্রেণীর লোকেই আজ তুল্যরূপে ক্ষতি স্বীকার করিতেছেন; তবে, বিষের মধ্যেও অমৃত দেখা দিয়াছে; আজ সাধারণ বিপদে তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক ঈর্ষ্যার বিলোপ হইয়াছে; তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে সমবেদনার বন্ধন দৃঢ়তর হইয়াছে।

ইংল্যাণ্ডের উপনিবেশগুলিও সর্ব্বস্ব পণ করিয়া ইংল্যাণ্ডের সাহায্য করিতেছে।

যুদ্ধারম্ভে দক্ষিণ-আফ্রিকার কতিপয় ওলন্দাজ অধিবাসী জার্ম্মাণির কুহকে পড়িয়া কিয়দ্দিনের জন্য বিদ্রোহী হইয়াছিল বটে ; কিন্তু বোথাপ্রমুখ ওলন্দাজ সেনানীরাই ওলন্দাজ সৈন্যের সাহায্যে তাহাদিগকে দমন করিয়াছেন। আয়র্ল্যাণ্ডেও জার্ম্মাণির ষড়্‌যন্ত্রে কিছুদিনের জন্য অশান্তি দেখা দিয়াছিল। সেখানে কয়েকজন তরলমতি লোক আয়র্ল্যাণ্ডে সাধারণ-তন্ত্রশাসন প্রবর্ত্তিত হইল বলিয়া ঘোষণা করে, কিন্তু জনসাধারণে তাহাদের পক্ষাবলম্বন করে নাই। বিদ্রোহীরা পরাজিত হইলে তাহাদের কয়েকজনের প্রাণদণ্ড এবং কয়েকজনের কারাদণ্ড হয়। কারাদণ্ডগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজন সম্ভ্রান্তবংশীয়া রমণী। তিনি পুরুষের বেশ পরিধান করিয়া বিদ্রোহীদিগকে যুদ্ধার্থ উত্তেজিত করিয়াছিলেন। ইঁহার লঘুদণ্ডের সহিত কুমারী কাভেলের প্রাণদণ্ড তুলনা করিলে বুঝিবে ইংরাজে ও জার্ম্মাণে কি প্রভেদ ! কুমারী কাভেল একজন স্বেচ্ছাসেবিকা ; তিনি রোগী ও আহতদিগের শুশ্রূষার্থ বেল্‌জিয়ামে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেখানে তিনি কয়েকজন বন্দীকে পলায়নের সময় সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া জার্ম্মাণেরা তাঁহার প্রাণদণ্ড করেন। এরূপ কঠোর বিধান সামরিক বিধিসঙ্গত হইলেও হইতে পারে ; কিন্তু বিধির সঙ্গে কি দয়ার ও ক্ষমার অহিনকুলভাব ? ইংরাজেরা দয়ারই পক্ষপাতী। কিন্তু সকল সময়েই দয়ার অবতার হইলে চলে না। আয়র্ল্যাণ্ডের বিদ্রোহীদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি বোয়ার যুদ্ধের সময়েও ইংরাজদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল এবং তখন একজন ইংরাজের কৃপাতেই তাহার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। কিন্তু সেই পাষণ্ডই আবার যখন আয়র্ল্যাণ্ডেও বিদ্রোহী হইল, তখন ইংরাজেরা তাহার প্রাণদণ্ড না করিয়া পারিলেন না।

আয়র্ল্যাণ্ডের যে কয়েকটী বিদ্রোহীর কথা বলা হইল তাহারা মুষ্টিমেয় ; তত্রত্য অধিকাংশ লোকই ইংরাজের হিতৈষী এবং সহস্র সহস্র আইরিশ ইংরাজের সাহায্যার্থ ফ্রান্স্ প্রভৃতি দেশে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে। ইহাদের একদল গ্যালিপলি উপদ্বীপে অবতরণ করিবার সময় অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল।

প্রাগুক্ত ক্ষুদ্র দুইটী বিদ্রোহ ব্যতীত ব্রিটিশসাম্রাজ্যের অন্য কোথাও ইংরাজ-জাতির প্রতি কোন বিদ্বেষের চিহ্ন দেখা যায় নাই। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের লোকে ইংরাজের হিতার্থ অন্ততঃ পাঁচলক্ষ সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। গ্যালিপলিতে অষ্ট্রেলিয়ার সেনা এবং বেল্‌জিয়ামে কানাডার সেনা যে বীর্য্য দেখাইয়াছে তাহাতে সকলেই মুক্তকণ্ঠে ইহাদের প্রশংসা করিয়াছেন।

উদাসীন রাজ্যসমূহ। ✓

উদাসীন রাজ্যসমূহের মধ্যে য়ুরোপখণ্ডে সুইডেন, হল্যাণ্ড্ ও স্পেন্ প্রধান। সুইডেনের সহিত রুশিয়ার বহুদিনের অসদ্ভাব; কাজেই বর্ত্তমান যুদ্ধে উদাসীন থাকিলেও সম্ভবতঃ তত্রত্য অধিবাসীরা ইংরাজপক্ষের হিতাকাঙ্ক্ষী নহেন। বেল্‌জিয়ামের দুর্দ্দশা দেখিয়া হল্যাণ্ড্ও জার্ম্মাণির ভয়ে কম্পমান। অতএব কেবল স্পেন্‌কেই এখন পর্য্যন্ত প্রকৃত উদাসীন বলা যাইতে পারে। কিন্তু স্পেনের এভাবও যে আর দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে তাহা বলা যায় না। জার্ম্মাণেরা স্পেনিয়ার্ড্‌দিগেরও অনেক জাহাজ ডুবাইতেছেন; কাজেই তাঁহাদের অনেকে ইংরাজপক্ষে যোগ দিবার ইচ্ছা করিতেছেন।

আমেরিকাখণ্ডের সমস্ত স্বাধীন রাজ্যই এতদিন উদাসীন ছিল। য়ুনাইটেড্‌ ষ্টেটস্ ইহাদের অগ্রণী। য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের লক্ষ লক্ষ লোক জার্ম্মাণজাতীয়। ইঁহারা সকলেই উদ্যমশীল, ধনী ও ক্ষমতাবান্। যখন বর্ত্তমান যুদ্ধ আরব্ধ হইল, তখন ইঁহারা য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্‌কে জার্ম্মাণির হিতাকাঙ্ক্ষী করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। ইঁহাদের সাহায্যার্থ জার্ম্মাণি হইতে অনেক প্রসিদ্ধ বক্তাও আমেরিকায় গিয়া লোকের নিকট ইংরাজপক্ষের অন্যায়াচরণ প্রতিপাদন করিবার প্রয়াস পাইলেন; জার্ম্মাণির অনুকূলে অজস্র পুস্তিকা ও পত্রিকা বিতরিত হইতে লাগিল। ইংরাজেরা আমেরিকায় যুদ্ধোপকরণ ক্রয় করিতেছিলেন; নিজের নৌবল অল্প বলিয়া জার্ম্মাণির ইহাতে বাধা দিবার সাধ্য ছিল না। কাজেই জার্ম্মাণ-বন্ধুরা বলিতে লাগিলেন, য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের লোকে যদি ইংরাজদিগের নিকট উপকরণ বিক্রয় করেন, তাহা হইলে পরোক্ষভাবে জার্ম্মাণির বিপক্ষতাচরণ করা হইল—তাঁহারা উদাসীনধর্ম্মের মর্য্যাদা রাখিলেন না। ফলতঃ যাহাতে ইংরাজেরা আমেরিকায় যুদ্ধোপকরণ না পান, তাহার জন্য ইঁহারা চেষ্টার ক্রুটি করিলেন না। য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের সভাপতি উইল্‌সন্ কিন্তু ইঁহাদের যুক্তিতে ভুলিলেন না। তখন ইঁহারা আমেরিকার বড় বড় কারখানাগুলি নষ্ট করিবার জন্য নানারূপ চক্রান্ত আরম্ভ করিলেন। জার্ম্মাণির অনেক প্রধান কর্ম্মচারী এবং অষ্ট্রিয়ার রাজদূত এই নিমিত্ত য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ হইতে বিতাড়িত হইলেন।

য়ুনাইটেড্-ষ্টেট্‌সের সভাপতি উইল্‌সন্ অত্যধিক শান্তিপ্রিয়; তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না যে জার্ম্মাণির সঙ্গে কোনরূপ বিবাদ ঘটে। জার্ম্মাণেরা যখন বেল্‌জিয়াম্ বিধ্বস্ত করেন এবং পদে পদে সভ্যসমাজের রণনীতি উল্লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত হন, তখনও তিনি কোন প্রতিবাদ করেন নাই। তাঁহার বোধ হয় আশা ছিল যে যখন যুধ্যমান শক্তিনিচয়ের মধ্যে সন্ধির কথা উঠিবে, তখন তিনি মধ্যস্থতা করিয়া কাহারও

প্রতি অন্যায় হইতে দিবেন না, কারণ তিনি যুদ্ধে লিপ্ত না হইলে তাঁহার সমদর্শিতা-সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিবে না। কিন্তু তাঁহার সে আশা ফলবতী হয় নাই।

জার্ম্মাণেরা যখন য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্সে ষড়্যন্ত্র আরম্ভ করিলেন এবং যাত্রিবাহক পোত প্রভৃতি ডুবাইয়া য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্সের লোকেরও প্রাণনাশে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন উইল্সন্ আর নীরব থাকিতে পারিলেন না। লুসিটানিয়া নামক একখানা সুবৃহৎ যাত্রীর জাহাজ সতর শ আরোহী লইয়া আমেরিকা হইতে ইংলাণ্ড যাইতেছিল; জার্ম্মাণেরা ইহা ডুবাইয়া দিলেন এবং উহাতে আমেরিকার অনেক লোক মারা গেল। তাহার পর জার্ম্মাণেরা আরও অনেকবার এইরূপ নৃশংস কাণ্ড করিলেন; কাজেই উইল্সন্ জার্ম্মাণিকে তিরস্কার করিয়া পত্র লিখিলেন। কিন্তু জার্ম্মাণেরা স্পষ্ট কোন অঙ্গীকার না করিয়া চিঠি লেখালেখি দ্বারা সময়ক্ষেপ করিতে লাগিলেন; যাত্রীর জাহাজ ডুবাইতেও ক্ষান্ত হইলেন না।

এই কারণে ক্রমে য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্সের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। উইল্সন্ স্পষ্ট বলিলেন, যদি জার্ম্মাণদিগের ত্রুটিবশতঃ আমেরিকার কোন সমুদ্রযাত্রীর প্রাণনাশ হয়, তাহা হইলে আমরা আত্মরক্ষার্থ অস্ত্রধারণ করিব। তখন জার্ম্মাণেরা অঙ্গীকার করিলেন, যাত্রিপোত ও বাণিজ্যপোত নষ্ট করিতে হইলে তাঁহারা আগে ডিঙ্গীর সাহায্যে আরোহীদিগের প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু শেষে জার্ম্মাণেরা এ অঙ্গীকারও পালন করিলেন না। তাঁহারা বর্ত্তমান বর্ষে ইংল্যাণ্ডে খাদ্যাভাব ঘটাইবার জন্য যেখানে সেখানে যে সে যাত্রীর জাহাজ সাগরগর্ভচর পোতের সাহায্যে ডুবাইতে প্রবৃত্ত হইলেন; আরোহীদিগের রক্ষার জন্যও কোন ব্যবস্থা করিলেন না। উইল্সন্ ইহার প্রতিবাদ করিলে তাঁহারা অতি অবজ্ঞার সহিত তাহা উড়াইয়া দিলেন। কাজেই গত মার্চ্চমাসে য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্স্কে অগত্যা জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিতে হইল। অতঃপর য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্সের দেখাদেখি আমেরিকার আরও কয়েকটী রাজ্য জার্ম্মাণদিগের বিপক্ষভুক্ত হইয়াছে।

য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্সের ধনবল ও জনবল উভয়ই প্রচুর। যতদিন যুদ্ধে নির্লিপ্ত ছিলেন ততদিনও এখানকার লোকে পরোক্ষভাবে ইংরাজদিগের অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইংরাজদিগের নিকট যুদ্ধোপকরণ বিক্রয় করিতেন; জার্ম্মাণিতে যে সকল ইংরাজ বন্দী আছে, তাঁহাদের যত্নে তাহারা অপেক্ষাকৃত অধিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিত; বেল্জিয়ামের অসহায় লোকদিগের সাহায্যার্থ ইংল্যাণ্ডে ও অন্যান্য দেশে যে অর্থ সংগৃহীত হইত, তাঁহারাই তাহার বণ্টনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারা অন্যরূপে ইংরাজপক্ষের সহায়তা করিতেছেন। তাঁহারা ফ্রান্স্কে অকাতরে অর্থ দিতেছেন, জার্ম্মাণদিগের সাগরগর্ভচর পোতসমূহের উপদ্রব-নিবারণার্থ আপনাদের রণতরীসমূহ নিয়োজিত

করিয়াছেন; যাহাতে বাণিজ্যের ব্যাঘাত না ঘটে, সেইজন্য বহুসংখ্যক নূতন পোত নির্ম্মাণ করিতেছেন এবং ফরাসীদেশে সেনা পাঠাইতেছেন। ইংরাজদিগের পক্ষে এ বড় কম লাভ নহে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও আর একটা বড় লাভ হইয়াছে। জার্ম্মাণির পরাভবে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স্ প্রভৃতি দেশের স্বার্থ আছে; কিন্তু য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের কোন স্বার্থ নাই। অথচ এই দেশও যখন জার্ম্মাণির শত্রু হইয়া দাঁড়াইল, তখন জার্ম্মাণজাতির আচরণ যে সর্ব্বথা সাধুজনবিগর্হিত, এবং তাঁহাদিগকে দমন না করিতে পারিলে, সভ্যতার যে বিলোপ সাধিত হইব, এ সম্বন্ধে কাহারও মনে অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

একাদশ অধ্যায়।

বর্ত্তমান যুদ্ধে কি কি বিষয়ের মীমাংসা হইবে।

বর্ত্তমান যুদ্ধের কারণগুলি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এখন দেখা যাউক ইহার অবসানে কি কি প্রশ্নের মীমাংসা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

প্রথমতঃ, ইহাতে প্রতিপন্ন হইবে যে রাজতন্ত্র শাসন ও প্রজাতন্ত্র শাসন, এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টী জাতীয় শক্তির পরিবর্দ্ধক। ইংল্যাণ্ডে রাজকায় ক্ষমতা প্রজাদিগের সম্মতিজাত; কিন্তু জার্ম্মাণ সম্রাট্ ভাবেন যে তাঁহার ক্ষমতা ভগবৎ-প্রদত্ত। ইংল্যাণ্ডের রাজা স্বহস্তে কোন ক্ষমতা পরিচালন করেন না; তাঁহার মন্ত্রীরা প্রজার প্রতিনিধিভাবে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। কিন্তু জার্ম্মাণিতে সম্রাটের হস্তেই সমস্ত ক্ষমতা; মন্ত্রীরাও তাঁহারই মনোনীত ব্যক্তি। জার্ম্মাণিতে প্রজারা অনেক বিষয়েই রাজকর্ম্মচারীদিগের দ্বারা পরিচালিত; তাঁহারা যেরূপ নিয়ম করিয়া দেন তদনুসারে লোকের শিল্প চলে, বাণিজ্য চলে, বিদ্যালয় চলে, ডাকঘর চলে, রেলওয়ে চলে। শ্রমজীবীরা কাজ না পাইলে তাঁহারা তাহা পর্য্যন্ত যোগাড় করিয়া দেন; তাহারা যখন বৃদ্ধ হয় তখন তাহাদিগকে বৃত্তি দিয়া থাকেন। এই সকল কর্ম্মচারী সাধারণতঃ সুযোগ্য ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বলিয়া আশু অনেক সুফল পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু ইহাতে দোষও যে না আছে তাহা নহে। ইহাতে ব্যক্তিগত উদ্যমের স্ফূর্ত্তি জন্মে না, ব্যক্তিগত বিচারশক্তির বিকাশ হইতে পারে না। ইহাতে লোকে প্রায় প্রতিপদে রাজকর্ম্মচারীদিগের মুখাপেক্ষী হইয়া চলে। কিন্তু জার্ম্মাণেরা ইহাতে কোন অসুবিধা বোধ করেন না, বরং রাজা তাঁহাদের যে উপকার করিতেছেন, নিয়ত তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া তাঁহারা এই প্রথারই পক্ষপাতী হইয়াছেন।

রাজার প্রতি তাঁহারা এত অনুরক্ত হইয়াছেন যে, তাঁহার মর্য্যাদারক্ষার্থ তাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হন না। তাঁহারা নীরবে গুরুতর করভার বহন করিতেছেন এবং অম্লানবদনে সৈনিকবৃত্তির কঠোরতা সহ্য করিতেছেন। সম্রাট্‌কে ভক্তিশ্রদ্ধা করা এবং সতত তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলা জার্ম্মাণ-চরিত্রের বিশিষ্ট অঙ্গ। সম্রাটের বেতনভোগী শিক্ষকেরা জার্ম্মাণির বিদ্যালয়-সমূহে এই উপদেশ দিয়া আসিতেছেন, যাজকেরাও ধর্ম্মাসন হইতে এই নীতিই প্রচার করিতেছেন।

পক্ষান্তরে ইংরাজেরা ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই ভাল বাসেন। রাজ্যের শাসন সম্বন্ধেই হউক, কিংবা দৈনন্দিন কর্ত্তব্যেই হউক তাঁহারা জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করিতে চান না। এ প্রথাও যে নির্দ্দোষ তাহা নহে। ইহাতে অলস ও স্বার্থপর লোকেরা প্রশ্রয় পায়। কেহ কেহ বলেন এই জন্যই ইংল্যাণ্ডে যত কুকর্ম্মরত লোক দেখা যায়, জার্ম্মাণিতে তত দেখা যায় না। অতএব ইংল্যাণ্ডেও এখন অনেকের বিশ্বাস যে জনসাধরণের স্বাধীনতা একটু খর্ব্ব করিতে পারিলেই যেন ভাল হয়। কিন্তু তাহা করিলেও রাজমন্ত্রীরা প্রজাকর্ত্তৃকই নির্ব্বাচিত হইবেন ; ইংরাজজাতি কখনও রাজাকে জার্ম্মাণ সম্রাটের ন্যায় স্বেচ্ছাচারী হইতে দিবেন না।

ফলতঃ, ইংরাজ ও জার্ম্মাণ উভয় জাতির পক্ষেই রাজনীতির ও সমাজনীতির সম্বন্ধে পরস্পরের নিকট কিছু শিখিবার আছে। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধে সেই শিক্ষার পথ রুদ্ধ হইয়াছে। এই যুদ্ধের ফল দেখিয়া বুঝা যাইবে কোন্ দেশের শাসন-প্রণালী ভাল,—ইংল্যাণ্ডের না জার্ম্মাণির। যদি ইংরাজ জয়ী হন তাহা হইলে পৃথিবীতে প্রজাতন্ত্র শাসনের এবং যদি জার্ম্মাণ জয়ী হন তাহা হইলে রাজতন্ত্র শাসনের আদর বৃদ্ধি হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, সার্ব্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগসম্বন্ধে ইংরাজ ভাল না জার্ম্মাণ ভাল ? ইংরাজেরা প্রজার ধর্ম্ম, ভাষা ও আচার ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করেন না ; কিন্তু জার্ম্মাণেরা সমস্ত প্রজাকেই জার্ম্মাণ ভাবাপন্ন করিতে চান। ইংরাজের এখন মুখ্য উদ্দেশ্য যে তাঁহাদের এই পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন জাতি স্ব স্ব জাতীয় প্রথার অনুসরণ করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে। এই উদ্দেশ্য যে সহজে সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা সকলেই বুঝেন।

তৃতীয়তঃ, যুদ্ধপ্রিয় ও শান্তিপ্রিয় জাতির মধ্যে কে লাভবান্? জার্ম্মাণেরা যুদ্ধপ্রিয়, কাজেই বিস্তর সৈন্য রাখেন এবং সৈনিক পুরুষদিগকে অনেক সময়ে অযথা প্রশ্রয় দেন। এমন কি তাঁহাদের সেনানীরা আইন কানুনের বড় ধার ধারেন না, কেহ তাঁহাদের অবমাননা করিলে নিজেরাই তাহার দণ্ডবিধান করেন।

সৈনিকপুরুষদিগের এতাদৃশী ক্ষমতা ইংল্যাণ্ডে সম্ভবে না। জার্ম্মাণির শাসন-কার্য্যেও সৈনিকেরই প্রাধান্য, কারণ সম্রাটের পার্শ্বচরগণ প্রায় সকলেই সেনানী, এবং সম্রাট্ অনেক সময়েই তাঁহাদের পরামর্শমত কার্য্য করেন। অপিচ জার্ম্মাণিতে প্রত্যেক কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিকেই জীবনের কিছুকাল সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়, কিন্তু ইংল্যাণ্ডে পূর্ব্বে এরূপ নিয়ম ছিল না। বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রথম দেড় বৎসরে ইংরাজেরা লোকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়াই প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে যখন যুদ্ধক্ষেত্রের আয়তন বৃদ্ধি হইল এবং বিস্তর লোকক্ষয় হইতে লাগিল, তখন ইংরাজেরাও কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিমাত্রকেই সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য করিলেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে এ প্রথা নূতন; জার্ম্মাণিতে এবং জার্ম্মাণির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া ফ্রান্স্ প্রভৃতি দেশে ইহা পুরাতন। অনেকের বিশ্বাস বর্ত্তমান যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে ইংরাজেরা বাধ্যতামূলক নিয়মটী উঠাইয়া দিবেন। তখন ইংল্যাণ্ডে এক দল নাতিবৃহৎ সেনা থাকিবে এবং যাহারা ইচ্ছা করিবে কেবল তাহাদিগকেই ইহার অন্তর্নিবিষ্ট করা হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে সৈনিকবৃত্তি শিক্ষা করা দেশের অতি দুর্ভাগ্যের কথা; ইহাতে লোকে পশুবলেরই পক্ষপাতী হয়; তাহাদের যুদ্ধ-বাসনাও উদ্দীপিত হয়। ইংরাজজাতি এরূপ কুপ্রথার বিরোধী; ইহা সভ্য সমাজেরও কলঙ্ক।

চতুর্থতঃ, কোন জাতি সর্ব্বসাধারণ-প্রতিপাল্য বিধান উল্লঙ্ঘন করিলে তাহার কি দণ্ড হইতে পারে? ব্যক্তিবিশেষে কোন বিধি লঙ্ঘন করিলে রাজা তাহাকে দণ্ড দেন; কিন্তু জাতিবিশেষে কোন বিধি লঙ্ঘন করিলে তাহার প্রতীকারের উপায় কি? এখন এক জাতি অন্য জাতির সঙ্গে সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হইয়া কতকগুলি নিয়ম পালন করিয়া চলিবেন, এই অঙ্গীকার করিলেন; কিন্তু ইহা যে চিরদিন প্রতিপালিত হইবে তাহাতে বিশ্বাস কি? এক পক্ষ হয়ত বলিতে পারেন, কালভেদে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, অতএব আমরা পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি পালন করিতে পারিব না। এরূপ বলা সভ্য সমাজের পক্ষে শোভা পায় না; ইহাতে শান্তিরও বিঘ্ন ঘটে। জার্ম্মাণেরা যখন বেল্জিয়মের ভিতর দিয়া সেনা পাঠাইবার সঙ্কল্প করিলেন, তখন ইংরাজ রাজদূত তাঁহাদিগকে পূর্ব্বকৃত সন্ধির কথা স্মরণ করাইয়া ইহার প্রতিবাদ করিলেন; কিন্তু ইহার উত্তরে জার্ম্মাণির প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, "একখানা পুরাতন চোতা কাগজের কথা তুলিতেছেন কেন? উহা কি সব সময়ে মানিয়া চলিতে পারা যায়?" অতঃপর জার্ম্মাণেরা যদি আবার কোন সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন, তাহা হইলে লোকে উহাকেও কি একখানা 'চোতা কাগজ' বলিয়া মনে করিবে না? তাঁহারা লিখিয়া-ছিলেন ইংরাজেরা যদি উদাসীন থাকেন তাহা হইলে যুদ্ধাবসানে তাঁহারা বেল্জিয়াম্

হইতে সেনা তুলিয়া লইবেন। যদি দৈবাৎ তাঁহারা জয়ী হইতেন, তাহা হইলে এই আশ্বাসপত্রও কি 'চোতা কাগজ' ভিন্ন আর কিছু হইত?

জার্ম্মাণেরা যে প্রতিজ্ঞাভঙ্গে সুনিপুণ, চীনদেশেও তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ইংরাজেরা প্রতিজ্ঞাপালক। ফলতঃ ইংরাজের চরিত্রে ও জার্ম্মাণের চরিত্রে, ইংরাজের সভ্যতায় ও জার্ম্মাণের সভ্যতায়, ইংরাজের শাসনপ্রণালীতে ও জার্ম্মাণের শাসনপ্রণালীতে অনেক প্রভেদ। আশা করা যায় ইংরাজই জয়ী হইবেন এবং সকলে মুক্তকণ্ঠে ইংরাজের উদার নীতির প্রশংসা কীর্ত্তন করিবে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারতবর্ষের কার্য্য।

য়ুরোপে পূর্ব্বে যে সকল যুদ্ধ হইয়াছে তাহার কোনটীতেই ভারতবর্ষের লোক যোগ দেয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধে তাহারাও ইংরাজের সহায় হইয়া রণাঙ্গণে দেখা দিয়াছে এবং আপনাদের অর্থ-সামর্থ্য সমস্তই ইংরাজের হিতার্থ নিয়োজিত করিয়াছে। এরূপ করিবারই কথা। ভারতবর্ষের লোক কৃতজ্ঞ ও রাজভক্ত; ভারতবর্ষের লোক ন্যায়ের সমর্থক। তাহারা দেখিতেছে ইংরাজশাসনে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এবং লোকে নানা বিষয়ে উন্নতিলাভ করিতেছে। তাহারা জানে ইংরাজের রাজ্যে অবিচার ও পক্ষপাত নাই, এবং ইংরাজ কাহারও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন না। তাহারা বুঝে যে ভারতবর্ষের ন্যায় একটী সুবৃহৎ দেশকে এমন নিঃস্বার্থভাবে, এমন সুচারুরূপে শাসন করিতে ইংরাজ ভিন্ন অন্য কোন জাতির সাধ্য নাই। তাহারা এ সমস্ত দেখে, জানে ও বুঝে বলিয়া ইংরাজের নিকট কৃতজ্ঞ এবং এইজন্য ইংরাজের বিপদে উদাসীন থাকিতে পারে না। রাজভক্তি ত তাহাদের প্রকৃতিগত, কারণ তাহাদের শাস্ত্রে রাজা 'মহতী দেবতা' বলিয়া বর্ণিত। একে রাজা, তাহাতে আবার তিনি বর্ত্তমান যুদ্ধে ন্যায়ের সমর্থক ও অসহায়ের সহায়; তিনি অত্যাচারীর—প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীর দণ্ডবিধানের জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন। যে দেশ উদার ক্ষাত্রধর্ম্মের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ, যে দেশে লোকে সূতিকাগৃহেই শুনিতে আরম্ভ করে "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ," সে দেশের লোকে যে রাজার কার্য্যে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছে ইহা আর বিস্ময়ের বিষয় কি?

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যুদ্ধারম্ভে ইংল্যাণ্ডে লক্ষাধিক স্থায়ী সৈন্য ছিল না; অথচ জার্ম্মাণেরা ইহা অপেক্ষা বহুগুণে বৃহত্তর সেনা লইয়া বেল্‌জিয়ামে প্রবেশ
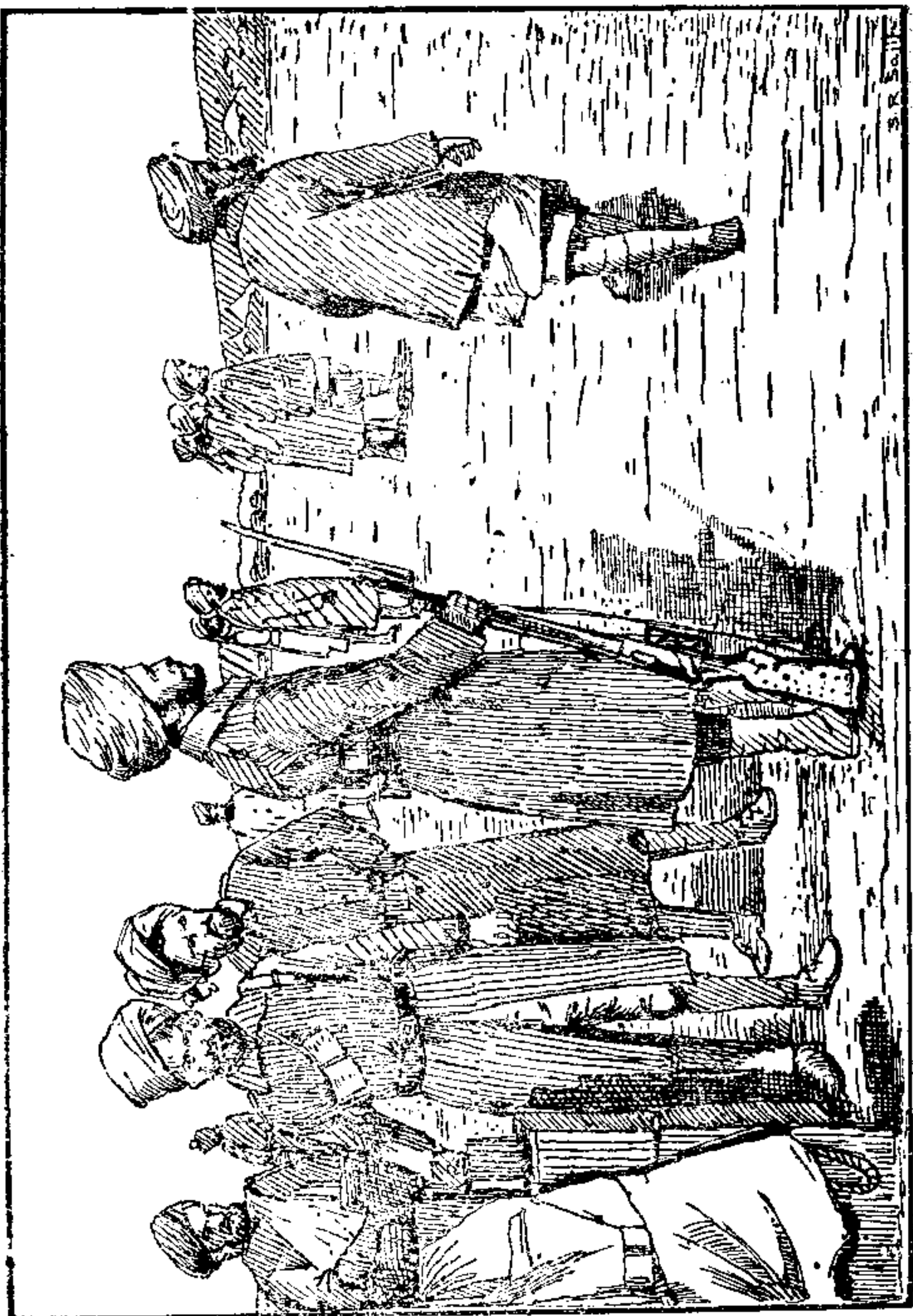
ফ্রান্সে ভারতবর্ষীয় সেনা।

করিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া আমাদের ভূতপূর্ব্ব ভাইসরয় লর্ড্ হার্ডিং ভারতবর্ষ হইতে সেনা প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করিলেন; ভারতবর্ষের লোকেও একবাক্যে ইহা অনুমোদন করিল।

ভারতবর্ষের সেনা প্রথমে ঈপ্রের যুদ্ধে যোগ দেয়। তাহাদের পক্ষে তখন সেখানে সমস্তই অপরিচিত। তাহারা গ্রীষ্মমণ্ডলের লোক, অথচ সেখানে তখন এমন শীত যে তাহা য়ুরোপবাসীদিগের পক্ষেও দুঃসহ। একে শীত, তাহার উপর আবার অবিরাম বৃষ্টি ও তুষারপাত; অথচ আশ্রয়ের স্থান নাই। দিনের পর দিন অনাবৃত, কর্দ্দমপূর্ণ কুল্যার ভিতর থাকিতে হইত। এরূপ যুদ্ধ তাহারা কখনও দেখে নাই। তাহারা বীরের জাতি; তাহারা সম্মুখ সমরই জানিত। কিন্তু এত অসুবিধা ভোগ করিয়াও তাহারা সর্ব্বতোভাবে আপনাদের জাতীয় গৌরব রক্ষা করিয়াছে—ইংরাজসেনার সহিত তুল্য ক্লেশ ভোগ করিয়া, ইংরাজসেনার সহিত তুল্য বীরত্ব দেখাইয়া সুযশ অর্জ্জন করিয়াছে। ইংরাজ সৈন্যের পক্ষে 'বিক্টোরিয়া ক্রুশ' নামক পুরস্কারপ্রাপ্তি বড়ই গৌরবের বিষয়, কারণ ইহা অসামান্য সাহসের নিদর্শন। যাঁহারা এই পুরস্কার লাভ করেন, তাঁহারা যাবজ্জীবন রাজভাণ্ডার হইতে বার্ষিক দেড় শত টাকা বৃত্তি পাইয়া থাকেন। ভারতবর্ষের লোকে অসাধারণ শৌর্য্যবীর্য্য দেখাইয়া বীরজনবাঞ্ছিত এই মহা পুরস্কারও লাভ করিয়াছেন। এই সকল ভাগ্যবান্ যোদ্ধাদিগের মধ্যে একজনের নাম খুদাদাদ খাঁ। খুদাদাদ ১২৯-সংখ্যক বালুচি সেনাভুক্ত। ইনি একদা কয়েকজন যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রের একস্থানে যান্ত্রিক বন্দুক দাগিবার জন্য নিযুক্ত ছিলেন। শত্রুপক্ষের অগ্নিবর্ষণে খুদাদাদ ব্যতীত অন্য সকলেই নিহত হন; কিন্তু খুদাদাদ একাই এমন সুকৌশলে গুলি চালাইতে থাকেন যে তাহাতে শত্রুপক্ষের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। এই নিমিত্ত গুণগ্রাহী ইংল্যাণ্ডরাজ তাঁহাকে বিক্টোরিয়া ক্রুশে বিভূষিত করিয়াছেন। ৯-সংখ্যক ভূপাল পদাতিদলভুক্ত ছত্রসিংহ নামক আর একজন যোদ্ধাও এই গৌরবজনক ভূষণে অলঙ্কৃত হইয়াছেন। ইনি একদা কুল্যার ভিতর হইতে দেখিতে পাইলেন ঐ দলের সেনানী বাহিরে গিয়া আহত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছেন। তখন শত্রুপক্ষের লোকে অজস্র অগ্নিবর্ষণ করিতেছিল; কাজেই কুল্যার বাহিরে গেলেই আহত হইবার কথা। কিন্তু ছত্রসিংহ ইহাতে ভয় পাইলেন না; তিনি তৎক্ষণাৎ কুল্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আহত সেনানীর উদ্ধার করিলেন।

ভারতবর্ষের লোকের সাহস ও নিঃস্বার্থ রাজভক্তির উদাহরণস্বরূপ এখানে একজন শিখ বীরের কথাও উল্লেখযোগ্য। ইনি পূর্ব্বে সৈনিক বিভাগে কাজ করিতেন; কিন্তু পরে অবসর গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়াছিলেন এবং সেখানে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া বিলক্ষণ অর্থোপার্জ্জন করিতেছিলেন। যখন যুদ্ধ

আরব্ধ হইল, তখন ইনি ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া নিজের ব্যয়ে লণ্ডনে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। ভাবিয়া দেখ দেখি এরূপ লোকের সাহস, স্বার্থত্যাগ ও রাজভক্তি কত প্রশংসার্হ!

বিক্টোরিয়া ক্রুশলাঞ্ছিত ছত্রসিংহ।

যুদ্ধের প্রথম বর্ষ অতীত হইলে ইংরাজরাজপুরুষেরা স্থির করিলেন ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগকে আবার য়ুরোপের দারুণ শীত সহ্য করিতে বলা নিষ্ঠুরতার কার্য্য হইবে। এইজন্য তাহাদিগকে ফ্রান্স্ হইতে তুলিয়া লইয়া মিশরে ও মেসোপটেমিয়ায় প্রেরণ করা হইল। এ দুইটী অঞ্চলও যে সুখের স্থান তাহা নহে, কারণ গ্রীষ্মকালে উত্তাপ দুঃসহ, তাহাতে আবার জলের অভাব। কিন্তু ভারতবর্ষের লোকে এই দুই দেশেও অসাধারণ সাহস ও কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া প্রশংসাভাজন হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় করদ ও মিত্ররাজগণ সেনা যোগাইয়া, অর্থ দিয়া, কেহ কেহ বা স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া ইংরাজদিগের সাহায্য করিতেছেন। জনসাধারণেও যুদ্ধের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ, যোদ্ধাদিগের চিকিৎসার্থ কিংবা তাহাদের পরিজনের ভরণপোষণার্থ অকাতরে অর্থসংগ্রহ করিতেছেন, বেল্‌জিয়মের হতভাগ্য অধিবাসীদিগের জন্যও চাঁদা তুলিতেছেন। এই সকল চাঁদার তালিকায় দেখা যায় কেবল ধনী লোকে নহেন, মুটে মজুর এবং বালকেরা পর্য্যন্ত, যাহার যেরূপ সাধ্য, অর্থ দান করিতেছে। সে দিনও বোম্বাই প্রদেশের বালকেরা বেল্‌জিয়ামের বালকদিগের জন্য ষাট্ হাজার টাকা চাঁদা পাঠাইয়াছে। ইহারা যে অর্থ দিয়া নাম কিনিবে কেহই এমন ভাবে নাই; অনেকে সামান্য আয় হইতে চাঁদা দিতে গিয়া হয়ত নিজেরাই অসুবিধা ভোগ করিয়াছে; তথাপি কেহ দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

যুদ্ধে অন্যান্য দেশে যেমন করভার বৃদ্ধি হইয়াছে এবং খাদ্যাদির মূল্য চড়িয়াছে, ভারতবর্ষে এখনও তেমন হয় নাই। কিন্তু যুদ্ধ যদি দীর্ঘকাল চলে, তাহা হইলে পৃথিবীর ধনাগম হ্রাস হইবেই হইবে এবং ভারতবর্ষকেও নানারূপ অসুবিধায় পড়িতে হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষের লোক যেরূপ সহিষ্ণু, তাহাতে আশা করা যায় তাহারা সে অসুবিধায় কাতর হইবে না।

একদিকে যেমন অসুবিধা হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়, অন্যদিকে তেমনি উপকারও হইবে আশা করা যায়। ভারতবর্ষীয় লোকে এখন পৃথিবীর মধ্যে একটী প্রধান জাতি বলিয়া পরিগণিত হইবে; তাহারা আত্মমর্য্যাদা শিখিবে; তাহাদের উন্নতির পথও প্রশস্ত হইবে। অধিকন্তু ইংরাজের সহিত তাহাদের সৌহার্দ্দবন্ধন আরও দৃঢ়তর হইবে, উভয়ে উভয়ের গুণ গ্রহণ করিতে শিখিবে এবং একসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া দেশের হিতসাধন করিতে পারিবে। ভারতবর্ষের লোকের অকৃত্রিম রাজভক্তি দেখিয়া মহামতি পঞ্চম জর্জ অত্রত্য ভাইস্‌রয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে এই শুভদিনের আভাস পাওয়া যায়। নিম্নে তাহার কতিপয় পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইল :—

"আমার মর্য্যাদারক্ষার জন্য অন্যান্য স্থানের প্রজার ন্যায় ভারতবর্ষীয় করদ ও মিত্ররাজগণ ও জনসাধারণ একবাক্যে যে সর্ব্বস্বপণ করিয়াছেন তাহাতে আমি বড়ই মুগ্ধ হইয়াছি। ভারতবর্ষের লোককে আজ আমার শত্রুদমনে অগ্রসর দেখিয়া তাহাদের প্রতি আমার অনুরাগ গাঢ়তর হইয়াছে। ১৯১২ অব্দে আমি ভারতবর্ষ হইতে যখন ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাগমন করি, তখন তত্রত্য লোকে আমাকে ভক্তিসূচক এক অভিনন্দনপত্র প্রেরণ করিয়া যে যে আশ্বাস দিয়াছিলেন, নিরতিশয় আহ্লাদের বিষয় এই যে বর্ত্তমান বিপত্তির সময় তাঁহারা সে সমুদয় পূরণ করিয়াছেন। তাঁহারা তখনই বলিয়াছিলেন যে ইংল্যাণ্ডের ও ভারতবর্ষের ভাগ্য একসূত্রে গ্রথিত।

এতদিনে এই কথা সার্থক হইল।" ভগবান্ করুন সম্রাটের এই সিদ্ধান্ত যেন অভ্রান্ত হয়।

এই প্রসঙ্গে, আফ্গানিস্তানের অধিপতি ইংরাজদিগের প্রতি যে অকৃত্রিম বন্ধুত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহাও উল্লেখ করা আবশ্যক। জার্ম্মাণেরা তাঁহাকে ইংরাজদিগের বিরোধী হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। তাঁহার ধ্রুববিশ্বাস ইংরাজেরাই জয়ী হইবেন; তিনি নিজের প্রজাদিগকেও তাহাই বুঝাইয়াছেন। এই নিমিত্ত আফগানিস্তানে এপর্য্যন্ত ইংরাজদিগের অনিষ্টকর কিছু ঘটিতে পারে নাই।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

আশা ও সাফল্য।

তিন বৎসর যুদ্ধ চলিতেছে, অথচ আমরা এপর্য্যন্ত আশানুরূপ কোন ফললাভ করি নাই। ইহাতে কেহ কেহ একটু নৈরাশ্যের ভাব প্রকাশ করেন। তাঁহারা বলেন ফ্রান্সের কিয়দংশ এবং বেল্জিয়াম্ এখনও জার্ম্মাণদিগের হস্তগত; পোল্যাণ্ড, সার্বিয়া এবং রুমানিয়ারও সেই দশা। ইটালি ট্রিয়েষ্টের দিকে বেশী অগ্রসর হইতে পারে নাই; উত্তরাঞ্চল হইতে ত সম্পূর্ণরূপেই বিতাড়িত হইয়াছে। অথচ জার্ম্মাণি এক রূপ অক্ষত রহিয়াছে—আমরা অদ্যাপি জার্ম্মাণির সীমা পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারি নাই।

এ সব কথা সত্য সন্দেহ নাই; কিন্তু দেখিতে হইবে জার্ম্মাণির উদ্দেশ্যই বা কতদূর সিদ্ধ হইয়াছে। জার্ম্মাণেরা পারিশ অধিকার করিতে পারেন নাই, রিগাও অধিকার করিতে পারেন নাই। তাঁহারা ইংল্যাণ্ড ও মিশর আক্রমণ করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু সে আশায় এখন জলাঞ্জলি দিয়াছেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন আয়র্ল্যাণ্ডে বিদ্রোহ ঘটাইয়া ইংরাজদিগকে বিব্রত করিবেন; কিন্তু সে চক্রান্ত ব্যর্থ হইয়াছে। তাঁহারা বাগ্দাদ্ পর্য্যন্ত রেল নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। আশা করিয়াছিলেন যে তাহার সাহায্যে এশিয়াটিক তুরুস্কে অখণ্ড আধিপত্য স্থাপন করিবেন; কিন্তু আজ সেই বাগ্দাদ্—সেই তুর্কশক্তির কেন্দ্রভূমি ইংরাজসেনার পদানত। জার্ম্মাণদিগের রাজ্যক্ষয়, অর্থক্ষয় এবং লোকক্ষয়ও কম হয় নাই। আফ্রিকার পূর্ব্বপ্রান্তে যৎসামান্য ভূখণ্ড ব্যতীত তাঁহাদিগের সমস্ত উপনিবেশই এখন শত্রুহস্তগত; পূর্ব্ব-আফ্রিকাও যায় যায় হইয়াছে। তাঁহাদের বাণিজ্যও বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজের এ পর্য্যন্ত সূচ্যগ্রপ্রমাণ ভূমি নষ্ট হয় নাই; ইংরাজের বাণিজ্যের বরং উপচয়ই হইতেছে।

কোন্ পক্ষে কত লোক নষ্ট হইয়াছে তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। কিন্তু জার্ম্মাণেরা নিজেই বলিতেছেন যে এ পর্য্যন্ত তাহাদের দেশের প্রায় ৪০ লক্ষ লোক হতাহত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অষ্ট্রিয়ারও বহু লোক বিনষ্ট হইয়াছে। ইহার তুলনায় ইংরাজদিগের সাত আট লক্ষ লোকের বিনাশ কিছুই নয় বলিতে হইবে।

জার্ম্মাণদিগের কত সৈন্য এখন যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়োজিত আছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। সম্ভবতঃ এখনও তাঁহাদের সেনাবল যথেষ্ট আছে। একা তুরুষ্কই তাঁহাদিগকে প্রায় দশ লক্ষ সৈন্য দিয়াছে। জার্ম্মাণদিগের কুল্যা ও দুর্গগুলি সুদৃঢ়; তাঁহাদের রেলওয়েরও এমন সুব্যবস্থা যে তদ্দ্বারা অল্পসময়ের মধ্যে সৈন্যদিগকে রণক্ষেত্রের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্তে প্রেরণ করা যাইতে পারে। অনেকে মনে করিয়াছিলেন, ইংরাজপক্ষ অংশবিশেষে প্রভূত সৈন্য সমাবেশ করিয়া অগ্রসর হইলে জার্ম্মাণদিগের ব্যূহভেদ সুসাধ্য হইবে। অদ্যাপি তাহা করিতে পারা যায় নাই বটে; কিন্তু জার্ম্মাণেরা যেরূপ হঠিতে এবং ইংরাজ ও ফরাসীরা যেরূপ অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে আশা হয় অচিরে জার্ম্মাণসেনা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইবে।

ইংরাজ রণপোতে জার্ম্মাণির আমদানি-রপ্তানি বন্ধ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে অদ্যাপি জার্ম্মাণদিগের মধ্যে অবসাদের লক্ষণ দেখা যায় নাই। জার্ম্মাণির রসায়নবেত্তারা নব নব উপায় প্রয়োগ করিয়া আমদানির অভাব পূরণ করিতেছেন। তাঁহারা তূলার পরিবর্ত্তে কাষ্ঠচূর্ণ দ্বারা প্রস্ফোটন প্রস্তুত করিয়াছেন; কেরোসিন ও রবারের অনুরূপ কোন কোন দ্রব্যও নাকি আবিষ্কার করিয়াছেন। তথাপি তাঁহাদের যে কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্যেরই অভাব হইতেছে না, ইহা মনে করা যায় না। পশম, চর্ম্ম ও তাম্র যুদ্ধার্থ নিতান্ত আবশ্যক; কিন্তু জার্ম্মাণিতে এখন এ সকল বস্তু দুর্ল্ভ হইয়াছে। খাদ্যাভাবও নিশ্চয় ঘটিয়াছে এবং তন্নিবন্ধন ক্রমেই লোকের কষ্ট বাড়িতেছে। ফলতঃ, জার্ম্মাণেরা অনতিবিলম্বে শত্রুপক্ষের বলভঙ্গ করিতে না পারিলে তাঁহাদিগকে অনাহারে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে।

ইংরাজপক্ষেও ভাবিবার অনেক কথা আছে। ইঁহাদেরও ভীষণ লোকক্ষয় হইতেছে, রাশি রাশি অর্থ নষ্ট হইতেছে। একা ইংল্যাণ্ডই যুদ্ধের জন্য প্রতিদিন প্রায় বার কোটি টাকা ব্যয় করিতেছেন। ফ্রান্সের শিল্প-প্রধান স্থানগুলি এখন জার্ম্মাণদিগের হাতে; কাজেই ইংল্যাণ্ডের নিকট অর্থ ও খাদ্য না পাইলে ফ্রান্স্ এত দিন নিতান্ত অবসন্ন হইত। তবে অবিরত অজস্র ব্যয় হইলে কুবেরের ভাণ্ডারও ফুরাইয়া যায়। ইংরাজেরা এতদিন অর্থের অভাব বোধ করেন নাই সত্য, কিন্তু দীর্ঘকাল এই অতিবৃহদ্ব্যয়ের প্রয়োজন থাকিলে করভার যে দুর্ব্বহ হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ব্বহ হইলেও ইংরাজেরা উহা বহন করিবেন, কারণ তাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ না করিলে নিরস্ত হইবেন না।

জার্ম্মাণেরা একাধিকবার সন্ধির কথা তুলিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহারা যে সকল প্রস্তাব উত্থাপিত করেন তাহা বিজয়ীর পক্ষেই শোভা পায়। তাঁহাদের মনের ভাব যে বেল্‌জিয়াম্, পোল্যাণ্ড্ ও সার্বিয়া জার্ম্মাণির আশ্রিতরাজ্য বলিয়া গণ্য হইবে, তুরুস্কও জার্ম্মাণজাতির কর্ত্তৃত্বাধীন থাকিবে এবং ইংরাজদিগকে অঙ্গীকার করিতে হইবে যে উত্তরকালীন কোন যুদ্ধে তাঁহারা শত্রুপক্ষের বাণিজ্য রোধ করিতে পারিবেন না। জার্ম্মাণেরা যখন এখনও জয়লাভ করিতে পারেন নাই, তখন এই সমস্ত অসঙ্গত প্রস্তাব করা ধৃষ্টতামাত্র।

যুদ্ধাবসানে ইংরাজপক্ষ কি চান এখনও তাহা স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। তবে ইংল্যাণ্ডের প্রতিজ্ঞা যে বেল্‌জিয়ামের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে, এই রাজ্যের যে ক্ষতি হইয়াছে জার্ম্মাণিকে তাহা পূরণ করিতে হইবে এবং প্রুশিয়ার সেনাবল কমাইতে হইবে। জার্ম্মাণির প্রস্তাবমত সন্ধি করিলে তাহা কখনও স্থায়ী হইবে না ; সমগ্র য়ুরোপখণ্ড আবার এক বৃহৎ সেনাকটকে পরিণত হইবে, সকলকেই সৈনিকবৃত্তি শিখিতে হইবে, রাজস্বের অর্দ্ধাংশ সামরিক আয়োজনে উড়িয়া যাইবে।

যখন প্রকৃত সন্ধির কথা উঠিবে তখন অনেক জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে। বর্ত্তমান যুদ্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য জাতিগত স্বাধীনতা-রক্ষা ; কাজেই ইহার অবসানে য়ুরোপীয় কোন জাতিকেই পরাধীন রাখা সঙ্গত হইবে না। য়ুরোপের দক্ষিণ-পূর্ব্বখণ্ডে এক একটী অঞ্চলে বহুজাতির বাস বলিয়া এখানে জাতিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা বড় কঠিন ; কাজেই এখানে রাজ্যসমূহের সীমানির্দ্ধারণ করিবার সময় ধীরভাবে বিচার করিতে হইবে। জার্ম্মাণজাতির সম্বন্ধেও বেশী কঠোর হইলে চলিবে না। জার্ম্মাণেরা সভ্যসমাজের একটী প্রধান অঙ্গ ; কি লোকসংখ্যায়, কি প্রতিভায় তাঁহারা পৃথিবীর একটী প্রধান জাতি। জার্ম্মাণেরা শিল্পে, বিজ্ঞানে ও সমাজতত্ত্বে যে উচ্চাসন অধিকার করিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহারা বিচ্যুত হইলে সমস্ত পৃথিবীরই ক্ষতি। কিন্তু তাঁহাদের দর্পচূর্ণ হওয়া আবশ্যক ; তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে যে পশুবলই একমাত্র বল নহে এবং পৃথিবীটা কেবল তাঁহাদেরই জন্য সৃষ্ট হয় নাই। এ পর্য্যন্ত যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে আমাদের হতাশ হইবার কারণ নাই, বরং আশা করা যায় যে ইংরাজপক্ষ যদি কর্ত্তব্যস্খলিত না হন, তাহা হইলে সিদ্ধিলাভপূর্ব্বক নিজেদের এবং অপর সকলের কল্যাণ সাধন করিতে পারিবেন।